Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১৯তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা
ডিসেম্বর ২০১৫

Contents

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪
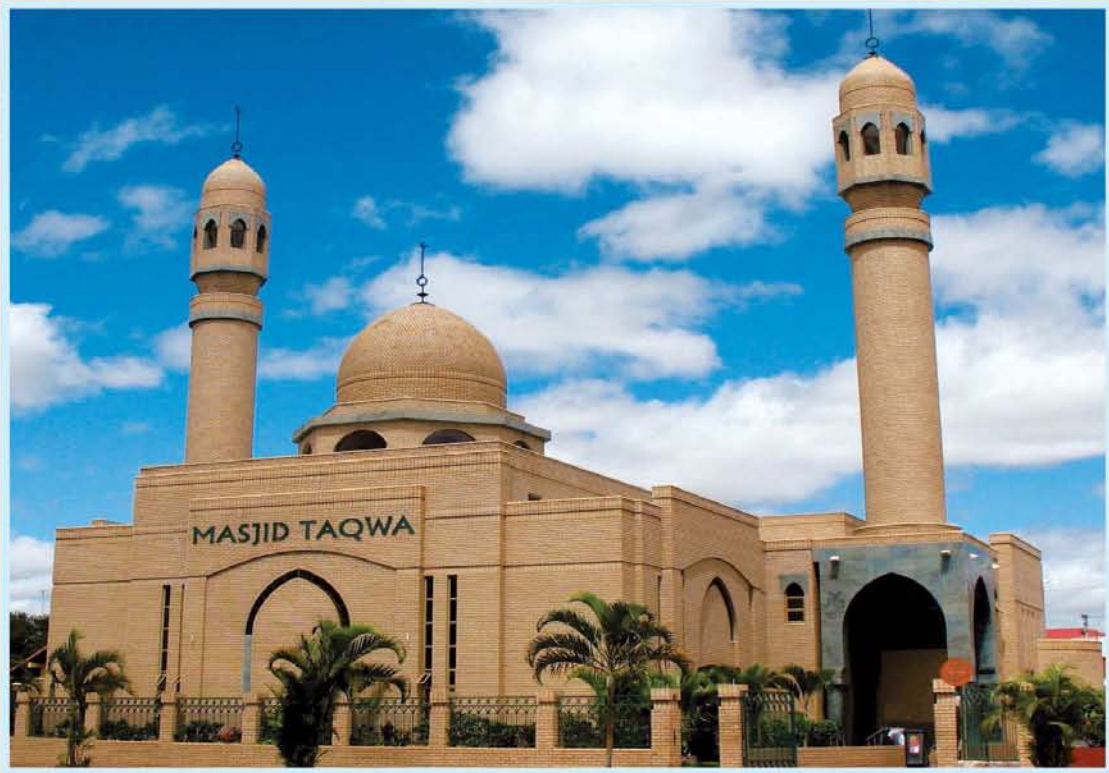
মাসিক

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

১৯তম বর্ষ	৩য় সংখ্যা
ছফর-রবীউল আউয়াল	১৪৩৭ হিঃ
অগ্রহায়ণ-পৌষ	১৪২২ বাং
ডিসেম্বর	২০১৫ ইং

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬১৩৬৫।
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৭৩৮-৯৭৭৭৯৭
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

হাদিয়া : ২০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ১৬০/-)	৩০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০/-	১৪৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১১৫০/-	১৮০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৪৫০/-	২১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮০০/-	২৪৫০/-

সূচীপত্র

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

Contents

হিংসা ও প্রতিহিংসা বন্ধ হৌক!

হিংসার আগুনে জ্বলছে পৃথিবী। মানুষে মানুষে ভালবাসা, মায়া-মমতা, সহমর্মিতা সবই যেন হারিয়ে গেছে। 'কাক কাকের গোশত খায় না' বলে একটা প্রবাদ আছে। কিন্তু এখন মানুষ মানুষের গোশত খাচ্ছে। যত মারণাস্ত্র তৈরী হচ্ছে সবই মানুষকে মারার জন্য। হিংসান্ধ ব্যক্তির হাতে যখন ক্ষমতা আসে, তখন তার মাধ্যমে দেশ জ্বলে। সেই সাথে জ্বলে পৃথিবী। সাধারণ অস্ত্রে সম্মুখ যুদ্ধে কেবল যুদ্ধরত ব্যক্তি মরে। কিন্তু এখনকার যুদ্ধে নিরপরাধ মানুষ বেশী মরে। বোমা হামলা, বিমান হামলা মানেই নির্দোষ মানুষের হত্যাযজ্ঞ। গত শতাব্দীতে ১৯১৪-১৮ সালে ১ম বিশ্বযুদ্ধে ৭৩ লক্ষ ৩৮ হাযার ও ১৯৪১-৪৫ সালে ২য় বিশ্বযুদ্ধে প্রায় ৩ কোটি মানুষ নিহত হওয়া ছাড়াও এর বিপুল ধ্বংসকারিতা মানুষের চোখের সামনে ভাসছে। ১৪৫৩-১৯২৪ প্রায় পৌনে পাঁচশ' বছরের তুরস্কের ইসলামী খেলাফত ধ্বংস করেছে কারা? ১৯১৭ সালে রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট বিপ্লবে ১ কোটি ১৭ লক্ষ মানুষ, ১৯৪৮ সালে চীনা কম্যুনিষ্ট বিপ্লবে ১ কোটি ৩৭ লক্ষ মানুষ, ১৯৫৫-৭৩ সালে ভিয়েৎনাম যুদ্ধে প্রায় ৩৭ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে কারা? ১৯৪৮-৬৭ সালে প্রায় ১২ লাখ স্থানীয় আরব ফিলিস্তীনীদের হত্যা করে ও হটিয়ে দিয়ে সেখানে বাহির থেকে ইহূদীদের এনে কারা বসিয়েছে এবং আজও অবরুদ্ধ গাযায় কারা রক্ত ঝরাচ্ছে? ১৯৮০-৮৮ ইরাক-ইরান যুদ্ধে প্রায় ১০ লাখ মানুষকে হত্যা, ১৯৯২-৯৫ সালে বসনিয়াতে হাযার হাযার মুসলমানকে হত্যা, অতঃপর ২০০৩-১০ সালে ইরাক ও আফগানিস্তানে প্রায় ১৩ লাখ মানুষকে কারা হত্যা করেছে? আফ্রিকা মহাদেশের মুসলিম দেশগুলিতে লাগাতার যুদ্ধ কারা চালিয়ে যাচ্ছে? সাড়ে ছয়শো বছরের মুসলিম শাসন হটিয়ে ভারতবর্ষে প্রায় দু'শো বছর যাবৎ শোষণ-নির্যাতন চালিয়েছে কারা? এতো কেবল বিগত একশ' বছরের হিসাব। আরও পিছনে তাকালে দেখা যাবে যে, ১৪৯২ সালে স্পেনের প্রায় আটশ' বছরের মুসলিম শাসনকে প্রতারণার মাধ্যমে ও মসজিদে ভরে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করেছিল কারা? এ যুগে মিয়ানমারে ও চীনে মুসলিম নিধনের নায়ক কারা? অন্য দেশগুলির কথা নাই বা বললাম। এভাবে ইসলাম-পূর্ব যুগ থেকে এযাবৎ পৃথিবীর তাবৎ বিশৃংখলা ও রক্তস্রোত বইয়ে দেওয়ার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দায়ী হ'ল ইহূদী-নাছারা চক্র ও তাদের বশংবদ অপশক্তি। এজন্য আল্লাহ কর্তৃক এরা মাগযূব (অভিশপ্ত) ও যাল্লীন (পথভ্রষ্ট) বলে অভিহিত হয়েছে। তাই এদের কাছে শান্তির ললিতবাণী শোনার কোন প্রয়োজন মানবজাতির নেই। এখনও তারা অস্ত্র প্রতিযোগিতা চালিয়ে যাচ্ছে কেবল অন্যকে ভয় দেখিয়ে স্বার্থ উদ্ধারের জন্য। একই হিংসার উত্তাপ চলছে দেশে দেশে সরকারে ও সমাজে। কোনমতে একবার ক্ষমতায় যেতে পারলে কল্পিত প্রতিপক্ষকে নির্মূল করাই হয় তাদের প্রধান লক্ষ্য। সুশাসন কেবল মুখের কথা। ভিন্ন মত পোষণ বা সত্য ভাষণের সব পথ রুদ্ধ করা হয়। ফলে ভয়ে ও আতংকে দেশে একপ্রকার কবরের নিস্তব্ধতা বিরাজ করে। প্যারালাইসিসের রোগীর মত দেশ বেঁচে থাকে অনুভূতিহীন অবস্থায়। আসলে এটা কি কোন সুস্থ সমাজের লক্ষণ?

ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে Tit for tat 'আঘাতের বদলে আঘাত'। এটি মানুষের স্বাভাবিক মন্দ প্রবণতা। এর বিপরীত হ'ল Mercy for tat 'আঘাতের বদলে ক্ষমা'। প্রথমটির পরিণতিতে বিশ্বযুদ্ধগুলি ছাড়াও অন্যান্য বড় বড় যুদ্ধগুলি হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। আর দ্বিতীয়টির দৃষ্টান্ত রয়েছে মক্কা বিজয়ের দিন বিরোধী শক্তিকে ক্ষমা ঘোষণার মধ্যে এবং পরের বড় দৃষ্টান্ত হ'ল ক্রুসেড যুদ্ধে সম্মিলিত খৃষ্টান শক্তির সেনাপতি রিচার্ডের প্রতি মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি ছালাহুদ্দীনের বিস্ময়কর মহানুভবতার মধ্যে। অথচ পরবর্তীতে ১৯১৮ সালে বৃটিশ সেনাপতি এলেনবী এসে ছালাহুদ্দীনের কবরে লাথি মেরে বলেছিলেন We came back Saladin! একইভাবে ১৯২০ সালে ফরাসী সেনাপতি গুরাউড এসে তাঁর কবরে লাথি মেরে বলেছিলেন Awake, Saladin! We have returned.

হিংসা ও প্রতিহিংসার পশু প্রবৃত্তিকে উসকিয়ে দিয়ে শয়তান মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টির মাধ্যমে পৃথিবীকে অগ্নিকুণ্ডে পরিণত করে। পক্ষান্তরে আল্লাহ চান মানুষে মানুষে ভালবাসার মাধ্যমে পৃথিবীকে সুন্দরভাবে আবাদ করতে। কেননা ইতিপূর্বে জিনেরা এ পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করেছিল ও এখানে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়েছিল। পরে তাদের হটিয়ে আল্লাহ আদমকে পাঠান এবং পৃথিবী পরিচালনার জন্য যুগে যুগে নবীগণের মাধ্যমে বিধান সমূহ পাঠিয়ে দেন *(বাক্বারাহ ২/৩০, ৩৯)*। সর্বশেষ চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীন হিসাবে যা ইসলামী শরী'আত আকারে আমাদের নিকট মওজূদ রয়েছে *(মায়েদাহ ৫/৩)*। মানুষ যতদিন তা মেনে চলবে, ততদিন শান্তিতে থাকবে *(মুওয়াত্ত্বা হা/৩৩৩৮)*। না মানলে দুনিয়া জাহান্নামে পরিণত হবে। এক সময় কিয়ামত হয়ে সবকিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে *(ইবরাহীম ১৪/৪৮)*।

ইসলাম মানবতার ধর্ম। যা মানুষকে ক্ষমা করতে শেখায়। পক্ষান্তরে কুফর হ'ল শয়তানের ধর্ম। যা সমাজ ও সভ্যতাকে প্রতিশোধের আগুনে ধ্বংস করে। যার প্রধান টার্গেট হ'ল 'ইসলাম'। আদর্শ দিয়ে মুকাবিলায় ব্যর্থ হয়ে তাবৎ কুফরী শক্তি এখন হিংসা-প্রতিহিংসা ও প্রতারণার রাজনীতি এবং শোষণের অর্থনীতি চালু করেছে। কোনরূপ চরমপন্থা ও অন্যায় হত্যাকাণ্ডকে ইসলাম সমর্থন করে না। কিন্তু ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে ঢালাওভাবে মিথ্যাচার ও যুলুম অত্যাচারকে কেউ সমর্থন করবে না। ইসলামের পক্ষে বললে তিনি সাম্প্রদায়িক। আর বিপক্ষে বললে তিনি মুক্তমনা, এরূপ একচোখা নীতি ছাড়তে হবে। মনে রাখতে হবে যে, এক হাতে তালি বাজে না। ইসলামের আবেদন মানুষের হৃদয়ে। যাকে বোমা মেরে স্তব্ধ করা যাবে না। যুলুমের প্রতিফল যালেমকে ভোগ করতেই হবে ইহকালে ও পরকালে। পক্ষান্তরে মযলূম মুমিন ইহকালে নির্যাতিত হ'লেও পরকালে সম্মানিত হবে। মুসলমান আদর্শ দিয়ে কুফরীকে মুকাবিলা করে, হিংসা বা অস্ত্র দিয়ে নয়। ইহূদী গোলাম নবীকে সেবা করেছে। কিন্তু তিনি কখনো তাকে ইসলাম কবুলের জন্য চাপ দেননি *(বুখারী হা/১৩৫৬)*। কারণ ইসলামের সত্য এবং কুফরীর মিথ্যা স্পষ্ট হয়ে গেছে। এক্ষণে তা কবুল করা বা না করা মানুষের এখতিয়ার। এতে কোন যবরদস্তি নেই *(বাক্বারাহ ২/২৫৬)*। অতএব যেকোন মুসলিম নাগরিক ও সরকারের দায়িত্ব হবে ইসলামের যথার্থ অনুসারী হওয়া এবং অন্যের নিকট ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরা। না করলে তিনি আল্লাহ্র নিকট দায়ী হবেন। যারা সমাজের সত্যিকারের কল্যাণকামী, তাদেরকে অবশ্যই ইসলামের মহান আদর্শ মেনে পথ চলতে হবে। নইলে সরল পথ ছেড়ে বাঁকা পথে কখনো শান্তি আসবে না। আর আল্লাহ্র দেখানো পথই সরল পথ। এর বাইরে সবই বাঁকা পথ। যার প্রত্যেকটির মাথায় বসে আছে শয়তান *(আহমাদ হা/৪১৪২)*।

পৃথিবীতে যুগে যুগে সকল অশান্তির মূলে ছিল পথভ্রষ্ট শাসকরা। আজও সেটাই আছে। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) এ বিষয়ে তাঁর উম্মতকে সাবধান করে গেছেন' *(আবুদাঊদ হা/৪২৫২)*। অতএব বিভিন্ন দেশে জঙ্গী জঙ্গী বলে ইসলাম ও মুসলমানকে যে দায়ী করা হচ্ছে, তার পিছনে নেপথ্য শক্তিগুলির ভূমিকা কতটুকু, তা খতিয়ে দেখা আবশ্যক। নইলে বিশ্বের সবচেয়ে সন্ত্রাসের শিকার মুসলমানেরা কেন? এ পৃথিবী আল্লাহ্র। অধিকার এখানে সবার। অতএব সর্বাগ্রে হিংসা ও প্রতিহিংসার রাজনীতি বন্ধ করুন। পারস্পরিক ক্ষমার মাধ্যমে আস্থা ও ভালোবাসার পরিবেশ সৃষ্টি করুন। সর্বোপরি তাকদীরে বিশ্বাস রাখুন ও আল্লাহ্র উপর ভরসা করুন। পৃথিবীতে শান্তি ফিরে আসবে ইনশাআল্লাহ *(স.স.)*।

Contents

১৬ মাসের মর্মান্তিক কারা স্মৃতি

[২০০৫ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২০০৬ সালের ৮ই জুলাই। ১ বছর ৪ মাস ১৪ দিন]

*অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম**

(৭ম ও শেষ কিস্তি)

মুহতারাম আমীরে জামা'আতকে যেদিন আমাদের থেকে পৃথক করে বগুড়া জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হ'ল, সেদিন থেকেই আমার অন্তরে কি যেন এক অজানা শংকা কাজ করত। জেল জীবনের বয়স প্রায় ষোল মাসের কোঠায়। দু'একটি মামলায় যামিন হচ্ছে আর এমন সময় মুহতারাম আমীরে জামা'আতের পৃথকীকরণ আমার হৃদয়ের গভীরে ক্ষতের সৃষ্টি করে। দিনমণির গতি যখন মন্থর, এর আলোকরশ্মি যখন নিস্তেজের পথে, নীড় ছাড়া পাখী, বাড়ী ছাড়া পশুপ্রাণী যখন স্বজনের সাথে মিলনের মনোবাসনা নিয়ে প্রবল বেগে ছুটছে, আমাদের তখন চৌদ্দ শিকের বন্দিকোঠায় আবদ্ধের ঘণ্টা বাজছে। পাহারাদার বাবু সেকালের পিতলের এক বিরাট তালা হাতে এসে ঘোষণা দিল, আপনারা ভিতরে ঢুকুন ৪-টা বেজে গেছে। এখনি গুনতি দিতে হবে। যা ভাবনা শিকের ভিতরে গিয়ে ভাবুন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভিতরে গিয়ে শিক ধরে দাঁড়িয়ে ভাবছি, 'যাঁর চিন্তা-চেতনা বাস্ত বায়নের শরীক হিসাবে এ জেলখানায় আগমন, যাঁর শ্লোগান 'সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর'; যার আহ্বান 'আমরা চাই, এমন একটি ইসলামী সমাজ যেখানে থাকবে না প্রগতির নামে কোন বিজাতীয় মতবাদ, থাকবে না ইসলামের নামে কোনরূপ মাযহাবী সংকীর্ণতাবাদ' তাঁকে আমাদের থেকে পৃথক করল কেন? সরকারের কি কোন দূরভিসন্ধি আছে, নাকি ক্রস ফায়ারের কৌশল আঁটছে?

অতীতের বহু স্মৃতি মনে পড়ছে আর চোখ দিয়ে ঝরঝর করে অশ্রু ঝরছে। এমন সময় সুবেদার গোলাম হোসাইন ছাহেব এসে বললেন, আপনার দু'টি খুশির খবর। এক- মুহতারাম আমীরে জামা'আত বগুড়ায় ভাল আছেন। দুই- এই নিন আপনার বাড়ী থেকে আগত চিঠি। খাম খোলা। জেলখানার নিয়ম হ'ল, পোষ্ট কার্ডে লিখতে হবে। নইলে খাম খুলে জেলার ছাহেব চিঠি পড়ে অনুমোদন দিলে প্রাপকের হাতে পৌঁছবে। যদি আইন বিরোধী কিছু কথা থাকে, তবে তা প্রাপকের হাতে দেওয়া হবে না। আযীযুল্লাহকে বললাম, বাড়ী থেকে চিঠি এসেছে, পড়ছি শোন-

'পাকজনাবেষু, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আল্লাহপাকের ইচ্ছায় ভাল থেকে পরকালের পাথেয় জোগাড় করার জন্য ইহকালের কষ্ট ধৈর্যের সাথে বরণ করে নিচ্ছেন। আমি স্বপ্নে দেখেছি, আপনারা অতি তাড়াতাড়ি যামিনে মুক্তি পেয়ে যাবেন। চিন্তা করবেন না। আমরা সবাই ভাল আছি। বড় ছেলে 'রুছাফী' সাতক্ষীরা বাঁকাল মাদ্রাসা থেকে ৮ম শ্রেণী পাশ করে ঢাকার বংশাল মাদরাসায় ভর্তি হ'তে গিয়েছে। বাড়ীতে থাকলে পুলিশ হয়রানি করতে পারে। তাই ঢাকায় ছিলাম। বড় মেয়ে 'নুছরাত' আম্মাপারা মুখস্থ করেছে। ওর বয়স এখন ছয় বছর। সে এবার প্রথম শ্রেণীতে ১ম হয়ে ২য় শ্রেণীতে উঠলো। ছোট মেয়ে 'নিশাত' এর বয়স এখন তিন বছর। লাল জুতা পায়ে দিয়ে সারা পাড়া ঘুরে বেড়ায়। আর আব্বা আব্বা বলে ডাকাডাকি করে। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে তোমার আব্বা কোথায় গেছে? সে বলে, রাজশাহীতে জান্নাত কিনতে গেছে। এরপর দৌঁড়ে বাড়ী ফিরে এসে আমাকে বলে, আম্মা জান্নাতে কি কি পাওয়া যায়? আমি বলি, আঙ্গুর, আপেল, কমলা ইত্যাদি সুস্বাদু ফলমূল। সে প্রায়ই প্রশ্ন করে, আম্মা! জান্নাত কিনতে কত দিন লাগে? আমি বলি, ভাল জান্নাত কিনতে সময় বেশী লাগে। তোমার জন্য অনেক ভালো ভালো জিনিস আনবে তো, তাই সময় বেশী লাগছে। তুমি কারো বাড়ী যেয়ো না। কখন হয়তো তোমার আব্বা এসে পড়বেন, তখন তিনি তোমাকে পাবেন না। ইদানীং নিশাতের আব্বা আব্বা ডাক খুব বেশী হয়েছে। তাই বিশ্বাস আরো প্রবল হয়েছে যে, আপনাদের বের হওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে। আমীরে জামা'আত, সালাফী ছাহেব ও আযীযুল্লাহ্‌র বাড়ীর খবর ভাল। আমি তাঁদের বাড়ীতে ফোনে যোগাযোগ করেছি; তাদের সাথে কথা বলেছি। বিবিসির খবরে শুনলাম, মুহতারাম আমীরে জামা'আতকে নওগাঁ কারাগার থেকে বগুড়া কারাগারে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এখন আপনারা ওখানে সাময়িক সময়ের জন্য অভিভাবকহীন হয়ে গেলেন। তবে আমীর শূন্য হননি। তিনি যে উপদেশ দিয়ে গেছেন, সেগুলি পালন করার চেষ্টা করবেন। বের হওয়ার জন্য উদগ্রীব হবেন না। জেলখানার একটি দানা রিযিক আপনাদের জন্য বরাদ্দ থাকতে আপনারা বাইরে আসতে পারবেন না। জেলখানা আমল, আক্বীদা ও ইবাদত-বন্দেগীর জন্য নিরিবিলি স্থান। কবি ইকবালের একটি কথা মনে পড়ে, 'ইসলাম যিন্দা হোতা হ্যায়, হর কারবালাকে বা'দ'। আপনারা জেলখানায় যাবার পর থেকে এমন কোন মিডিয়া নেই, যেখানে 'আহলেহাদীছ'-এর কথা শোনা যায় না। 'আহলেহাদীছ' শব্দটি এত ব্যাপক প্রচার হচ্ছে যে, আপনারা যখন নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে বেরিয়ে আসবেন, তখন এই প্রচার আমাদের সংগঠনের জন্য সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ। আর নয়! অনেক কথা লিখলাম, দো'আ করবেন, যাতে ধৈর্যের সাথে ঈমান ও আমল নিয়ে বেঁচে থাকতে পারি। ইতি- আন্দোলনের সাথী- আঞ্জুমান আরা। তাং ৫/৬/২০০৬'।

আমার চিঠি পড়া শেষ না হ'তেই সালাফী ছাহেব ডেকে বললেন, আসুন খাবার রেডি, এক সাথে খেয়ে নেই। সেই দুপুরে তৈরী খাবার নষ্ট হয়ে যাবে। সালাফী ছাহেব ভাগ-বাটোয়ারায় খুব পাকা। যেকোন জিনিস সুন্দর করে ভাগ করে দিতে পারেন। নিজে না খেয়ে অপরের থালায় তুলে দিতেই তিনি বেশী আনন্দ বোধ করতেন। তাই প্রত্যেক দিন তিনিই প্রতিটি খাবার ভাগ করে আমাদের ডেকে খাওয়াতেন।

* *সাধারণ সম্পাদক, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ।*

Contents

ঔষধ নয়, ব্যায়াম রোগ নিরাময়কারী :

মুহতারাম আমীরে জামা'আত নওগাঁ কারাগার থেকে বগুড়া চলে যাওয়ার পর থেকে আমাদের মধ্যে কিছু অনিয়ম দেখা দিল। খাওয়া, ঘুম, ব্যায়াম কিছুই নিয়মতান্ত্রিকভাবে হ'ত না। ফলে আমার ডান পায়ের পাতা থেকে কোমর পর্যন্ত মোটা রগটি টেনে ধরতে লাগল। চরম ব্যথা। কারাগারের ডাক্তার বিভিন্ন ঔষধ দিল, নিরাময় হ'ল না। ফলে কারা কর্তৃপক্ষ রাজশাহী মেডিকেল কলেজ থেকে নিওরোলজিষ্ট নিয়ে আসলেন। তিনি আমাকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর একটি ব্যায়াম শিখিয়ে দিলেন এবং বললেন, তিন দিনের মধ্যে আরাম বোধ করবেন। ব্যায়ামটি হ'ল 'শক্ত বিছানায় চিত হয়ে মৃত মানুষের মত টান টান হয়ে শুতে হবে। তারপর সমস্ত শরীর বিছানায় ঠিক রেখে শুধু ডান পা এক ফুট পরিমাণ উঁচু করে এক থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবে গুনতে হবে। পঞ্চাশ গোনা শেষ হ'লে ডান পা নামিয়ে বাম পায়ের উপরও ঐ নিয়ম প্রয়োগ করতে হবে। পৃথক পৃথক ভাবে দুই পা শেষ করে দুই পা একত্রে এক ফুট পরিমাণ উঁচু করে কোমর বিছানায় ঠিক রেখে ঐ পঞ্চাশ গণনা পরিমাণ সময় ব্যয় করতে হবে। এরপর দুই পা নামাতে হবে। এরপর শোয়া অবস্থায়ই দুই হাত দিয়ে ডান হাঁটু ভাজ করে বুকের সাথে যতদূর পারা যায় চেপে ধরতে হবে এবং পঞ্চাশ গণনার পরিমাণ সময় ব্যয় করতে হবে। ডান হাঁটুর পর বাম হাঁটু একই নিয়মে চলবে। তারপর শোয়া অবস্থায় দুই হাত দিয়ে ঘাড় চেপে ধরে যতটুক পারা যায় বুকের দিকে আনতে হবে। সর্বাবস্থায় পঞ্চাশ পর্যন্ত গণনার সময় নিতে হবে। এভাবে সকাল-সন্ধ্যা দশ বার করে ব্যায়াম করতে করতে সাইটিকার মত বাত ব্যথা সেরে যাবে ইনশাআল্লাহ।

ডাক্তারের কথা মত দুই দিনেই আরাম পেয়ে গেলাম। আমাদের পাশের রুমেই থাকতেন সিভিল সার্জন নূরুল ইসলাম ডাক্তার। তিনি আমার ব্যায়াম দেখে বলতেন, ঔষধ নয় ব্যায়ামেই নিরাময়।

সুবেদার গোলাম হোসাইন :

আমরা যেদিন নওগাঁ কারাগারে আসলাম, সেদিন আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন সুবেদার গোলাম হোসাইন। ব্যাগ-ব্যাগেজ আমাদের হাত থেকে নিয়ে অন্য কয়েদীর হাতে দিয়ে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, ওনারা প্রফেসর ডঃ গালিব স্যারের সাথী। ওনাদেরকে দক্ষিণ দিকে পরিষ্কার আলো-বাতাসপূর্ণ সেলে নিয়ে যাও। নতুন কম্বল, থালা-বাসন সহ যাবতীয় কিছুর ব্যবস্থা করে দাও। জেল গেটে ঢুকেই ভিতরে তাকিয়ে দেখি, নয়নাভিরাম এক সুন্দর ফুল বাগান। পশ্চিমের দিকে প্রধান গেট, তিনটি দরজা পাড়ি দিয়ে কারাগার অঙ্গনে ঢুকতেই সুন্দর পরিচ্ছন্ন রাস্তা, সামনে দরজা। দরজা থেকে দু'দিকে দু'টি রাস্তা ওয়ার্ডের দিকে চলে গেছে। রাস্তার দুই ধারে হরেক রকম ফুলের বাগান। তার মাঝে মাঝে সবজির চাষ করা হয়েছে। মূল গেট থেকে দক্ষিণের রাস্তা ধরে আমাদের নিয়ে গেল সর্ব দক্ষিণের নিরিবিলি ৪ রুম বিশিষ্ট একটি সেলে। দক্ষিণ মুখী, পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা উক্ত সেলের সর্ব পশ্চিমের রুমটি আমাদের জন্য বরাদ্দ। ঢুকেই দেখি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। মোজাইক করা মেঝে ও পায়খানা। আছে ফ্যান ও আলোর সুন্দর ব্যবস্থা। সাপ্লাই পানিও রয়েছে। সামনে দক্ষিণের ফাঁকা মাঠের মৃদুমন্দ হাওয়া। মনে হ'ল সুদূর পথ অতিক্রমকারী সম্মানিত অতিথির মাঝপথে বিশ্রামের জন্য সুন্দর রেষ্টহাউজ। কিছুক্ষণ পর হাসতে হাসতে সুবেদার ছাহেব এসে সালাম দিয়ে হাল-হকীকত জিজ্ঞেস করলেন। অতঃপর খাবারের ব্যবস্থা করে চলে গেলেন। সুঠাম দেহ, সুন্দর চেহারার মানুষ তিনি। মিষ্টি হাসি দিয়ে আমাদেরকে আপন করে নিল।

সেদিন আর তার সাথে বেশী কথা হয়নি। পরের দিন সময় করে তার জীবন বৃত্তান্ত শুনালেন। বাড়ী বগুড়া শহরে। ছোটতেই পিতৃহারা। পরের বাড়ীতে মানুষ। অষ্টম শ্রেণী পাশ করে পুলিশের সহযোগিতায় জেলখানার পাহারাদার (বাবু) পদে চাকুরী নেন। দিনে চার ও রাতে চার মোট আট ঘণ্টা ডিউটি। কয়েদী পাহারা দেওয়া আর পুলের নিচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বই পড়া। এভাবে মেট্রিক পরীক্ষায় ১ম বিভাগে পাশ করেন তিনি। অতঃপর আই.এ, বি.এ পাশ করে বর্তমানে জেলখানার সুবেদার পদে চাকুরীরত। এ সম্মান আল্লাহ তাকে দান করেছেন প্রবল ইচ্ছাশক্তি, কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের কারণে বললেন তিনি। জেলখানার ভিতরে যা কিছু দেখছেন, সব আমার আসার পর নিজ হাতে সাজানো। আমার জন্য দো'আ করবেন- যাতে সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে পারি।

সুবেদার ছাহেব আমীরে জামা'আতকে অত্যধিক সম্মান করতেন। আমীরে জামা'আত বগুড়া চলে যাওয়ার পরেও আমাদের প্রতি তার ভক্তি-শ্রদ্ধায় এতটুকুও কমতি হয়নি। একদিন সকালবেলা আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে এসে হেসে হেসে বলছেন, 'চারিদিকের আবহাওয়ায় বলছে আপনারা বেশীদিন এখানে থাকবেন না। দীর্ঘদিন আমীরে জামা'আতের সাথে মিশে এবং গতকাল বগুড়া জেলখানায় ওনার সাথে দেখা করে ওনার থিম আমি বুঝতে পেরেছি। এদেশে আপনাদের পথেই শান্তি আসবে, এটা আমার একান্ত বিশ্বাস। ওনাকে দেখে এসে রাত্রে বসে বসে অনেক চিন্তা করেছি। পরে চার লাইন কবিতা লিখেছি। আপনি তো বেশ কয়টি কবিতা লিখেছেন। তাই এর সাথে মিল করে আর কয়েক লাইন লিখে আমাকে দিবেন।

গতকাল আমি দেখে আসলাম
ড. গালিব বগুড়ার জেলে,
না জেনে অনেকে মহাজনদের
পিছনে কথা বলে।
কেউ কেউ বলে ড. গালিব
একাই নিয়েছেন ঝুঁকি
ধর্মান্ধদের পথ দেখাতে,
তাঁর সাথীদেরও লক্ষ্য একই *(গোলাম হোসেন)*
কেউ কেউ বলে অনাচার আর
দুর্নীতির এই দেশে,
সূদ-ঘুষ যুলুম-নির্যাতন

Contents

সমাজে গেছে মিশে।
ধর্মে বর্ণে মানুষের মাঝে
দ্বন্দ্ব হয়েছে বেশী,
খুন-খারাবী বোমাবাজী
ঘটিতেছে দিবানিশি।
শক্তিমানের আগ্রাসনের
এ অশান্ত কলিকালে,
ড. গালিব গড়িবে স্বর্গরাজ্য
সইবে কি দেশের ভালে?
প্রশ্ন তোমার যতই থাকুক
কাজ কর মনেপ্রাণে,
সহসা দেখিবে ভ্রমর জুটিবে
সততার সুঘ্রাণে।
তুমি কি দেখনি সাহারা মরুতে
বাতিলের হুংকার,
নিমেষে নিভিল গর্জে উঠিল
তাওহীদী ঝংকার।
সৎ মানুষের ঈমানী পরশে
বদর প্রান্তর থেকে,
ভাগিল বেদ্বীন স্থায়ী হ'ল দ্বীন
গায়েবী মদদ দেখে।
সুনীতি যাদের জীবনের ব্রত
নেই তাদের পরাজয়,
জীবনে মরণে প্রভুর স্মরণে
হবেই তাদের মহা জয়।

পরের দিন সুবেদার ছাহেব এসেই বললেন, কই আপনার কবিতা? আমি বালিশের নীচ থেকে কাগজটি বের করে উপরোক্ত কবিতা শুনিয়ে দিলাম। সুবেদার ছাহেব ধন্যবাদ জানিয়ে আরো লেখার জন্য উৎসাহ দিয়ে চলে গেলেন।

যামিনে মুক্তি লাভ :

কয়েক যেলায় যামিন লাভের পর এবার গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া থানার মামলার পালা। সেই ২০০৫ সালের মার্চ মাসে রিম্যাণ্ড শেষ করে গোপালগঞ্জ থেকে আমাদের নিয়ে এসেছে। এরপর আমাদেরকে সেখানে আর নিয়ে যায়নি। এখন সংবাদ পেলাম, আগামী ধার্য তারিখে ঐ মামলা থেকে আমাদেরকে অব্যাহতি না দিলেও যামিন দেওয়া হবে। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। অনেকে বলছেন, এখানে যেহেতু আপনাদের আর কোন মামলা নেই, সুতরাং আপনারা গোপালগঞ্জে চলে যাবেন। তাহ'লে যেদিন যামিন হবে সেদিনই বের হ'তে পারবেন। তা না হ'লে ওখান থেকে যামিনের কাগজ নওগাঁয় আসতে আবার দু'চার দিন সময় লেগে যেতে পারে। আমরা বললাম, দেড় বছরের কাছে দু'চার দিন কোন সমস্যা নয়। আমাদের আশা আমরা নওগাঁ থেকেই বের হব। অবশেষে তাই হয়েছিল। নির্ধারিত দিন আসল, সকাল থেকে আমরা অধীর আগ্রহে সংবাদ শোনার অপেক্ষায় আছি। সেলের গেটের দিকে বার বার তাকাচ্ছি কখন সুবেদার ছাহেব আসবেন। আর কখন তিনি সংবাদটা দিবেন। অবশেষে অপেক্ষার অবসান ঘটল। বিহারী এসে বলল, সুবেদার স্যার আসছেন। তিনি গুটি গুটি পায়ে হেঁটে এদিকে ওদিকে না গিয়ে সরাসরি আমাদের সেলে আসলেন। তারপর একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, আপনাদের কপাল মন্দ। আমাদের চেহারাটা নিমিষেই মলিন হয়ে গেল। তারপরও মনে খুব জোর নিয়ে বললাম, হেঁয়ালি ছাড়েন, খবর বলেন। তখন সুবেদার ছাহেব বললেন, আপনাদের চারজনেরই আজকের মামলায় যামিন হয়ে গেছে। আমরা জোরে আলহামদুলিল্লাহ বলে উঠলাম। বললাম, তবে যে বললেন কপাল মন্দ? তখন তিনি বললেন, কপাল মন্দ না! এখানে এত আরামে আছেন, খাচ্ছেন, ঘুমাচ্ছেন। তাতো আর পারবেন না। আমরা ইচ্ছা করলেও আপনাদের আর আটকে রাখতে পারব না। রসিকতার ছলে এই কথাগুলো বলতে বলতে মনের অজান্তে কখন যে সুবেদার ছাহেবের চোখ পানিতে ভরে উঠেছে তা তিনি নিজেই বুঝে উঠতে পারেননি। যখন বুঝে উঠলেন, তখন তাঁর চোখের পানি আমাদের থেকে আড়াল করার জন্য অন্য কোন কথা না বলে দ্রুত সেল থেকে বের হয়ে চলে গেলেন। নিয়ম অনুযায়ী বিহারী আব্দুল জাব্বার পিছনে পিছনে গিয়েছিল। পরে এসে বলল, স্যার আপনাদের সেল থেকে বের হয়ে পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছতে মুছতে চলে গেলেন।

২৯.৬.২০০৬ইং তারিখে তারীকুযযামান, আব্দুর রশীদ আখতার ও আমার ছেলে আব্দুল্লাহ মারূফ রুছাফী নওগাঁ কারাগারে দেখা করতে এসে সমস্ত কেসের খবর, দেশ ও সংগঠনের ভিতর-বাইরের বিষয়ে বিস্তারিত সংবাদ দেয়। সিরাজগঞ্জ, নওগাঁ সহ অন্যান্য মামলায় যামিন হয়েছে জানিয়ে বলে, আগামী ২.৭.২০০৬ তারিখে গোপালগঞ্জের কাগজ আমরা হাতে পাব ইনশাআল্লাহ। ঐ দিন বিকালে কিংবা পরের দিন আপনারা রেডি থাকবেন। ৩ তারিখ সকাল থেকে মনের মধ্যে নিরানন্দ কাজ করছিল। সালাফী ছাহেব, আযীযুল্লাহ বিছানা-পত্র গুটিয়ে দীর্ঘ ১৬ মাসের জেল সংসারের আসবাবপত্র বিলিবণ্টন করতে আরম্ভ করল। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে ষোল মাসের স্মৃতিচারণ করছিলাম। সেদিন সালাফী ছাহেব বললেন, আগে আমীরে জামা'আতকে বের করে পরে আমাদের বের করবে। কিন্তু আমীরে জামা'আতকে রেখে আমরাইতো আগে বের হচ্ছি। আমীরে জামা'আত বলেছিলেন, নূরুল ইসলাম! আমি আল্লাহকে বলেছি, 'হে আল্লাহ! আমার কোন কর্মীকে জেলে রেখে তুমি আমাকে মুক্তি দিয়ো না। দেখবা, তোমরাই আগে যামিন পাবা'। এখন দেখছি তাইতো হ'ল। ইত্যাদি নানান চিন্তা মনের কোণে ভেসে উঠছিল। বেলা যত বেশী হচ্ছে বাইরে যাওয়ার আগ্রহ তত বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু কোন খবর হ'ল না। বিকাল হ'লে লকাপের ঘণ্টা বাজল, জেলগেট থেকে কোন খবর আসল না। সালাফী ছাহেব তো রাগে বকাবকি শুরু করে দিলেন। আমাদের মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। সরকার আবার কোন ফন্দি-ফিকির করছে কে জানে? আমি তো বলেই ছিলাম যে, আমীরে জামা'আতের যামিন না হওয়া পর্যন্ত

Contents

আমাদের যামিন হবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। সেদিনের মত মন খারাপ করে হাযারো ভাবনা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম। এরপর তিন চার দিনের মধ্যে কোন খবর নেই। না চিঠিপত্র, না দেখা-সাক্ষাৎ, না সুবেদার ছাহেব। মুক্তির আশা একরকম বাদ দিয়েই নিশ্চিন্তে বসে দিন কাটাচ্ছি।

প্রতীক্ষায় থাকলাম। কখন আসবে গোপালগঞ্জ থেকে নওগাঁ কারাগারে আমাদের মুক্তির আদেশপত্র? অবসরে সুবেদার ছাহেব আবার আসলেন আমাদের সেলে। বললেন, কমপক্ষে ৩ দিন সময় লাগবে। নিশ্চিত মুক্তির সংবাদ পেয়ে এই কয়দিন আমরা নির্ঘুম সময় কাটিয়েছি। নানা রকম চিন্তা মাথায় এসে জমা হ'ত। গ্রেফতার হ'লাম চারজন; কিন্তু বের হচ্ছি তিনজন। আমীরে জামা'আত কবে বের হবেন, কিছুই বুঝা যাচ্ছে না। আমরা বের হওয়ার সাথে সাথে আমাদের উপর চেপে বসবে বড় বড় দু'টি দায়িত্ব। একটি হ'ল সংগঠনের দায়িত্ব, আরেকটি হ'ল আমীরে জামা'আতের মুক্তির দায়িত্ব। অপরদিকে আযীযুল্লাহও এখন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি। সেও বলছে, ভাই আগে অন্যের অধীনে থেকে কাজ করেছি, এখন আমাকেই অন্যের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। তার উপর সংগঠনের এই নাযুক পরিস্থিতি। তাকেও বিভিন্ন উৎসাহ ব্যঞ্জক কথা বলে সান্ত্বনা দিচ্ছি, অভয় দিচ্ছি। এমনিভাবে নানা রকম চিন্তা করতে করতে কখন যে সময় পার হয়ে মুক্তির শুভক্ষণ উপস্থিত হয়ে গেছে বুঝতেই পারিনি।

৯ই জুলাই'০৬ রবিবার দুপুর ১-টা। সুবেদার ছাহেব এসে বললেন, নওগাঁ আদালত হয়ে আপনাদের মুক্তির আদেশ আমাদের জেল সুপার ছাহেবের কাছে চলে এসেছে। সুতরাং আপনারা নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র, কাপড়-চোপড়, বই-পত্র গোছগাছ করে নিন। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আমাদের নেওয়ার জন্য বাইরে কি কেউ এসেছে, নাকি আমাদের একা একা যেতে হবে? সুবেদার ছাহেব এব্যাপারে খোলাছা করে কিছুই বললেন না। বুঝতে পারলাম, আমাদের চলে যাওয়ার বিষয়টা তাঁর মনও সহজভাবে মেনে নিচ্ছে না। কিন্তু ঐ যে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'যেতে নাহি দেব হায়! তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়'। নিজেরা বলাবলি করলাম, অবশ্যই কেউ না কেউ এসেছে, চিন্তার কোন কারণ নেই। প্রস্তুতি গ্রহণ করলাম। যেসব জিনিস বাইরে এসে তেমন প্রয়োজন নেই, সেসব জিনিস আগে থেকেই যাকে যা দেওয়া যায় তাকে তা দিয়ে জিনিসপত্র কমিয়ে ফেলেছি। এখন যেগুলো নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস ছিল সেগুলো গোছগাছ করার পালা। আযীযুল্লাহ তার পি.এইচ.ডির বিষয়ে পড়ার জন্য যেসব বই কারাগারে নিয়েছিল সেগুলো সুন্দর করে বেঁধে নিল। আমরাও পড়ার জন্য যেসব বই নিয়েছিলাম তাও গুছিয়ে নিলাম। একে একে আমাদের গোছগাছ শেষ হ'ল। এদিকে সুবেদার ছাহেব আমাদের জিনিসপত্রগুলো সেল থেকে কারাগারের গেট পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য কয়েকজন কয়েদীকে ডেকে নিয়ে এসেছেন। আমাদের আব্দুল জাব্বার বিহারী তো আছেই। সেল থেকে আমরা যখন বের হচ্ছিলাম, তখন সেখানে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হ'ল। সেলের সকল আসামীর চোখে পানি। অনেকে সশব্দে কেঁদে ফেললেন। ঐ পরিবেশ থেকে বের হয়ে আসতে আমাদেরও খুব কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু কিছুই করার নেই। সেলের কারারক্ষী হাজতী, কয়েদী, ফাঁসির আসামী সকলের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে মুছাফাহা করে বিদায় নিলাম। পেছন ফিরে দেখলাম, সকলেই অপলক নেত্রে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন।

সেদিন দুপুরের খাবার খেতে কেন যেন ভাল লাগছে না, তাই বিলম্ব হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে পাহারা বাবুদের ডিউটি পরিবর্তন হয়ে বিকালের বাবু এসে আমাদের দিকে তাকিয়ে কি যেন বলতে চেয়ে বললেন না- শুধু জানালেন বাইরে অনেক আলেম-ওলামা টুপি-দাড়ীওয়ালা মানুষ সকাল থেকে ভীড় করে আছে। ভাবলাম কোন মহৎ ব্যক্তির হয়তো জেল হয়েছে, তাকে কোর্ট থেকে আনছে তাই এত ভীড়। আযীযুল্লাহ আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলছে, আরে ভাই আমাদেরও তো হ'তে পারে? এদিকে সালাফী ছাহেব রেগে রেগে বলছেন, রাখুন ওসব চিন্তা-ভাবনা। বিকাল ৩-টা বাজতে গেল, এখনো দুপরের খাবার খেলেন না, তাড়াতাড়ি আসুন। তিনি তিনজনের থালাতে ভাত তুলে দিয়ে তরকারী দিচ্ছেন। আমি হাত ধুয়ে ভাতে হাত দিয়েছি এমন সময় দ্রুতপায়ে সুবেদার ছাহেব এসে বললেন, কালবিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি রেডি হৌন! আপনাদের যামিনের কাগজ তৈরী হয়ে গেছে সকাল থেকে আপনাদের সংগঠনের লোকজন এসে ভীড় জমিয়ে বসে আছে। চলুন আমার সাথে। থালার ভাত থালাতেই থাকল, হাতের ভাত ঝেড়ে ফেলে দিয়ে শুধু পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে দীর্ঘ ১৬ মাসের কারাজীবনের গোছানো সংসার অন্যান্য কয়েদীদের হাতে তুলে দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে জেল গেটে এসে হাযির হ'লাম।

আমরা মুক্তি পাচ্ছি এ সংবাদ কারাগারের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। এক নযর দেখার জন্য সবারই লক্ষ্য সেলের প্রধান ফটকের দিকে। আমরা বের হওয়ার সাথে সাথে চৌকায় কর্মরত কয়েদীরা দূর থেকে হাত নেড়ে আমাদেরকে অশ্রুসিক্ত নয়নে বিদায় জানাল। এরপর সেল থেকে কারাগারের প্রধান ফটক পর্যন্ত হেঁটে আসার সময় দূরের ওয়ার্ডগুলো থেকে এবং মেডিকেল ওয়ার্ড থেকে একইভাবে হাজতী-কয়েদীরা হাত নেড়ে বিদায় জানালো।

সুবেদার ছাহেব আমাদের সঙ্গে আছেন। কিন্তু কোন কথা বলছেন না। মাথা নীচু করে হাঁটছেন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, তিন মিনিটের পথ যেন তার কাছে তিন ঘণ্টার পথ হয়ে গেছে। মেইন গেটে এসে দায়িত্বপ্রাপ্ত কারারক্ষীকে ইশারায় গেট খুলতে বললেন। মুখে বললে, যদি আমরা কিছু বুঝে ফেলি? গেট খোলা হ'ল, আমরা অফিসে প্রবেশ করলাম। আমাদের জিনিসপত্রগুলো ইতিমধ্যে বিধি মোতাবেক গেটে নামমাত্র চেক হয়ে বাইরে আমাদের লোকের কাছে পৌঁছে গেছে। অফিসে আমাদের সকলের স্বাক্ষর নিয়ে অফিসিয়াল নিয়ম-কানূন সমাপ্ত হ'ল। সুপার, জেলার, ডেপুটি জেলারসহ উপস্থিত সকলের সাথে মুছাফাহা করে আস্তে আস্তে আমরা কারাগারের বাইরের গেটের দিকে অগ্রসর হ'লাম। এবার

Contents

সুবেদার ছাহেব কারারক্ষীকে ইশারা না করে মুখেই মেইন গেট খোলার নির্দেশ দিলেন। ইতিমধ্যে হয়তো তিনি নিজেকে সামলে নিয়েছেন। কিন্তু আমরা সামলাতে পারিনি। তাকে জড়িয়ে ধরে চোখের পানিতে শুকরিয়া জানালাম। তিনিই ছিলেন কারাজীবনে আমাদের বড় হিতাকাঙ্ক্ষী। আল্লাহ তাঁকে এর সর্বোত্তম বিনিময় দান করুন- আমীন!

অতঃপর বিকেল ৫-টায় বাইরের গেট খোলা হ'ল। গেটের বাইরে এসে যেটা দেখলাম সেটা আমরা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আমরা ভেবেছিলাম, আমাদের নিতে হয়তো রাজশাহী এবং নওগাঁর কিছু নেতা-কর্মী আসতে পারেন। কিন্তু বাইরে বের হয়ে দেখি কয়েক হাযার মানুষ আমাদের নেওয়ার জন্য কারাগারের বাইরের চত্বরে ও রাস্তায় উপস্থিত। খুশিতে আমাদের সকলের চোখ আবার ভিজে উঠল। আমাদের দেখা মাত্র সকাল থেকে চাতকের মত অপেক্ষমান জান্নাত পিয়াসী কর্মী ভাইদের দু'গণ্ড বেয়ে আনন্দাশ্রু ঝরতে লাগল। সালাম-মুছাফাহা করতে করতে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো কর্মীদের দুই লাইনের সরু পথ দিয়ে দূরে দাঁড়ানো মাইক্রোর দিকে এগিয়ে চলছিলাম। তখন আমীরে জামা'আতকে একাকী জেলখানায় রেখে বের হওয়ার বেদনায় আমার দু'গণ্ড বেয়ে অশ্রু পড়ছিল।

কারাফটক থেকে একেবারে বাইরের রাস্তা পর্যন্ত লাইন দিয়ে দুই ধারে নেতা-কর্মীরা সকাল থেকেই দাঁড়িয়ে আছে। উদ্দেশ্য আমরা বের হওয়ার পর আমাদের সাথে একটু মুছাফাহা করা। আমরা বের হয়ে পর্যায়ক্রমে মুছাফাহা করতে করতে আমাদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে রক্ষিত মাইক্রোবাসে এসে উঠলাম। পর্যায়ক্রমে আমাদের নিতে আসা সকলে যার যার রিজার্ভ গাড়িতে উঠল। আস্তে আস্তে সকল গাড়ি লাইন দিয়ে রাস্তায় উঠে গেল। এমনিভাবে আমরা তিনজন আমাদের ১ বছর ৪ মাস ১৪ দিনের কারাজীবনের অবসান ঘটিয়ে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'লাম।

বগুড়া, নওগাঁ, জয়পুরহাট, রাজশাহী, মেহেরপুর থেকে যেলা কর্মপরিষদের দায়িত্বশীল, সাতক্ষীরা থেকে আযীযুল্লাহর আত্মীয়-স্বজন সহ যেলার দায়িত্বশীল, কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল এবং নওদাপাড়া মাদরাসার শিক্ষক-ছাত্রদের তিনটি মাইক্রো সিরিয়াল করে রাখা আছে। তাদের আবেদন তিন মাইক্রোতে তিন জনকে উঠতে হবে। আমি সিদ্ধান্ত দিলাম আমরা তিন জন কেন্দ্রীয় নেতা এক মাইক্রোতে রাজশাহী কেন্দ্র পর্যন্ত যাব। ১৬ মাস পূর্বে মিথ্যা মামলার আসামী করে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'কে দুনিয়ার বুক থেকে নিভিয়ে দেওয়ার যে হীন চক্রান্তে আমাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছিল, সেই দারুল ইমারত হবে আমাদের প্রথম অবতরণ স্থল। প্রাইভেট কার, মাইক্রোবাস বহর সহ কর্মীরা আমাদের নিয়ে চলল রাজশাহীর উদ্দেশ্যে। আমরা ছহীহ-সালামতে বাদ মাগরিব মারকাযে এসে উপস্থিত হ'লাম। *ফালিল্লা-হিল হাম্‌দ।*

আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম

মূল : শায়খ যুবায়ের আলী যাঈ

*অনুবাদ : আহমাদুল্লাহ**

(শেষ কিস্তি)

[সালাফে ছালেহীন ও তাক্বলীদ]

৭৬. ছিক্বাহ লেখক, ইমাম আবু ওছমান সা'ঈদ বিন মানছূর বিন শু'বাহ আল-খুরাসানী আল-মাক্কী (মৃঃ ২২৭ হিঃ) সুয়ূত্বীর কথা মতে কারো তাক্বলীদ করতেন না *(৬৭ নং উক্তি দ্রঃ)*।

৭৭. ছিক্বাহ, ছাবত, সুন্নী, ইমাম আবু রাজা কুতায়বা বিন সা'ঈদ বিন জামীল আছ-ছাক্বাফী আল-বাগলানী (মৃঃ ২৪০ হিঃ) সুয়ূত্বীর মতে কারো তাক্বলীদ করতেন না *(৬৭ নং উক্তি দ্রঃ)*।

ইমাম কুতায়বা বিন সা'ঈদ বলেছেন, إذا رأيتَ الرجل يحب أهل الحديث، مثل يحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه- وذكر قوما آخرين- فإنه على السنة ومن خالف هذا فاعلم أنه مبتدع- 'যখন তুমি কোন ব্যক্তিকে ইয়াহ্ইয়া বিন সা'ঈদ আল-ক্বাত্ত্বান, আব্দুর রহমান বিন মাহদী, আহমাদ বিন হাম্বল, ইসহাক বিন রাহওয়াইহ-এর মত (এবং তিনি আরো অনেকের নাম উল্লেখ করেছেন) আহলেহাদীছদের ভালবাসতে দেখবে তখন জানবে যে, নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি সুন্নাতের উপরে (অর্থাৎ সুন্নী) রয়েছে। আর যে ব্যক্তি তাদের বিরোধিতা করবে, জানবে যে সে বিদ'আতী'।[১]

ইমাম ইয়াহ্ইয়া আল-ক্বাত্ত্বান, ইমাম আব্দুর রহমান বিন মাহদী, ইমাম আহমাদ ও ইমাম ইসহাক বিন রাহওয়াইহ এরা সবাই কারো তাক্বলীদ করতেন না *(৫, ৩১, ৩২ ও ৬৭ নং উক্তি দ্রঃ)*।

৭৮. ছিক্বাহ, হাফেয, ইমাম আবুল হাসান মুসাদ্দাদ বিন মুসারহাদ বিন মুসারবাল বিন মুসতাওরিদ আল-আসাদী আল-বাছরী (মৃঃ ২২৮ হিঃ) সুয়ূত্বীর মতে কারো তাক্বলীদ করতেন না *(৬৭ নং উক্তি দ্রঃ)*।

৭৯. ছিক্বাহ, ছাবত, ইমাম আবু নু'আইম ফযল বিন দুকায়েন 'আমর বিন হাম্মাদ আত-তায়মী আল-মুলাঈ আল-কূফী (মৃঃ ২১৭ হিঃ) সুয়ূত্বীর কথামতে কারো তাক্বলীদ করতেন না *(৬৭ নং উক্তি দ্রঃ)*।

৮০. ছিক্বাহ, ছাবত, ইমাম আবু মূসা মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না বিন ওবায়েদ আল-বাছরী আল-আনাযী (মৃঃ ২৫২ হিঃ) সুয়ূত্বীর মতে কারো তাক্বলীদ করতেন না *(৬৭ নং উক্তি দ্রঃ)*।

৮১. ছিক্বাহ, সত্যবাদী, ইমাম আবুবকর মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার বিন ওছমান আল-'আবদী আল-বাছরী ওরফে বুনদার (মৃঃ ২৫২ হিঃ) সুয়ূত্বীর মতে কারো তাক্বলীদ করতেন না *(৬৭ নং উক্তি দ্রঃ)*।

৮২. ছিক্বাহ, হাফেয, ফাযেল, ইমাম আবু আব্দুর রহমান মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন নুমায়ের আল-হামাদানী আল-কূফী (মৃঃ ২৩৪ হিঃ) সুয়ূত্বীর বক্তব্য মতে কারো তাক্বলীদ করতেন না *(৬৭ নং উক্তি দ্রঃ)*।

৮৩. ছিক্বাহ, হাফেয, ইমাম আবু কুরাইব মুহাম্মাদ ইবনুল 'আলা বিন কুরাইব আল-হামাদানী আল-কূফী (মৃঃ ২৪৭ হিঃ) সুয়ূত্বীর মতে কারো তাক্বলীদ করতেন না *(৬৭ নং উক্তি দ্রঃ)*।

৮৪. ইমাম শাফে'ঈর শিষ্য, ছিক্বাহ, ইমাম আবু আলী হাসান বিন মুহাম্মাদ ইবনুছ ছাবাহ আয-যা'ফারানী আল-বাগদাদী (মৃঃ ২৬০ হিঃ) সুয়ূত্বীর কথামতে কারো তাক্বলীদ করতেন না *(৬৭ নং উক্তি দ্রঃ)*।

৮৫. ছিক্বাহ, ইমাম, হাফেয সুলায়মান বিন হারব আল-আযদী আল-বাছরী আল-ওয়াশিহী (মৃঃ ২২৪ হিঃ) সুয়ূত্বীর মতে কারো তাক্বলীদ করতেন না *(৬৭ নং উক্তি দ্রঃ)*।

৮৬. ছিক্বাহ, সত্যবাদী, ইমাম আবুন নু'মান মুহাম্মাদ ইবনুল ফযল আস-সাদূসী আল-বাছরী ওরফে 'আরিম (মৃঃ ২২৪ হিঃ) সুয়ূত্বীর বক্তব্য মতে কারো তাক্বলীদ করতেন না *(৬৭ নং উক্তি দ্রঃ)*।

ফায়েদা : ইমাম আবুন নু'মান সম্পর্কে হাফেয যাহাবী বলেছেন, تغير قبل موته فما حدَّث 'মৃত্যুর পূর্বে তার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। তবে তিনি (এ অবস্থায়) কোন হাদীছ বর্ণনা করেননি'।[২]

প্রতীয়মান হ'ল যে, ইমাম আবুন নু'মানের বর্ণনাসমূহের উপরে ইখতিলাত্বের অভিযোগ ভুল ও প্রত্যাখ্যাত ।

৮৭. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (সম্ভবতঃ হাফেয ইবনু হাযম আন্দালুসী থেকে উদ্ধৃত করতে গিয়ে) বলেছেন, ولم أجد أحدًا ممن يوصف بالعلم قديمًا وحديثًا يستجيز التقليد ولا يأمر به وكذلك ابن وهب وابن الماجشون والمغيرة بن أبى حازم ومطرف وابن كنانة لم يقلّدوا شيخهم مالكًا فى كل ما قال بل خالفوه فى مواضع واختاروا غير قوله- : 'আমি প্রাচীন ও আধুনিক যুগের কোন আলেমকে পাইনি, যিনি তাক্বলীদকে জায়েয বলেন এবং এ ব্যাপারে হুকুম দেন। অনুরূপভাবে ইবনু ওয়াহাব, ইবনুল মাজিশূন, মুগীরাহ বিন আবু হাযিম, মুত্বাররিফ ও (ওছমান বিন ঈসা) ইবনু কিনানাহ তাদের শিক্ষক মালেক-এর প্রত্যেকটি কথার তাক্বলীদ করেননি। বরং অনেক জায়গায় তারা তাঁর বিরোধিতা করেছেন এবং অন্যের বক্তব্যকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন'।[৩]

জানা গেল যে, (সত্যপরায়ণ ইমাম) আবু মারওয়ান আব্দুল মালেক বিন আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন আবু সালামাহ আল-মাজিশূন আল-কুরাশী আত-তায়মী আল-মাদানী (মৃঃ ২১৩ হিঃ) সুয়ূত্বীর দৃষ্টিতে তাক্বলীদ করতেন না।

** সৈয়দপুর, নীলফামারী।*

১. *খতীব বাগদাদী, শারফু আছহাবিল হাদীছ, হা/১৪৩, সনদ ছহীহ।*

২. *যাহাবী, আল-কাশিফ, ৩/৭৯, রাবী নং ৫১৯৭।*

৩. *সুয়ূত্বী, আর-রাদ্দু 'আলা মান উখলিদা ইলাল আরয, পৃঃ ১৩৭।*

সতর্কীকরণ : মূলে মুগীরাহ বিন আবু হাযেম আছে। অথচ সঠিক হ'ল মুগীরাহ ও ইবনু আবী হাযেম। যেমনটি ইবনু হাযমের জাওয়ামিউস সীরাহ (১/৩২৬ পৃঃ) থেকে প্রতীয়মান হয়। মুগীরাহ দ্বারা উদ্দেশ্য ইবনু আব্দুর রহমান আল-মাখযূমী এবং ইবনু আবী হাযেম দ্বারা উদ্দেশ্য আব্দুল আযীয।

৮৮. সত্যবাদী, ফক্বীহ, মুগীরাহ বিন আব্দুর রহমান ইবনুল হারিছ বিন আব্দুল্লাহ বিন 'আইয়াশ আল-মাখযূমী আল-মাদানী (মৃঃ ১৮৮ হিঃ) সুয়ূত্বীর মতে কারো তাক্বলীদ করতেন না *(৮৭ নং উক্তি দ্রঃ)*।

৮৯. সত্যবাদী, ফক্বীহ, আব্দুল আযীয বিন আবু হাযেম আল-মাদানী (মৃঃ ১৮৪ হিঃ) সুয়ূত্বীর মতে তাক্বলীদ করতেন না *(৮৭ নং উক্তি দ্রঃ)*।

৯০. ইমাম মালেকের ভাগ্নে, নির্ভরযোগ্য ইমাম আবু মুছ'আব মুত্বাররিফ বিন আব্দুল্লাহ বিন মুত্বাররিফ আল-ইয়াসারী আল-মাদানী (মৃঃ ২২০ হিঃ) সুয়ূত্বীর মতে তাক্বলীদ করতেন না *(৮৭ নং উক্তি দ্রঃ)*।

৯১. হাফেয ইবনু হাযম আন্দালুসী বলেছেন, ثم أصحاب الشافعي، وكانوا مجتهدين غير مقلدين كأبي يعقوب البويطي وإسماعيل بن يحيى المزني– 'অতঃপর ইমাম শাফে'ঈর ছাত্রগণ। তারা মুজতাহিদ ও গায়ের মুক্বাল্লিদ ছিলেন। যেমন- আবু ইয়াকূব আল-বুওয়ায়ত্বী ও ইসমাঈল বিন ইয়াহ্ইয়া আল-মুযানী'।[৪]

প্রতীয়মান হ'ল যে, ইবনু হাযমের নিকটে ইমাম শাফে'ঈ (রহঃ)-এর শিষ্য আবু ইয়াকূব ইউসুফ বিন ইয়াহ্ইয়া আল-মিছরী আল-বুওয়ায়ত্বী (নির্ভরযোগ্য ইমাম, ফক্বীহদের সর্দার, মৃঃ ২৩১ হিঃ) গায়ের মুক্বাল্লিদ ছিলেন।

৯২. ছিক্বাহ, ইমাম, ফক্বীহ আবু ইবরাহীম ইসমাঈল বিন ইয়াহ্ইয়া বিন ইসমাঈল আল-মুযানী আল-মিসরী (মৃঃ ২৬৪ হিঃ) ইবনু হাযমের কথামতে গায়ের মুক্বাল্লিদ ছিলেন *(৪ ও ৯১ নং উক্তি দ্রঃ)*।

আবু আলী আহমাদ বিন আলী ইবনুল হাসান বিন শু'আইব বিন যিয়াদ আল-মাদায়েনী (মৃঃ ৩২৭ হিঃ) হাসানুল হাদীছ। জমহূর তাকে ছিক্বাহ বলেছেন। তিনি স্বীয় শিক্ষক ইমাম মুযানী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, 'যে ব্যক্তি তাক্বলীদের ফায়ছালা করে তাকে বলা যায়, তোমার ফায়ছালার কোন দলীল কি তোমার কাছে আছে? যদি সে বলে, হ্যাঁ, তাহ'লে সে তাক্বলীদকে বাতিল করে দিল। কেননা দলীল সেই ফায়ছালাকে তার নিকটে আবশ্যক করেছে, তাক্বলীদ নয়। আর যদি সে বলে, দলীল ছাড়া। তবে তাকে বলা যায়, তাহ'লে তুমি কিসের জন্য রক্ত প্রবাহিত করেছ, লজ্জাস্থানকে হালাল করে দিয়েছ এবং সম্পদসমূহ নষ্ট করেছ? অথচ আল্লাহ তোমার উপরে এসব হারাম করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তুমি দলীল ছাড়াই তা হালাল করে দিলে'?[৫]

৪. *জাওয়ামিউস সীরাহ, ১/৩৩৩।*
৫. *খতীব বাগদাদী, আল-ফক্বীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, ২/৬৯-৭০, সনদ হাসান।*

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতিতে ইমাম মুযানী অত্যন্ত সুন্দর ও সাধারণের বোধগম্য পদ্ধতিতে তাক্বলীদকে বাতিল সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন!

৯৩. মালাকাহ্র খতীব আল্লামা আবু মুহাম্মাদ আব্দুল আযীম বিন আব্দুল্লাহ বিন আবুল হাজ্জাজ ইবনুশ শায়খ বালাবী (মৃঃ ৬৬৬ হিঃ) সম্পর্কে হাফেয যাহাবী এবং খলীল বিন আয়বাক আছ-ছাফাদী দু'জনেই বলেছেন, وله اختيارات لا يقلد فيها أحدا– 'তার নির্দিষ্ট কিছু মাসআলা ছিল। সেগুলোতে তিনি কারো তাক্বলীদ করতেন না'।[৬]

৯৪. সুয়ূত্বী হাফেয ইবনু হাযম থেকে বর্ণনা করেছেন, ومن آخر ما أدركنا على ذلك شيخنا أبو عمر الطلمنكي فما كان يقلّد أحدًا وذهب إلى قول الشافعي في بعض المسائل والآن محمد بن عوف لايقلّد أحدًا وقال بقول الشافعي في بعض المسائل– 'আমরা তাক্বলীদ না করার উপর সর্বশেষ যাদেরকে পেয়েছি তাদের মধ্যে আমাদের উস্তাদ আবু ওমর আত-ত্বলামানকী রয়েছেন। তিনি কারো তাক্বলীদ করতেন না। তিনি কতিপয় মাসআলায় শাফে'ঈর মতাবলম্বন করেছেন। আর বর্তমানে রয়েছেন মুহাম্মাদ বিন 'আওফ, যিনি কারো তাক্বলীদ করেন না। তিনি কতিপয় মাসআলায় শাফে'ঈর কথামত ফৎওয়া দিয়েছেন'।[৭]

প্রমাণিত হ'ল যে, ছিক্বাহ, ইমাম, হাফেয আবু ওমর আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-মু'আফিরী আল-আন্দালুসী আত-ত্বলামানকী (মৃঃ ৪২৯ হিঃ) হাফেয ইবনু হাযমের দৃষ্টিতে কারো তাক্বলীদ করতেন না।

ইমাম ত্বলামানকী সম্পর্কে হাফেয যাহাবী বলেছেন, الإمام المقرئ المحقق المحدث الحافظ الأثري– 'তিনি ইমাম, ক্বারী, মুহাক্কিক, মুহাদ্দিছ, (হাদীছের) হাফেয ও আছারী'।[৮]

৯৫. কতিপয় হানাফী ও গায়ের হানাফী ফক্বীহ আবু বকর আল-ক্বাফফাল, আবু আলী এবং ক্বাযী হুসায়েন থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তারা বলেছেন, لسنا مقلّدين للشافعي بل وافق رأينا رأيه– 'আমরা শাফে'ঈর মুক্বাল্লিদ নই। বরং আমাদের মত তাঁর মতের সাথে মিলে গিয়েছে'।[৯]

জানা গেল যে, (এই আলেমদের নিকটে) আল্লামা আবু বকর আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-ক্বাফফাল আল-মারওয়াযী আল-খুরাসানী আশ-শাফে'ঈ (মৃঃ ৪১৭ হিঃ) মুক্বাল্লিদদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

৬. *তারীখুল ইসলাম, ৪৯/২২৬; আল-ওয়াফী বিল-অফায়াত, ১৯/১২।*
৭. *আর-রাদ্দু 'আলা মান উখলিদা ইলাল আরয, পৃঃ ১৩৮।*
৮. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১৭/৫৬৭; উপরন্তু দেখুন : ৭ নং উক্তি।*
৯. *দেখুন : আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী, আন-নাফে'উল কাবীর লিমায় য়ুতালি'উ আল-জামে' আছ-ছাগীর, পৃঃ ৭; তাক্বরীরাতুর রাফি'ঈ, ১/১১; আত্ব-তাক্বরীর ওয়াত-তাহবীর, ৩/৪৫৩।*

Contents

৯৬. পূর্বের উদ্ধৃতিসমূহ দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, ক্বাযী আবু আলী হুসায়েন আল-মারওয়াযী আশ-শাফে'ঈ (মৃঃ ৪৬২ হিঃ) মুক্বাল্লিদদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না *(৯৫ নং উক্তি দ্রঃ)*।

৯৭. আবু আলী আল-হাসান (আল-হুসায়েন) বিন মুহাম্মাদ বিন শু'আইব আস-সিনজী আল-মারওয়াযী আশ-শাফে'ঈ (মৃঃ ৪৩২ হিঃ) মুক্বাল্লিদদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না *(৯৫ নং উক্তি দ্রঃ)*।

প্রতীয়মান হ'ল যে, যে সকল আলেমকে শাফে'ঈ বলা হয়, তারা তাদের ঘোষণা এবং সাক্ষ্য অনুযায়ী মুক্বাল্লিদদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।[১০]

৯৮. শায়খুল ইসলাম হাফেয তাক্বিউদ্দীন আবুল আব্বাস আহমাদ বিন আব্দুল হালীম আল-হার্রানী ওরফে ইবনু তায়মিয়াহ (মৃঃ ৭২৮ হিঃ) বলেছেন, إِنَّمَا أَتَنَاوَلُ مَا أَتَنَاوَلُهُ مِنْهَا عَلَى مَعْرِفَتِي بِمَذْهَبِ أَحْمَدَ، لَا عَلَى تَقْلِيدِي لَهُ– 'আহমাদের মাযহাব হ'তে আমি কেবলমাত্র ঐ বিষয়গুলি গ্রহণ করি, যেগুলি আমার জানা আছে। আমি তার তাক্বলীদ করি না'।[১১]

হাফেয ইবনু তায়মিয়াহ বলেছেন, 'যদি কেউ এটা বলে যে, সাধারণ মানুষের উপর অমুক অমুকের তাক্বলীদ ওয়াজিব, তাহ'লে এটা কোন মুসলমানের কথা নয়'।[১২]

তিনি আরো বলেন, 'কোন একজন মুসলমানের উপরেও আলেমদের মধ্য হ'তে কোন একজন নির্দিষ্ট আলেমের সকল কথায় তাক্বলীদ ওয়াজিব নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির মাযহাবকে আঁকড়ে ধরা কোন একজন মুসলমানের উপর ওয়াজিব নয় যে, সব বিষয়ে তারই আনুগত্য শুরু করে দিবে'।[১৩]

হাফেয ইবনু তায়মিয়াহ সম্পর্কে তার ছাত্র হাফেয যাহাবী বলেছেন, المجتهد المفسر 'তিনি একজন মুফাসসির ও মুজতাহিদ'।[১৪]

৯৯. হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিইয়াহ (মৃঃ ৭৫১ হিঃ) তাক্বলীদের খণ্ডনে 'ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন 'আন রব্বিল 'আলামীন' নামে একটি জবরদস্ত কিতাব লিখেছেন এবং বলেছেন, وَإِنَّمَا حَدَثَتْ هَذِهِ الْبِدْعَةُ فِي الْقَرْنِ الرَّابِعِ الْمَذْمُومِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'আর (তাক্বলীদের) এই বিদ'আত চতুর্থ হিজরীতে আবিষ্কৃত হয়েছে। যেটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যবানে নিন্দিত'।[১৫]

আহলেহাদীছদের নিকটে সালাফে ছালেহীনের ঐক্যমত পোষণকৃত বুঝের আলোকে কুরআন, হাদীছ ও ইজমার উপরে আমল হওয়া উচিত। আর তাক্বলীদ জায়েয নয়। যেহেতু হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িমও এই মাসলাকেরই প্রবক্তা ও আমলকারী ছিলেন, সেহেতু যাফর আহমাদ থানবী দেওবন্দী স্বীয় খাছ দেওবন্দী ধাঁচে বলেছেন, لأنا رأينا أن ابن القيم الذى هو الأب لنوع هذه الفرقة– 'কেননা আমরা দেখেছি যে, ইবনুল ক্বাইয়িমই হ'লেন এই ধরনের (অর্থাৎ আহলেহাদীছ) ফিরক্বার জনক'।[১৬]

১০০. হাফেয আবূ আব্দুল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন ওছমান আয-যাহাবী (মৃঃ ৭৪৮ হিঃ) বহু জায়গায় স্পষ্টভাবে তাক্বলীদের বিরোধিতা করেছেন এবং বলেছেন,

وكل إمام يؤخذ من قوله ويُترك إلا إمام المتقين الصادق المصدوق الأمين المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، فيا لله العجب من عالم يقلد دينه إماما بعينه في كل ما قال مع علمه بما يرد على مذهب إمامه من النصوص النبوية فلا قوة إلا بالله–

'মুত্তাকীদের নেতা, সত্যবাদী, সত্যায়নকৃত, বিশ্বস্ত, নিষ্পাপ নবী (ছাঃ) ব্যতীত প্রত্যেক ইমামের কথা গ্রহণ ও বর্জন করা যায়। আল্লাহ্র কসম! এটা আশ্চর্যজনক যে, একজন আলেম তার দ্বীনের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট ইমামের প্রত্যেক কথায় তাক্বলীদ করে। অথচ সে জানে যে, ছহীহ হাদীছসমূহ তার ইমামের মাযহাবকে বাতিল করে দেয়। অতঃপর নেই কোন শক্তি আল্লাহ ব্যতীত'।[১৭]

হাফেয যাহাবীর উক্তির শেষে '(লা হাওলা) ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' লেখা একথার দলীল যে, তাঁর নিকটে তাক্বলীদ একটি শয়তানী কাজ। এজন্য আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা তিনি আমাদেরকে এই শয়তানী কাজ থেকে সর্বদা রক্ষা করুন! আমীন!! *(১১নং উক্তি দ্রঃ)*।

আমরা আমাদের দাবী এবং তাক্বলীদ শব্দের শর্ত অনুযায়ী মুসলিম উম্মাহ্র একশ (১০০) আলেমের এমন উদ্ধৃতিসমূহ পেশ করেছি, যারা স্পষ্টভাবে তাক্বলীদ করতেন না অথবা তাক্বলীদের বিরোধী ছিলেন। আমাদের জানা মতে কোন একজন বিশ্বস্ত, সত্যবাদী, ছহীহ আক্বীদাসম্পন্ন ও নির্ভরযোগ্য ইমাম থেকে প্রচলিত তাক্বলীদের আবশ্যকতা অথবা এর উপরে আমল প্রমাণিত নেই। আর দুনিয়ার কোন ব্যক্তি এই গবেষণার বিপরীতে কোন নির্ভরযোগ্য ইমাম থেকে তাক্বলীদের অপরিহার্যতা বা এর উপরে আমলের একটি উদ্ধৃতিও পেশ করতে পারবে না। وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا 'যদিও তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৮৮)*। আল-হামদুলিল্লাহ।

---

১০. *উপরন্তু দেখুন : সুবকী, ত্বাবাক্বাতুশ শাফেঈয়াহ আল-কুবরা, ২/৭৮, মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম ইবনুল মুনযির আন-নিশাপুরী-এর জীবনী এবং ১১ নং উক্তি দ্রঃ।*
১১. *ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন, ২/২৪১-২৪২।*
১২. *ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া, ২২/২৪৯।*
১৩. *মাজমূ' ফাতাওয়া, ২০/২০৯; আরো দেখুন : দ্বীন মেঁ তাক্বলীদ কা মাসআলা, পৃঃ ৪০।*
১৪. *তাযকিরাতুল হুফফায, ৪/১৪৯৬; হা/১১৭৫।*
১৫. *ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন, ২/২০৮; দ্বীন মেঁ তাক্বলীদ কা মাসআলা, পৃঃ ৩২।*
১৬. *ই'লাউস সুনান, ২০/৮, শিরোনাম : 'আদ-দ্বীনুল ক্বাইয়িম'; আরো দেখুন : ১নং উক্তির আগের ভূমিকা।*
১৭. *তাযকিরাতুল হুফফায, ১/১৬, আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রাঃ)-এর জীবনী দ্রঃ।*

সতর্কীকরণ : একশ উদ্ধৃতিসমৃদ্ধ এই গবেষণার উদ্দেশ্য আদৌ এটা নয় যে, এই প্রবন্ধে যে সকল আলেমের উল্লেখ নেই বা নাম নেই, তারা তাক্বলীদ করতেন। বরং তাক্বলীদের নিষিদ্ধতার উপরে তো খায়রুল কুরূনের (স্বর্ণ যুগ) ইজমা রয়েছে।[১৮]

এরা ছাড়া আরো অনেক আলেমও ছিলেন, যাদের থেকে সুস্পষ্টভাবে তাক্বলীদ শব্দ প্রয়োগের সাথে সাথে এর (তাক্বলীদ) নিষিদ্ধতা ও প্রত্যাখ্যান প্রমাণিত রয়েছে। যেমন-

(১) জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (মৃঃ ৯১১ হিঃ) তাক্বলীদের খণ্ডনে 'আর-রাদ্দু 'আলা মান উখলিদা ইলাল 'আরয ওয়া জাহেলা 'আন্নাল ইজতিহাদা ফী কুল্লি আছরিন ফারয' (الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد فى كل عصر فرض) শিরোনামে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ লিখেছেন এবং এতে باب فساد التقليد 'তাক্বলীদের ফিতনা' অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন। আর হাফেয ইবনু হাযম থেকে সমর্থনমূলকভাবে উদ্ধৃত করেছেন যে, التقليد حرام 'তাক্বলীদ হারাম' *(ঐ, পৃঃ ১৩১)*।

সুয়ূত্বী তাঁর অন্য একটি গ্রন্থে বলেছেন,

والذى يجب أن يقال : كل من انتسب إلى إمام غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يوالى على ذلك ويعادى عليه فهو مبتدع خارج عن السنة والجماعة سواء كان فى الأصول أو الفروع–

'এটা বলা ওয়াজিব (ফরয) যে, প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত অন্য কোন ইমামের দিকে সম্বন্ধিত হয়ে যায় এবং এই সম্বন্ধকরণের উপর সে বন্ধুত্ব এবং শত্রুতা পোষণ করে, তবে সে বিদ'আতী এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত থেকে খারিজ। চাই (এই সম্বন্ধ) মূলনীতিতে হোক বা শাখা-প্রশাখাগত বিষয়ে হোক'।[১৯]

(২) যায়লাঈ (মৃঃ ৭৪৩ হিঃ/১৩৪৩ খ্রিঃ) হানাফী (!) বলেছেন, فالمقلد ذهل والمقلد جهل 'মুক্বাল্লিদ ভুল করে এবং মুক্বাল্লিদ মূর্খতা করে'।[২০]

(৩) বদরুদ্দীন 'আয়নী (৭৬২-৮৫৫ হিঃ) হানাফী (!) বলেছেন, فالمقلد ذهل والمقلد جهل وآفة كل شيء من التقليد– 'মুক্বাল্লিদ ভুল করে এবং মুক্বাল্লিদ মূর্খতা করে। আর তাক্বলীদের কারণে সকল বস্তুর বিপদ'।[২১]

(৪) ইমাম ত্বাহাবী (২৩৮-৩২১ হিঃ) হানাফী (!) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, وهل يقلد إلا عصبي أو غبي 'গোঁড়া ও আহম্মক ব্যতীত কেউ তাক্বলীদ করে কি'?[২২]

(৫) আবূ হাফছ ইবনুল মুলাক্কিন (মৃঃ ৮০৪ হিঃ) বলেছেন, وغالب ذلك إنما يقع (من) التقليد، ونحن (براء منه) بحمد الله ومنه– 'সাধারণতঃ তাক্বলীদের কারণে এমন কথাবার্তা হয়। আর আমরা আল্লাহ্র প্রশংসা ও তাঁর অনুগ্রহের সাথে তা থেকে মুক্ত'।[২৩]

(৬) আবূ যায়েদ কাযী ওবায়দুল্লাহ আদ-দাবূসী (মৃঃ ৪৩০ হিঃ/১০৩৯ খ্রিঃ) হানাফী (!) বলেছেন, 'তাক্বলীদের সারমর্ম এই যে, মুক্বাল্লিদ নিজেকে চতুষ্পদ জন্তুর সাথে একাকার করে দেয়...। যদি মুক্বাল্লিদ নিজেকে এজন্য জন্তু বানিয়ে নিয়েছে যে, সে বিবেক ও অনুভূতি শূন্য। তাহ'লে তার (মস্তিষ্কের) চিকিৎসা করানো উচিৎ'।[২৪]

(৭) বড় আলেম, শায়খ মুহাম্মাদ ফাখের বিন মুহাম্মাদ ইয়াহ্ইয়া বিন মুহাম্মাদ আমীন আল-আব্বাসী আস-সালাফী এলাহাবাদী (মৃঃ ১১৬৪ হিঃ) তাক্বলীদ করতেন না। বরং কুরআন ও হাদীছের দলীলের উপরে আমল করতেন এবং নিজে ইজতিহাদ করতেন।[২৫]

তিনি (ফাখের এলাহাবাদী) বলেছেন, জমহূর-এর নিকটে নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের তাক্বলীদ করা জায়েয নেই। বরং ইজতিহাদ ওয়াজিব...। তাক্বলীদের বিদ'আত হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে সৃষ্টি হয়েছে'।[২৬]

আলেম কুরআন, হাদীছ, ইজমা ও সালাফে ছালেহীনের আছার দ্বারা ইজতিহাদ করবেন। অন্যদিকে জাহেলের ইজতিহাদ এই যে, সে ছহীহ আক্বীদাসম্পন্ন আলেমের কাছ থেকে কুরআন ও হাদীছের মাসআলাগুলি জিজ্ঞাসা করে সেগুলির উপর আমল করবে। আর এটা তাক্বলীদ নয়।

(৮) আবুবকর অথবা আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ ওরফে ইবনু খুওয়াইয মিনদাদ আল-বাছরী আল-মালেকী (হিজরী ৪র্থ শতাব্দীর শেষে মৃত) বলেছেন,

اَلتَّقْلِيْدُ مَعْنَاهُ فِي الشَّرْعِ الرُّجُوْعُ إِلَى قَوْلٍ لاَ حُجَّةَ لِقَائِلِهِ عَلَيْهِ، وَهَذَا مَمْنُوْعٌ مِنْهُ فِي الشَّرِيْعَةِ، وَالِاتِّبَاعُ مَا ثَبَتَ عَلَيْهِ حُجَّةٌ–

'শরী'আতে তাক্বলীদের অর্থ হ'ল, এমন ব্যক্তির কথার দিকে ধাবিত হওয়া যে বিষয়ে তার কোন দলীল নেই। আর এটি

---

১৮. *দেখুন : আর-রাদ্দু 'আলা মান উখলিদা ইলাল আরয, পৃঃ ১৩১-১৩২; দ্বীন মেঁ তাক্বলীদ কা মাসআলা, পৃঃ ৩৪-৩৫।*
১৯. *আল-কানযুল মাদফূন ওয়াল ফুলকুল মাশহূন, পৃঃ ১৪৯; দ্বীন মেঁ তাক্বলীদ কা মাসআলা, পৃঃ ৪০-৪১।*
২০. *নাছবুর রায়াহ, ১/২১৯।*
২১. *আল-বিনায়া শরহে হিদায়া, ১/৩১৭।*
২২. *লিসানুল মীযান, ১/২৮০।*
২৩. *আল-বাদরুল মুনীর ফী তাখরীজিল আহাদীছ ওয়াল-আছার আল-ওয়াকি'আহ ফিশ-শারহিল কাবীর, ১/২৯৩।*
২৪. *তাকবীমুল আদিল্লাহ ফী উছূলিল ফিক্বহ, পৃঃ ৩৯০; মাসিক 'আল-হাদীছ', হাযরো, সংখ্যা ২২, পৃঃ ১৬।*
২৫. *দেখুন : নুযহাতুল খাওয়াতির, ৬/৩৫০, ক্রমিক নং ৬৩৬।*
২৬. *রিসালাহ নাজাতিয়াহ, পৃঃ ৪১-৪২; দ্বীন মেঁ তাক্বলীদ কা মাসআলা, পৃঃ ৪১।*

শরী'আতে নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে ইত্তেবা হ'ল যেটি দলীল দ্বারা সাব্যস্ত'।[২৭]

সতর্কীকরণ : হাফেয ইবনু আব্দুল বার্র এই উক্তিটি উল্লেখ করেছেন এবং কোন প্রত্যুত্তর দেননি। সুতরাং প্রতীয়মান হ'ল যে, এটি ইবনু খুওয়াইয মিনদাদের অপ্রচলিত উক্তিসমূহের মধ্য হ'তে নয়।[২৮]

(৯) সমকালীনদের মধ্য থেকে ইয়েমনের প্রসিদ্ধ শায়খ মুক্ববিল বিন হাদী আল-ওয়াদি'ঈ বলেছেন, 'তাক্বলীদ হারাম। কোন মুসলমানের জন্য জায়েয নয় যে, সে আল্লাহ্র দ্বীনের মধ্যে (কারো) তাক্বলীদ করবে'।[২৯]

(১০) সঊদী আরবের প্রধান বিচারপতি (পরে গ্র্যাণ্ড মুফতী) শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (১৯১৩-১৯৯৯ খ্রিঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্র প্রশংসা যে আমি গোঁড়া নই। তবে আমি কুরআন ও হাদীছ অনুযায়ী ফায়ছালা করি। আমার ফৎওয়া সমূহের ভিত্তি 'আল্লাহ বলেছেন' এবং রাসূল বলেছেন'-এর উপর। হাম্বলী বা অন্যদের তাক্বলীদের উপরে নয়'।[৩০]

(১১) ইবনুল জাওযীর তাক্বলীদ না করার ব্যাপারে দেখুন তাঁর 'আল-মুশকিলু মিন হাদীছিছ ছহীহায়েন' (১/৮৩৩) গ্রন্থটি এবং মাসিক 'আল-হাদীছ' (হাযরো), ৭৩ সংখ্যা।

ব্রেলভীদের পীর সুলতান বাহূ বলেছেন, 'চাবি হ'ল সরাসরি সংঘবদ্ধতা। আর তাক্বলীদ হ'ল অসংঘবদ্ধতা এবং পেরেশানী। বরং তাক্বলীদপন্থী জাহিল এবং পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট হয়ে থাকে'।[৩১]

সুলতান বাহূ আরো বলেছেন, 'তাওহীদপন্থীরা হেদায়াতপ্রাপ্ত, সাহায্যপ্রাপ্ত এবং তাহকীককারী হয়। তাক্বলীদপন্থীরা দুনিয়াদার, অভিযোগকারী এবং মুশরিক হয়'।[৩২]

একশটি উদ্ধৃতির মধ্যে উল্লেখিত আলেমগণ এবং পরে উল্লেখিতদের মোকাবেলায় দেওবন্দী ও ব্রেলভী ফিরক্বার আলেমরা এটা বলেন যে, তাক্বলীদ ওয়াজিব এবং অতীত কালের আলেমগণ মুক্বাল্লিদ ছিলেন।

এই তাক্বলীদপন্থীদের চারটি উদ্ধৃতি এবং শেষে সেগুলির জবাব পেশ করা হ'ল-

(১) মুহাম্মাদ ক্বাসেম নানুতুভী দেওবন্দী (১২৪৮-১২৯৭ হিঃ) বলেছেন, 'দ্বিতীয় এই যে, আমি ইমাম আবূ হানীফার মুক্বাল্লিদ। এজন্য আমার বিপরীতে আপনি যে কথাই বিরোধিতা স্বরূপ পেশ করবেন সেটা ইমাম আবূ হানীফার হতে হবে। এ কথা আমার উপর হুজ্জাত (দলীল) হবে না যে, শামী এটা লিখেছেন এবং দুর্রে মুখতার গ্রন্থকার এটা বলেছেন। আমি তাদের মুক্বাল্লিদ নই'।[৩৩]

(২) মাহমূদ হাসান দেওবন্দী (১২৬৮-১৩৩৯ হিঃ) একটি মাসআলা সম্পর্কে বলেছেন, 'হক ও ইনছাফ এই যে, এই মাসআলায় শাফে'ঈর মত অগ্রগণ্য। আর আমরা মুক্বাল্লিদ। আমাদের উপর আমাদের ইমাম আবূ হানীফার তাক্বলীদ ওয়াজিব। আল্লাহই ভালো জানেন'।[৩৪]

(৩) আহমাদ রেযা খান ব্রেলভী (১২৭২-১৩৪০ হিঃ) أجلى الأعلام أن الفتوى مطلقا على قول الإمام শিরোনামে একটি পুস্তিকা লিখেছেন। যার অর্থ 'ফৎওয়া কেবলমাত্র ইমাম আবূ হানীফার কথার উপরেই হবে'!

তাক্বলীদ সম্পর্কে মিথ্যা বলতে গিয়ে এবং ধোঁকা দিতে গিয়ে আহমাদ রেযা খান ব্রেলভী বলেছেন, 'বিশেষতঃ তাক্বলীদের মাসআলায় তাদের মাযহাব অনুযায়ী এগারোশ বছরের আইম্মায়ে দ্বীন, কামেল আলেম-ওলামা এবং আওলিয়ায়ে আরিফীন (আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন) সবাই মুশরিক আখ্যা পাচ্ছেন। আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাই'।[৩৫]

(৪) আহমাদ ইয়ার নাঈমী ব্রেলভী বলেছেন, 'আমাদের দলীল এই বর্ণনাগুলি নয়। আমাদের আসল দলীল তো ইমামে আযম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর আদেশ'।[৩৬]

নিবেদন রইল যে, এগারোশ বছরে কোন একজন ছিক্বাহ ও ছহীহ আক্বীদাসম্পন্ন আলেম থেকে আপনাদের প্রচলিত তাক্বলীদের আবশ্যকতা অথবা বৈধতার কথা বা কর্মে কোন প্রমাণ নেই। আমার পক্ষ থেকে সকল দেওবন্দী ও ব্রেলভীকে চ্যালেঞ্জ থাকল যে, এই গবেষণামূলক প্রবন্ধে উল্লেখিত একশটি নির্ভরযোগ্য উদ্ধৃতির মোকাবেলায় খায়রুল কুরূনের ছহীহ আক্বীদাসম্পন্ন সালাফে ছালেহীন থেকে স্রেফ দশটি উদ্ধৃতি পেশ করুক। যেখানে এটি লিখিত আছে যে, মুসলমানদের উপরে চাই তারা (আলেম হোক বা সাধারণ মানুষ) ইমাম চতুষ্টয় (ইমাম আবূ হানীফা, মালেক, শাফে'ঈ ও আহমাদ)-এর মধ্য থেকে স্রেফ একজনের তাক্বলীদ ওয়াজিব এবং অবশিষ্ট তিনজনের (তাক্বলীদ) হারাম। আর মুক্বাল্লিদের জন্য এটা জায়েয নয় যে, সে স্বীয় ইমামের কথাকে বর্জন করে কুরআন ও হাদীছের উপর আমল করবে। যদি থাকে তবে উদ্ধৃতি পেশ করুক।

আর যদি এমন কোন প্রমাণ না থাকে এবং আদৌ নেই। বরং আমার উল্লেখিত উদ্ধৃতিসমূহ এই বানোয়াট তাক্বলীদী মূর্তিকে টুকরো টুকরো করে ধ্বংস করে দিয়েছে। অতএব এগারো শত বছরের আলেমদের নাম বলে মিথ্যা ভয় দেখাবেন না। খায়রুল কুরূনের সকল সালাফে ছালেহীনের ইজমা এবং পরবর্তী জমহূর সালাফে ছালেহীনের তাক্বলীদ বিরোধিতা এবং খণ্ডন করা এ কথার দলীল যে, এই মাসআলাটি (তাক্বলীদ করা) সালাফে ছালেহীনের একেবারেই বিপরীত। যদি প্রচলিত তাক্বলীদকে ওয়াজিব বলা হয় তাহলে কুরআন,

---

২৭. *জামে'উ বায়ানিল ইলম ওয়া ফাযলিহী, পৃঃ ২৩১।*
২৮. *দেখুন : লিসানুল মীযান, ৫/২৯৬।*
২৯. *তুহফাতুল মুজীব আলা আসইলাতিল হাযির ওয়াল গারীব, পৃঃ ২০৫; দ্বীন মেঁ তাক্বলীদ কা মাসআলা, পৃঃ ৪৩।*
৩০. *আল-ইক্বনা', পৃঃ ৯২; দ্বীন মেঁ তাক্বলীদ কা মাসআলা, পৃঃ ৪৩।*
৩১. *তাওফীকুল হেদায়াত, পৃঃ ২০, প্রগ্রেসিভ বুক্স, লাহোর।*
৩২. *ঐ, পৃঃ ১৬৭।*
৩৩. *সাওয়ানিহে ক্বাসেমী, ২/২২।*
৩৪. *তাক্বরীরে তিরমিযী, পৃঃ ৩৬; দ্বীন মেঁ তাক্বলীদ কা মাসআলা, পৃঃ ২৪।*
৩৫. *ফাতাওয়া রিযভিয়াহ, ১১/৩৮৭।*
৩৬. *জাআল হাক্ব, ২/৯১, কুনূতে নাযেলাহ, ২য় অনুচ্ছেদ।*

হাদীছ ও ইজমার বিরোধিতা করার সাথে সাথে চৌদ্দশত বছরের সালাফে ছালেহীনের বিরোধিতা এবং খণ্ডন আবশ্যক হয়ে যায়। যা মূলতঃ বাতিল। *অমা ‘আলায়না ইল্লাল বালাগ।*

কতিপয় ফায়েদা :

(১) আল্লামা সুয়ূত্বী (মৃঃ ৯১১ হিঃ) বলেছেন, والذى يجب أن يقال : كل من انتسب إلى إمام غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يوالى على ذلك ويعادى عليه فهو مبتدع خارج عن السنة والجماعة سواء كان فى الأصول أو الفروع– ‘এটা বলা ওয়াজিব (ফরয) যে, প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত অন্য কোন ইমামের দিকে সম্বন্ধিত হয়ে যায় এবং এই সম্বন্ধকরণের উপর সে বন্ধুত্ব এবং শত্রুতা পোষণ করে, তবে সে বিদ‘আতী এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত থেকে খারিজ। চাই (এই সম্বন্ধ) মূলনীতিতে হোক বা শাখা-প্রশাখাগত বিষয়ে হোক’।[৩৭]

(২) ইমাম হাকাম বিন উতায়বা (মৃঃ ১১৫ হিঃ) বলেছেন, لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ إِلَّا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ إِلَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‘নবী (ছাঃ) ব্যতীত আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকুলের মধ্যে এমন কেউ নেই যার কথা গ্রহণ বা বর্জন করা যাবে’।[৩৮]

আহলেহাদীছ কখন থেকে আছে আর দেওবন্দী ও ব্রেলভী মতবাদের সূচনা কখন হয়েছে :

প্রশ্ন : আমরা এটা শুনতে থাকি যে, আহলেহাদীছগণ ইংরেজদের আমলে শুরু হয়েছে। পূর্বে এদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। দয়া করে পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের অতীতকালের আহলেহাদীছ আলেমদের নাম সংক্ষিপ্ত পরিচিতিসহ লিখবেন। ধন্যবাদ। *-মুহাম্মাদ ফাইয়ায দামানভী, ব্রাডফোর্ড, ইংল্যাণ্ড।*

জবাব : যেভাবে আরবী ভাষায় ‘আহলুস সুন্নাহ’ অর্থ সুন্নাতপন্থী, সেভাবে আহলুল হাদীছ অর্থ হাদীছপন্থী। যেভাবে সুন্নাতপন্থী দ্বারা ছহীহ আক্বীদাসম্পন্ন সুন্নী ওলামা এবং তাদের অনুসারী ছহীহ আক্বীদাসম্পন্ন সাধারণ জনগণকে বুঝায়, সেভাবে হাদীছপন্থী দ্বারা ছহীহ আক্বীদাসম্পন্ন মুহাদ্দেছীনে কেরাম এবং তাদের অনুসারী ছহীহ আক্বীদাসম্পন্ন সাধারণ জনগণকে বুঝায়।

স্মর্তব্য যে, আহলে সুন্নাত এবং আহলেহাদীছ একই দলের দু’টি গুণবাচক নাম মাত্র। ছহীহ আক্বীদাসম্পন্ন মুহাদ্দেছীনে কেরামের কয়েকটি শ্রেণী রয়েছে। যেমন-

(১) ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)। (২) তাবেঈনে এযাম (রহঃ)। (৩) তাবে তাবেঈন। (৪) আতবা‘এ তাবে তাবেঈন (তাবে তাবেঈন-এর শিষ্যগণ)। (৫) হাদীছের হাফেযগণ। (৬) হাদীছের রাবীগণ। (৭) হাদীছের ব্যাখ্যাকারীগণ এবং অন্যান্যগণ। আল্লাহ তাদের উপর রহম করুন!

ছহীহ আক্বীদাসম্পন্ন মুহাদ্দিছগণের ছহীহ আক্বীদাসম্পন্ন জনগণের কয়েকটি শ্রেণী রয়েছে। যেমন-

(১) উচ্চশিক্ষিত। (২) মধ্যম শিক্ষিত। (৩) সামান্য শিক্ষিত এবং (৪) নিরক্ষর সাধারণ মানুষ।

এই সর্বমোট এগারোটি (৭+৪) শ্রেণীকে আহলেহাদীছ বলা হয়। আর তাদের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনগুলি নিম্নরূপ-

১. কুরআন, হাদীছ ও ইজমায়ে উম্মতের উপরে আমল করা।

২. কুরআন, হাদীছ ও ইজমার বিপরীতে কারো কথা না মানা।

৩. তাক্বলীদ না করা।

৪. আল্লাহ তা‘আলাকে সাত আসমানের ঊর্ধ্বে স্বীয় আরশের উপরে সমুন্নীত হিসাবে মানা। যেটি তাঁর মর্যাদার উপযোগী সেভাবে।

৫. ঈমানের অর্থ হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি এবং কর্মে বাস্তবায়ন।

৬. ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধির আক্বীদা পোষণ করা।

৭. কুরআন ও হাদীছকে সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী অনুধাবন করা এবং এর বিপরীতে সকলের কথা প্রত্যাখ্যান করা।

৮. সকল ছাহাবী, নির্ভরযোগ্য ও সত্যবাদী তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, আতবা‘এ তাবে তাবেঈন এবং সকল বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ছহীহ আক্বীদাসম্পন্ন মুহাদ্দিছগণের প্রতি ভালবাসা পোষণ করা ইত্যাদি।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (৬৬১-৭২৮ হিঃ) বলেছেন, صَاحِبُ الْحَدِيثِ عِنْدَنَا مَنْ يَسْتَعْمِلُ الْحَدِيثَ ‘আমাদের নিকটে আহলেহাদীছ ঐ ব্যক্তি যিনি হাদীছের উপরে আমল করেন’।[৩৯]

হাফেয ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮) বলেছেন,

وَنَحْنُ لَا نَعْنِي بِأَهْلِ الْحَدِيثِ الْمُقْتَصِرِينَ عَلَى سَمَاعِهِ أَوْ كِتَابَتِهِ أَوْ رِوَايَتِهِ بَلْ نَعْنِي بِهِمْ: كُلَّ مَنْ كَانَ أَحَقَّ بِحِفْظِهِ وَمَعْرِفَتِهِ وَفَهْمِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَاتِّبَاعِهِ بَاطِنًا وَظَاهِرًا–

‘আমরা আহলেহাদীছ বলতে কেবল তাদেরকেই বুঝি না যারা হাদীছ শুনেছেন, লিপিবদ্ধ করেছেন বা বর্ণনা করেছেন। বরং আমরা আহলেহাদীছ দ্বারা ঐ সকল ব্যক্তিকে বুঝিয়ে থাকি, যারা হাদীছ মুখস্থকরণ এবং গোপন ও প্রকাশ্যভাবে তার জ্ঞান লাভ ও অনুধাবন এবং অনুসরণ করার অধিক হকদার’।[৪০]

---

৩৭. *আল-কানযুল মাদফূন ওয়াল ফুলকুল মাশহূন, পৃঃ ১৪৯; দ্বীন মেঁ তাক্বলীদ কা মাসআলা, পৃঃ ৪০-৪১।*

৩৮. *জামে‘উ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী, ২/৯১, ২য় সংস্করণ, ২/১১২, ৩য় সংস্করণ, ২/১৮১, সনদ হাসান লি-যাতিহী।*

৩৯. *খত্বীব, আল-জামে‘, হা/১৮৬, সনদ ছহীহ।*

৪০. *মাজমূ‘ ফাতাওয়া, ৪/৯৫।*

হাফেয ইবনু তায়মিয়াহ্‌র উল্লেখিত উক্তি থেকেও আহলেহাদীছ-এর (আল্লাহ তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করুন) দু'টি শ্রেণী সাব্যস্ত হয় :

১. হাদীছের প্রতি আমলকারী মুহাদ্দেছীনে কেরাম।
২. হাদীছের উপরে আমলকারী সাধারণ জনগণ।

হাফেয ইবনু তায়মিয়াহ আরো বলেছেন,

وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِأَنْ تَكُونَ هِيَ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ؛ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ مَتْبُوعٌ يَتَعَصَّبُونَ لَهُ إِلَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

'আর এর মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয় যে, লোকদের মধ্য হ'তে নাজাতপ্রাপ্ত ফিরক্বা হওয়ার সবচাইতে বেশী হকদার হ'ল আহলেহাদীছ ও আহলে সুন্নাহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত তাদের এমন কোন অনুসরণীয় ব্যক্তি (ইমাম) নেই, যার জন্য তারা পক্ষপাতিত্ব করে'।[৪১]

হাফেয ইবনু কাছীর (৭০১-৭৭৪ হিঃ) يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ 'যেদিন আমরা ডাকব প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের নেতা সহ' *(ইসরা ৭১)* আয়াতের ব্যাখ্যায় কতিপয় সালাফ (ছালেহীন) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, هَذَا أَكْبَرُ شَرَفٍ لِأَصْحَابِ الْحَدِيثِ لِأَنَّ إِمَامَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- 'আহলেহাদীছদের জন্য এটাই সর্বোচ্চ মর্যাদা যে, তাদের একমাত্র ইমাম হলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)'।[৪২] তাদেরকে ক্বিয়ামতের দিন তাদের ইমামের নামে ডাকা হবে।

সুয়ূত্বীও (৮৪৯-৯১১ হিঃ) লিখেছেন, لَيْسَ لِأَهْلِ الْحَدِيثِ مَنْقَبَةٌ أَشْرَفَ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا إِمَامَ لَهُمْ غَيْرُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- 'আহলেহাদীছদের জন্য এর চাইতে অধিক মর্যাদাপূর্ণ আর কিছুই নেই। কেননা মুহাম্মাদ (ছাঃ) ছাড়া তাদের আর কোন ইমাম নেই'।[৪৩]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ইমাম বুখারী এবং ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী ও অন্যান্যগণ (আল্লাহ তাদের উপর রহম করুন) আহলুল হাদীছদেরকে 'ত্বায়েফাহ মানছূরাহ' অর্থাৎ সাহায্যপ্রাপ্ত দল হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন।[৪৪]

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের নির্ভরযোগ্য উস্তাদ ইমাম আহমাদ বিন সিনান আল-ওয়াসিত্বী (রহঃ) বলেছেন, 'দুনিয়াতে এমন কোন বিদ'আতী নেই, যে আহলেহাদীছদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে না'।[৪৫]

ইমাম কুতায়বা বিন সাঈদ আছ-ছাক্বাফী (মৃঃ ২৪০ হিঃ, বয়স ৯০ বছর) বলেছেন, 'যখন তুমি কোন ব্যক্তিকে দেখবে যে সে আহলুল হাদীছের প্রতি ভালবাসা পোষণ করে তখন (বুঝে নিবে যে) এই ব্যক্তি সুন্নাতের উপরে আছে'।[৪৬]

হাফেয ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) লিখেছেন, 'মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, ইবনু খুযায়মাহ, আবু ইয়া'লা, বাযযার প্রমুখ আহলেহাদীছ মাযহাবের উপরে ছিলেন। তারা কোন নির্দিষ্ট আলেমের মুক্বাল্লিদ ছিলেন না...'।[৪৭]

উপরোল্লেখিত বক্তব্যসমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হ'ল যে, আহলেহাদীছ দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল দু'টি দল-

(ক) ছহীহ আক্বীদাসম্পন্ন ও গায়ের মুক্বাল্লিদ সালাফে ছালেহীন ও সম্মানিত মুহাদ্দিছগণ।

(খ) সালাফে ছালেহীন ও সম্মানিত মুহাদ্দিছগণের (অনুসারী) ছহীহ আক্বীদাসম্পন্ন এবং গায়ের মুক্বাল্লিদ সাধারণ জনগণ।

লেখক তার একটি গবেষণা প্রবন্ধে শতাধিক ওলামায়ে ইসলামের উদ্ধৃতি পেশ করেছেন। যারা তাক্বলীদ করতেন না। তাদের মধ্য থেকে কয়েকজনের নাম নিম্নরূপ : ইমাম মালেক, ইমাম শাফে'ঈ, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ইমাম ইয়াহ্‌ইয়া বিন সাঈদ আল-ক্বাত্ত্বান, ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবূদাঊদ আস-সিজিস্তানী, ইমাম তিরমিযী, ইমাম ইবনু মাজাহ, ইমাম নাসাঈ, ইমাম আবুবকর ইবনু আবী শায়বাহ, ইমাম আবূদাঊদ আত্ব-ত্বায়ালিসী, ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের আল-হুমায়দী, ইমাম আবূ ওবায়েদ আল-ক্বাসেম বিন সাল্লাম, ইমাম সাঈদ বিন মানছূর, ইমাম বাক্বী বিন মাখলাদ, ইমাম মুসাদ্দাদ, ইমাম আবূ ই'য়ালা আল-মূছিলী, ইমাম ইবনু খুযায়মাহ, ইমাম যুহলী, ইমাম ইসহাক্ব বিন রাহওয়াইহ, মুহাদ্দিছ বায্‌যার, মুহাদ্দিছ ইবনুল মুনযির, ইমাম ইবনু জারীর ত্বাবারী, ইমাম সুলতান ইয়াকূব বিন ইউসুফ আল-মার্রাকুশী আল-মুজাহিদ ও অন্যান্যগণ। তাদের সবার উপরে আল্লাহ রহম করুন! এ সকল আহলেহাদীছ আলেমগণ শত শত বছর পূর্বে পৃথিবী থেকে চলে গেছেন।

আবূ মানছূর আব্দুল ক্বাহির বিন তাহের আল-বাগদাদী সিরিয়া, জাযীরাহ (আরব উপদ্বীপ), আযারবাইজান, বাবুল আবওয়াব (মধ্য তুর্কিস্তান) প্রভৃতি সীমান্তের অধিবাসীদের সম্পর্কে বলেছেন, 'তারা সকলেই আহলে সুন্নাত-এর অন্তর্ভুক্ত আহলেহাদীছ মাযহাবের উপরে আছেন'।[৪৮]

আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ ইবনুল বান্না আল-বিশারী আল-মাক্বদেসী (মৃঃ ৩৮০ হিঃ) মুলতান সম্পর্কে বলেছেন, مذاهبهم : أكثرهم أصحاب حديث 'তাদের মাযহাব হ'ল তারা অধিকাংশ আছহাবুল হাদীছ'।[৪৯]

---

৪১. *ঐ, ৩/৩৪৭।*
৪২. *তাফসীর ইবনে কাছীর ৪/১৬৪।*
৪৩. *তাদরীবুর রাবী, ২/১২৬, ২৭তম প্রকার।*
৪৪. *দেখুন : হাকেম, মা'রিফাতু উলূমিল হাদীছ, হা/২; ইবনু হাজার আসক্বালানী একে ছহীহ বলেছেন (ফাৎহুল বারী, ১৩/২৯৩, হা/৭৩১১-এর অধীনে); খত্বীব বাগদাদী, মাসআলাতুল ইহতিজাজ বিশ-শাফেঈ, পৃঃ ৪৭; সুনানে তিরমিযী, আরেযাতুল আহওয়াযী সহ, ৯/৪৭, হা/২২২৯।*
৪৫. *হাকেম, মা'রিফাতু উলূমিল হাদীছ, পৃঃ ৪, সনদ ছহীহ।*
৪৬. *শারফু আছহাবিল হাদীছ, হা/১৪৩, সনদ ছহীহ। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন : আমার গ্রন্থ তাহক্বীক্বী মাক্বালাত (১/১৬১-১৭৪)।*
৪৭. *মাজমূ' ফাতাওয়া, ২০/৩৯-৪০; তাহক্বীক্বী মাক্বালাত, ১/১৬৮।*
৪৮. *উছূলুদ্দীন, পৃঃ ৩১৭।*
৪৯. *আহসানুত তাক্বাসীম ফী মা'রিফাতিল আক্বালীম, পৃঃ ৪৮১।*

Contents

১৮৬৭ সালে দেওবন্দ মাদরাসা শুরুর মাধ্যমে দেওবন্দী ফিরক্বার সূচনা হয়েছে। আর ব্রেলভী ফিরক্বার প্রতিষ্ঠাতা আহমাদ রেযা খান ব্রেলভী ১৮৫৬ সালের জুনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

১. দেওবন্দী ও ব্রেলভী ফিরক্বা দু'টির জন্মের বহু পূর্বে শায়খ মুহাম্মাদ ফাখের বিন মুহাম্মাদ ইয়াহ্ইয়া বিন মুহাম্মাদ আমীন আল-আব্বাসী আস-সালাফী এলাহাবাদী (১১৬৪ হিঃ/১৭৫১ইং) তাক্বলীদ করতেন না। বরং কুরআন ও হাদীছের দলীলসমূহের উপরে আমল করতেন এবং নিজে ইজতিহাদ করতেন।[৫০]

২. শায়খ মুহাম্মাদ হায়াত বিন ইবরাহীম আস-সিন্ধী আল-মাদানী (১১৬৩ হিঃ/১৭৫০ইং) তাক্বলীদ করতেন না এবং তিনি আমল বিল-হাদীছ তথা হাদীছের উপরে আমলের প্রবক্তা ছিলেন।

মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধী, মুহাম্মাদ ফাখের এলাহাবাদী এবং আব্দুর রহমান মুবারকপুরী তিনজন সম্পর্কে মাস্টার আমীন উকাড়বী *[নাভির নীচে হাত বাঁধার হাদীছের আলোচনা প্রসঙ্গে]* লিখেছেন, 'এই তিন গায়ের মুক্বাল্লিদ ব্যতীত কোন হানাফী, শাফে'ঈ, মালেকী, হাম্বলী এটাকে লেখকের ভুলও বলেননি'।[৫১]

৩. আবুল হাসান মুহাম্মাদ বিন আব্দুল হাদী আস-সিন্ধী আল-কাবীর (মৃঃ ১১৪১ হিঃ/১৭২৯ ইং) সম্পর্কে আমীন উকাড়বী লিখেছেন, 'মূলতঃ এই আবুল হাসান সিন্ধী গায়ের মুক্বাল্লিদ ছিলেন'।[৫২]

এসব উদ্ধৃতি হিন্দুস্তানের উপরে ইংরেজদের দখলদারিত্ব কায়েমের বহু পূর্বের। এজন্য আপনি যাদের কাছ থেকে এটা শুনেছেন যে, 'আহলেহাদীছগণ ইংরেজদের আমলে সৃষ্টি হয়েছে, এর আগে এদের কোন নাম-গন্ধ ছিল না' সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অপবাদ।

রশীদ আহমাদ লুধিয়ানবী দেওবন্দী লিখেছেন, 'কাছাকাছি দ্বিতীয়-তৃতীয় হিজরী শতকে হকপন্থীদের মাঝে শাখা-প্রশাখাগত মাসআলা সমূহের সমাধানকল্পে সৃষ্ট মতভেদের প্রেক্ষিতে পাঁচটি মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ চার মাযহাব ও আহলেহাদীছ। তৎকালীন সময় থেকে অদ্যাবধি উক্ত পাঁচটি তরীকার মধ্যেই হক সীমাবদ্ধ রয়েছে বলে মনে করা হয়'।[৫৩]

এই উক্তিতে লুধিয়ানবী ছাহেব আহলেহাদীছদের প্রাচীন হওয়া, ইংরেজদের আমলের বহু পূর্বে থেকে বিদ্যমান থাকা এবং হকপন্থী হওয়া স্বীকার করেছেন।

হাজী ইমদাদুল্লাহ মাক্কীর রূপক খলীফা মুহাম্মাদ আনওয়ারুল্লাহ ফারূক্বী 'ফযীলত জঙ্গ' লিখেছেন, 'বস্তুতঃ সকল ছাহাবী আহলেহাদীছ ছিলেন'।[৫৪]

মুহাম্মাদ ইদরীস কান্ধলবী দেওবন্দী লিখেছেন, 'আহলেহাদীছ তো ছিলেন সকল ছাহাবী'।[৫৫]

আমার পক্ষ থেকে সকল দেওবন্দী ও ব্রেলভীর নিকট জিজ্ঞাসা, ঊনবিংশ বা বিংশ ঈসায়ী শতকের (অর্থাৎ ইংরেজদের হিন্দুস্তান দখলের আমল) পূর্বে কি দেওবন্দী বা ব্রেলভী মতবাদের মানুষ বিদ্যমান ছিল? যদি থাকে তাহ'লে স্রেফ একটি ছহীহ ও স্পষ্ট উদ্ধৃতি পেশ করুক। আর যদি না থেকে থাকে তাহ'লে প্রমাণিত হ'ল যে, ব্রেলভী ও দেওবন্দী মাযহাব উভয়টিই হিন্দুস্তানের উপর ইংরেজদের দখলদারিত্ব কায়েমের পরে সৃষ্ট। *অমা 'আলায়না ইল্লাল বালাগ।*

(১৪ই ফেব্রুয়ারী ২০১২ইং)।

॥ সমাপ্ত ॥

৫০. *দেখুন : নুযহাতুল খওয়াতির, ৬/৩৫১; তাহক্বীক্বী মাক্বালাত, ২/৫৮।*
৫১. *তাজাল্লিয়াতে ছফদর, ২/২৪৩, আরো দেখুন : ঐ ৫/৩৫৫।*
৫২. *ঐ, ৬/৪৪।*
৫৩. *আহসানুল ফাতাওয়া, ১/৩১৬।*
৫৪. *হাক্বীক্বাতুল ফিক্বহ, ২য় খণ্ড (করাচী : ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূম আল-ইসলামিয়াহ), পৃঃ ২২৮।*
৫৫. *ইজতিহাদ আওর তাক্বলীদ কী বেমিছাল তাহক্বীক্ব, পৃঃ ৪৮।*

Contents

জামা‘আতবদ্ধ জীবন যাপনের আবশ্যকতা

*ড. হাফেয বিন মুহাম্মাদ আল-হাকামী**

*অনুবাদ : আব্দুর রহীম***

(শেষ কিস্তি)

অন্যায়কে প্রত্যাখ্যান করা জামা‘আতের অপরিহার্যতাকে নাকচ করে না :

পূর্বের আলোচনায় বর্ণিত দলীলসমূহ উপস্থাপনের মাধ্যমে আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, (নেতার মধ্যে) পাপ ও অন্যায় কাজ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও একজন মুসলিম ব্যক্তির উপর জামা‘আতকে আঁকড়ে ধরা, নেতার কথা শ্রবণ করা ও তার আনুগত্য করা আবশ্যক। যতক্ষণ তিনি ছালাত কায়েম করেন এবং তার দ্বারা প্রকাশ্য কুফরী সংঘটিত না হয়, যা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দলীল দ্বারা প্রমাণিত। তবে এর মানে অন্যায়ের স্বীকৃতি দান এবং তাতে সন্তুষ্ট থাকা নয়। কারণ অন্যায়কে ঘৃণা করাও আবশ্যক। যিনি জামা‘আতকে আঁকড়ে ধরা আবশ্যক করেছেন তিনিই অন্যায়কে ঘৃণা করা আবশ্যক করেছেন। আর এর আবশ্যকতার দলীল কুরআন মাজীদ ও রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছে রয়েছে। কুরআন মাজীদের দলীল হ’ল- আল্লাহ তা‘আলার বাণী, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ- ‘তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, ভাল কাজের আদেশ দিবে এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম’ *(আলে ইমরান ৩/১০৪)*।

আর হাদীছ থেকে দলীল হ’ল- আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ- ‘তোমাদের মধ্যে কেউ কোন অন্যায় হ’তে দেখলে সে যেন তা হাত দিয়ে পরিবর্তন করে। তাতে সক্ষম না হ’লে যবান দিয়ে প্রতিবাদ করবে। তাতেও সক্ষম না হ’লে অন্তর থেকে ঘৃণা করবে। আর এটা হ’ল দুর্বলতম ঈমান’।[১]

উক্ত আয়াত ও হাদীছের নির্দেশ আবশ্যকতার (الوجوب) দাবী রাখে। অতঃপর যে জামা‘আত আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সেটি সত্যের অনুগামী। আর সত্যের অনুসরণ বাতিলকে প্রত্যাখ্যান করা ও তাকে অস্বীকার করার দাবী রাখে। এটি ঐ জামা‘আত যার মধ্যে উত্তম গুণাবলী বিদ্যমান থাকে। উত্তম গুণাবলীর মধ্যে অন্যতম হ’ল- সৎ কাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা।[২] যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ- ‘তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, তোমাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য। তোমরা ভাল কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে’ *(আলে ইমরান ৩/১১০)*। অনুরূপভাবে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ জামা‘আতের বিজয় লাভ ও টিকে থাকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ- الَّذِيْنَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ-

---

** প্রফেসর, হাদীছ বিভাগ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।*

*** নিয়ামতপুর, নওগাঁ।*

১. মুসলিম হা/৪৯, মিশকাত হা/৫১৩৭।

২. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ لَيَسْأَلُ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَقُولَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَ الْمُنْكَرَ أَنْ تُنْكِرَهُ فَإِذَا لَقَّنَ اللهُ عَبْدًا حُجَّتَهُ قَالَ يَا رَبِّ رَجَوْتُكَ وَفَرِقْتُ مِنَ النَّاسِ ‘আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামতের দিন বান্দাকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করবেন। এক পর্যায়ে তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি যখন অন্যায় কাজ হ’তে দেখেছিলে তখন তোমাকে তা প্রতিহত করতে কিসে বারণ করেছিল? (সে জবাবদানে ব্যর্থ হ’লে) আল্লাহ তা‘আলা তাকে তার যথাযথ উত্তর শিখিয়ে দিবেন। তখন সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার রহমতের আশা করেছিলাম এবং মানুষের ভয়ে তা ত্যাগ করেছিলাম’ (ইবনু মাজাহ হা/৪০১৭/; আহমাদ হা/১১২৩০; ছহীহুল জামে‘ হা/১৮১৮; ইবনু হিব্বান হা/৭৩৪৮)।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَلَا لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ رَهْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَقٍّ إِذَا رَآهُ أَوْ شَهِدَهُ أَوْ سَمِعَهُ. قَالَ: وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَدِدْتُ أَنِّى لَمْ أَسْمَعْهُ-

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘সাবধান! মানুষের ভয় তোমাদের কাউকে যেন সত্য কথা বলতে বাধা না দেয়, যখন সে অন্যায় দেখবে, প্রত্যক্ষ করবে বা শ্রবণ করবে। বর্ণনাকারী বলেন, আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, আমি আকাঙ্ক্ষা করছিলাম যে, যদি এ হাদীছটি না শুনতাম (তাহ’লে ভাল হ’ত)’! (আহমাদ হা/১১০৩০; ইবনু মাজাহ হা/৪০০৭; ছহীহ তারগীব হা/২৭৫১; ছহীহাহ হা/১৬৮)।

সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা না দিলে আল্লাহ দো‘আ কবুল করবেন না। আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مُرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ قَبْلَ أَنْ تَدْعُوْا فَلاَ يُسْتَجَابَ لَكُمْ ‘এমন সময় আসার পূর্বেই তোমরা সৎকাজের আদেশ প্রদান কর এবং অসৎ কাজে থেকে নিষেধ করো, যখন তোমরা দো‘আ করবে, কিন্তু তোমাদের দো‘আ কবুল করা হবে না’ (ইবনু মাজাহ হা/৪০০৪; ছহীহুল জামে‘ হা/৫৮৬৮; ছহীহ তারগীব হা/২৩২৫)। তিনি আরো বলেন, إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيئَةُ فِى الْأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا وَقَالَ مَرَّةً: أَنْكَرَهَا، كَمَنْ غَابَ عَنْهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا ‘যখন পৃথিবীতে কোন পাপকাজ সংঘটিত হবে আর সেখানে উপস্থিত ব্যক্তি সে কাজকে অপসন্দ করবে (অন্য বর্ণনায় রয়েছে, সে তা ঘৃণা করবে), তাহ’লে সে অনুপস্থিত ব্যক্তির ন্যায়। আর যে ব্যক্তি অনুপস্থিত থেকে সে কাজকে সমর্থন করবে সে উপস্থিত ব্যক্তির ন্যায়’ (আবূদাঊদ হা/৪৩৪৫; ছহীহ তারগীব হা/২৩২৩; ছহীহুল জামে‘ হা/৬৮৯; মিশকাত হা/৫১৪১।-অনুবাদক।

‘আর আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন, যে তাকে সাহায্য করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। তারা এমন যাদেরকে আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করলে তারা ছালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে, সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে’ *(হজ্জ ২২/৪০-৪১)*। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন,

وَوَلِيُّ الْأَمْرِ إِنَّمَا نُصِّبَ لِيَأْمُرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَى عَنْ الْمُنْكَرِ وَهَذَا هُوَ مَقْصُوْدُ الْوِلَايَةِ... يُوَضِّحُ ذَلِكَ: أَنَّ صَلَاحَ الْعِبَادِ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ؛ فَإِنَّ صَلَاحَ الْمَعَاشِ وَالْعِبَادِ فِيْ طَاعَةِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ، وَلَا يَتِمُّ ذَلِكَ إِلَّا بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ...

‘নেতাকে নেতৃত্বের দায়িত্ব এজন্য দেওয়া হয় যে, তিনি সৎ কাজের আদেশ করবেন এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবেন। আর এটিই নেতৃত্বের মূল উদ্দেশ্য...। সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধের মধ্যে বান্দার কল্যাণ নিহিত থাকা এ বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করে। কেননা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের মধ্যেই জীবন-জীবিকা ও বান্দার কল্যাণ রয়েছে। আর সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ ছাড়া এটি পূর্ণতা লাভ করতে পারে না...’।[৩]

যখন খারাপ কাজসমূহকে প্রত্যাখ্যান করা জামা‘আতের জন্য এতটা গুরুত্বপূর্ণ, তখন মানুষের মধ্যে অসৎ কাজ থেকে নিষেধকারী ব্যক্তি জামা‘আতকে আঁকড়ে ধরার অধিক হকদার। কিন্তু যে প্রত্যাখ্যানের এত গুরুত্ব সেটা হ’ল শারঈ নিয়ম-নীতির গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থেকে এবং সৃষ্টির সেরা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দিক-নির্দেশনা অনুসরণ করে প্রত্যাখ্যান করা। আর নবী (ছাঃ) অন্যায়কে পরিবর্তন করাকে সামর্থ্যের সাথে শর্তযুক্ত করেছেন এবং এ কাজে প্রবৃত্ত হওয়া ব্যক্তির ক্ষমতা অনুপাতে তার স্তর নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যেমনটি পূর্বের হাদীছে অতিবাহিত হয়েছে।

নবী (ছাঃ) ক্ষমতা থাকলে খারাপ কাজ হাত দ্বারা পরিবর্তন করার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে তার থেকে বড় বা তার সমপর্যায়ের ফিৎনার আশঙ্কা থেকে নিরাপদ থাকতে হবে। এটি যদি বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হয়, তাহ’লে সে পরের স্তরে ফিরে যাবে। আর সেটি হ’ল- পূর্বের শর্ত সাপেক্ষে যবান দ্বারা প্রতিবাদ করা। যদি এটিও সম্ভব না হয়, তাহ’লে সে তৃতীয় ও সর্বশেষ স্তরে ফিরে যাবে। আর তা হ’ল- অন্তর থেকে ঘৃণা করা। আর এটি খারাপ কাজকে ঘৃণা করা এবং সক্ষম হ’লে তা পরিবর্তনের নিয়ত রাখা। অন্তরের কর্মই (ঘৃণা করা) দায়ভার ও পাপবোধ থেকে মুক্ত থাকার জন্য যথেষ্ট। এজন্য নবী করীম (ছাঃ) অন্তর দিয়ে ঘৃণা করাকে ‘তাগয়ীর’ বা পরিবর্তন বলেছেন। যখন অপকর্মসমূহ এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকে প্রকাশ পায়, যার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব রয়েছে। তখন অন্তর দিয়ে ঘৃণা করার প্রয়োজনীয়তা বেশী অনুভূত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে প্রবল ধারণা হয় যে, প্রত্যাখ্যানকারী প্রত্যাখ্যান করার সময় ফিৎনা ও নিশ্চিত ক্ষতির সম্মুখীন হবে। এজন্য নেতার আনুগত্য ও আদেশ শ্রবণের নির্দেশের সাথে সম্পৃক্ত করে এ ধরনের প্রত্যাখ্যানের বিষয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর দিক-নির্দেশনা এসেছে। আওফ বিন মালেক (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

أَلاَ مَنْ وَلِىَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِى شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِى مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ وَلاَ يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ–

‘সাবধান! কারো উপর যদি কোন শাসক নিযুক্ত হয়। অতঃপর সে যদি শাসকের পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতামূলক কোন কাজ হ’তে দেখে, তখন সে যেন তার আল্লাহ্‌র অবাধ্যতামূলক কাজকে ঘৃণা করে এবং অবশ্যই যেন আনুগত্যের হাত গুটিয়ে না নেয়’।[৪] উম্মে সালামা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এসেছে, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ– ‘অচিরেই তোমাদের উপর এমন কতিপয় আমীর নিযুক্ত করা হবে, যাদের কিছু ভাল কাজের কারণে তোমরা সন্তুষ্ট হবে এবং তাদের কিছু খারাপ কাজের কারণে তাদেরকে অপসন্দ করবে। যে ব্যক্তি তাদের খারাপ কাজকে ঘৃণা করল সে মুক্তি পেল এবং যে ব্যক্তি তাদের প্রতিবাদ করল সে নিরাপত্তা লাভ করল। কিন্তু যে ব্যক্তি তাদের পসন্দ করল এবং তাদের অনুসরণ করল (সে ক্ষতিগ্রস্ত হ’ল)’।[৫]

ইমাম নববী (রহঃ) এ হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, ‘এর অর্থ হ’ল যে ব্যক্তি খারাপ কাজকে ঘৃণা করল, সে তার গুনাহ ও শাস্তি থেকে মুক্তি পেল। এটি সে ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে হাত এবং যবান দ্বারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করার ক্ষমতা রাখে না। সে যেন মন থেকে তা ঘৃণা করে এবং দায়মুক্ত হয়ে যায়...। لَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ (কিন্তু যে ব্যক্তি তাদের প্রতি খুশি হ’ল এবং তাদের অনুসরণ করল) অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাদের অন্যায়ের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করল এবং তাদের অনুসরণ করল, তার জন্য গুনাহ এবং শাস্তি অবধারিত। এখানে যে ব্যক্তি অন্যায় কাজ সমূহ অপসারণ করতে অপারগ হ’ল তার কেবল নীরবতা পালনে কোন গুনাহ না হওয়ার দলীল রয়েছে। তবে অন্যায়ের প্রতি খুশি থাকা, অন্তরে ঘৃণা না করা বা তার অনুসরণ করাতে গুনাহ রয়েছে।[৬] অতএব

৩. *আস-সিয়াসিয়াতুশ শারঈয়্যাহ; মাজমূ‘ ফাতাওয়া ২৮/৩০৬।*

৪. *মুসলিম হা/১৮৫৫; ছহীহাহ হা/৯০৭; ছহীহুল জামে‘ হা/৩২৫৮; মিশকাত হা/৩৩৭০।*

৫. *মুসলিম হা/১৮৫৪; আহমাদ হা/২৬৫৭১; ছহীহাহ হা/৩০০৭; ছহীহুল জামে‘ হা/৩৬১৮; মিশকাত হা/৩৬৭১।*

৬. *মুসলিম হা/১৮৫৪-এর ব্যাখ্যা, শারহ ছহীহ মুসলিম ৪/১২/২৪৩।*

Contents

অন্যায়কে প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে এটিই আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-এর দিক-নির্দেশনা। আর আল্লাহ্‌র হুরমত রক্ষার ব্যাপারে তাঁর থেকে অধিক আগ্রহী কেউ নেই। তবে শক্তি প্রয়োগ বা যবান দ্বারা যে প্রতিবাদ করার সাথে ফিৎনা বা অনিষ্টের আশংকা রয়েছে, সেটি রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শের বিপরীত প্রত্যাখ্যান এবং বিদ'আতীদের পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যশীল। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) প্রতিবাদের স্তরসমূহ বর্ণনা করার পর বলেন, 'এ ব্যাপারে দু'দল লোক ভুল করে থাকে। **একদল লোক** নিম্নের আয়াতের অপব্যাখ্যা করে তাদের উপর সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধের যে অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব রয়েছে তা ত্যাগ করে। যেমন আবুবকর (রাঃ) তাঁর খুৎবায় বলেন, 'হে লোক সকল! তোমরা এ আয়াতটি পাঠ করে থাক- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর তোমাদের নিজেদের দায়িত্ব। যদি তোমরা সঠিক পথে থাক তাহ'লে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না' *(মায়েদাহ ৫/১০৫)*। অথচ তোমরা একে অপাত্রে রাখ। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الْمُنْكَرَ لاَ يُغَيِّرُوْنَهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابِــهِ- 'লোকেরা যখন অসৎকাজ হ'তে দেখবে অথচ তা পরিবর্তন করবে না, তখন আল্লাহ তা'আলা অতিসত্বর তাদের সকলের উপর ব্যাপক শাস্তি আরোপ করবেন'।[৭]

দ্বিতীয় দল : এরা বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, ধৈর্য, কল্যাণ-অকল্যাণ এবং সামর্থ্য ও অক্ষমতার কথা চিন্তা না করেই সাধারণভাবে শক্তি প্রয়োগ বা বক্তব্যের মাধ্যমে আদেশ করতে চায়...। অতঃপর নিজেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসারী ধারণা করে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে। অথচ সে তাঁর সীমা অতিক্রমকারী। যেমন খারেজী, মু'তাযিলা, রাফেযী প্রভৃতি বিদ'আতী ও প্রবৃত্তিপূজারী বহু দল সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধে নিজেকে নিয়োজিত করে। এরা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ, জিহাদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভুল পথে পরিচালিত হয়। উপকারিতার তুলনায় এর ক্ষতি অনেক বেশী। এজন্য মহানবী (ছাঃ) নেতাদের অত্যাচারে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিয়েছেন এবং যতক্ষণ তারা ছালাত কায়েম করে ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, أَدُّوْا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا اللهَ حَقَّكُمْ 'তোমরা তাদের প্রাপ্য তাদের কাছে পৌঁছে দিবে আর তোমাদের প্রাপ্যের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করবে'।[৮] ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) আরো বলেন,

وَلِهَذَا كَانَ مِنْ أُصُوْلِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ لُزُوْمُ الْجَمَاعَــةِ وَتَرْكُ قِتَالِ الْأَئِمَّةِ وَتَرْكُ الْقِتَالِ فِي الْفِتْنَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الْــأَهْوَاءِ كَالْمُعْتَزِلَةِ فَيَرَوْنَ الْقِتَالَ لِلْأَئِمَّةِ مِنْ أُصُوْلِ دِيْنِهِمْ-

'এজন্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মূলনীতি হ'ল- জামা'আতকে আঁকড়ে ধরা, নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিহার করা এবং ফিৎনার সময় যুদ্ধ পরিত্যাগ করা। পক্ষান্তরে মু'তাযিলাদের মত প্রবৃত্তিপূজারীরা নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে তাদের দ্বীনের মূলনীতি মনে করে'।[৯]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন,

إن النبي صلّى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله، فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر.

'নবী করীম (ছাঃ) খারাপ কাজ প্রত্যাখ্যান করাকে তাঁর উম্মতের জন্য আবশ্যকীয় বিধান রূপে নির্ধারণ করেছেন, যাতে সেটা প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে এমন ভালো কাজ অর্জিত হয় যা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ) পসন্দ করেন। তবে যখন খারাপ কাজ প্রত্যাখ্যান করা তার থেকে খারাপ ও মন্দ কাজকে আবশ্যক করে দেয় এবং তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে অপসন্দনীয় হয়, তখন সেই খারাপ কাজকে প্রত্যাখ্যান করা বৈধ হবে না। যদিও আল্লাহ তা'আলা একে ঘৃণা করেন এবং এর সম্পাদনকারীকে অপসন্দ করেন। আর এটি রাজা-বাদশাহ ও শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার মাধ্যমে তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করার মতো। কেননা শেষ যামানা অবধি এটি সকল অনিষ্ট ও ফিৎনার মূল ভিত্তি'। তিনি আরো বলেন, 'প্রথম ওয়াক্ত থেকে দেরীতে ছালাত প্রতিষ্ঠাকারী নেতাদের বিরুদ্ধে ছাহাবায়ে কেরাম যখন যুদ্ধের অনুমতি প্রার্থনা করে বললেন, أَفَــلاَ نُقَــاتِلُهُمْ 'আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না'? তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, لاَ، مَا أَقَــامُوا الــصَّلاَةَ 'না, যতক্ষণ তারা ছালাত কায়েম করে'।[১০]

তিনি আরো বলেন, مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ وَلاَ يَنْزِعَنَّ يَدًا عَنْ طَاعَــةٍ- 'যে তার আমীরের মধ্যে কোন অপসন্দনীয় কাজ দেখবে, সে ধৈর্য ধারণ করবে এবং

৭. *ইবনু মাজাহ হা/৪০০৫; আহমাদ হা/০১; তিরমিযী হা/৩০৫৭; ছহীহাহ হা/১৫৬৪; মিশকাত হা/৫১৪২।*
৮. *বুখারী হা/৭০৫২; তিরমিযী হা/২১৯০; মিশকাত হা/৩৬৭২।*

৯. *রিসালাতুল আমর বিল মা'রূফ ওয়ান নাহি আনিল মুনকার, পৃঃ ৩৯-৪০; মাজমূ' ফাতাওয়া ২৮/১২৮।*
১০. *মুসলিম হা/১৮৫৪।*

Contents

অবশ্যই আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নেবে না'।[১১] ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ইসলামে ছোট-বড় যত ফিৎনা সংঘটিত হয়েছে তা নিয়ে চিন্তা করবে, সে এই মূলনীতির লঙ্ঘন এবং খারাপ কাজ দেখে ধৈর্য ধারণ না করার বিষয়টি দেখতে পাবে। আর এর অপসারণ চাইতে গিয়ে তার থেকে বড় ফিৎনার জন্ম হয়। রাসূল (ছাঃ) মক্কায় বড় বড় খারাপ কাজসমূহ প্রত্যক্ষ করতেন। কিন্তু তিনি তা পরিবর্তন করতে সক্ষম হননি। বরং আল্লাহ তা'আলা যখন মক্কা বিজয় দান করলেন এবং সেটি ইসলামের আবাসস্থলে পরিণত হ'ল, তখন তিনি বায়তুল্লাহ পরিবর্তনের এবং ইবরাহীম (আঃ)-এর ভিত্তির উপর তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার দৃঢ় সংকল্প করলেন। কিন্তু তাঁর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এর চেয়ে বড় ফিৎনা সংঘটিত হওয়ার আশংকায় এ কাজ থেকে তিনি বিরত থাকলেন। কারণ কুরাইশদের নতুন ইসলাম গ্রহণ এবং সদ্য কুফরী থেকে বের হয়ে আসায় তারা তা সহ্য করতে পারত না'।[১২]

উপসংহার :

সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যাঁর রহমতে বক্ষ সমূহ উন্মুক্ত হয় এবং কর্মসমূহ সহজ হয়। এই গবেষণাকর্ম সমাপ্তকরণে সাহায্য ও সহজীকরণের জন্য আমি আল্লাহ্র প্রশংসা করছি। অতঃপর আলোচনা দু'টি অধ্যায়ে সম্পন্ন হয়েছে। প্রথম অধ্যায়কে শুদ্ধতা ও দুর্বলতার দিক থেকে জামা'আতবদ্ধভাবে বসবাসের হাদীছসমূহ পর্যালোচনা করার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। এ বিষয়ে ছহীহ হাদীছের সংখ্যা বিশটি, হাসান ছয়টি এবং যঈফ মাত্র চারটিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এতগুলো ছহীহ ও হাসান হাদীছ জামা'আতের ব্যাপারে নবী করীম (ছাঃ)-এর গুরুত্বারোপের প্রতি নির্দেশ করে। সাথে সাথে এ ব্যাপারে ছাহাবায়ে কেরাম এবং আলেম-ওলামার গুরুত্ব প্রদানের কথাও প্রমাণ করে। কারণ তাঁরা ঐ হাদীছসমূহ মুখস্থ ও সংরক্ষণ করেছেন এবং তাঁদের পরবর্তীদের কাছে বর্ণনা করেছেন। আর দ্বিতীয় অধ্যায়কে উক্ত হাদীছসমূহকে ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আলেম-ওলামার বক্তব্য পর্যালোচনা করে আমি দেখেছি যে, এগুলো পূর্ববর্তী দৃষ্টিকোণ থেকে (শুদ্ধতা ও দুর্বলতার দিক) কোন অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ তারা ঐ সকল হাদীছের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং তাতে বর্ণিত বিধি-বিধান সাব্যস্তকরণে তার পূর্ণ হক আদায় করেছেন। পূর্বের আলোচনায় জামা'আতবদ্ধ ভাবে বসবাসের হাদীছসমূহে ফিকহী পর্যালোচনার সময় আমার কাছে অনেক উপকারিতা ও গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল প্রতিভাত হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল-

১. ঐ সকল হাদীছে বর্ণিত জামা'আত দ্বারা কুরআন ও হাদীছের অনুসারী গোষ্ঠী এবং একজন নেতার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ জনগোষ্ঠী উদ্দেশ্য, যিনি তাদেরকে শরী'আত অনুযায়ী পরিচালনা করবেন।
২. পূর্ববর্তী অর্থে ক্বিয়ামত পর্যন্ত জামা'আত বিদ্যমান থাকবে।
৩. জামা'আতকে আঁকড়ে ধরা আবশ্যক এবং তা থেকে বেরিয়ে যাওয়া হারাম।
৪. দুনিয়া ও আখেরাতে জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার উপকারিতা অনেক এবং তা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কুফলও ভয়াবহ।
৫. নেতাদের পক্ষ থেকে যুলুম-অত্যাচারের শিকার হওয়া জামা'আত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার বৈধতা প্রদান করে না।
৬. শারঈ নিয়ম-নীতি অনুযায়ী অন্যায় কাজ প্রত্যাখ্যান করা জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার পরিপন্থী নয়।

এছাড়াও এই গবেষণাকর্মটি অনেক ফলাফল ও অন্যান্য বহু উপকারিতাকে শামিল করেছে, যা পাঠকগণ এই আলোচনার মধ্যে জানতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন এই গবেষণা দ্বারা (মানুষকে) উপকৃত করেন এবং এর গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করেন। তিনিই উত্তম প্রার্থনা কবুলকারী।

وَسُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ-

১১. *মুসলিম হা/১৮৫৫; দারেমী হা/২৭৯৭; ছহীহাহ হা/৯০৭।*
১২. *ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ৩/২।*

নিভে গেল ছাদিকপুরী পরিবারের শেষ দেউটি

*নূরুল ইসলাম**

ইমারতে আহলেহাদীছ ছাদেকপুর, পাটনার আমীর, উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রদূত ছাদিকপুরী পরিবারের কৃতীসন্তান, প্রখ্যাত আলেম মাওলানা সাইয়িদ আব্দুস সামী‘ জা‘ফরী গত ৪ঠা অক্টোবর রবিবার দিবাগত রাত ১০-টা ৪৫ মিনিটে পাটনার শ্রী রাম হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছেন। *ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে‘উন*। পরের দিন সকাল সাড়ে ১০-টায় সানীচারা ঈদগাহ ময়দানে অনুষ্ঠিত তাঁর ১ম জানাযায় ইমামতি করেন তাঁর পুত্র নায়েবে আমীর মাওলানা গাযী ইছলাহী। অতঃপর মীর শিকারটোলী কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে ২য় জানাযা শেষে যোহরের ছালাতের পর মসজিদের পিছনে পারিবারিক গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। হাযার হাযার মুসলমান তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। এক্সিডেন্টে নিতম্বের হাড্ডি ভেঙ্গে যাওয়ায় তিনি কয়েক বছর যাবৎ শয্যাশায়ী ছিলেন এবং মৃত্যুর ১ মাস পূর্বে তাঁকে শ্রী রাম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। কয়েদিন যাবৎ তিনি অচেতন ছিলেন। এমনিতেই তিনি হালকা-পাতলা গড়নের ছিলেন। তদুপরি ভাইয়ের হত্যা ও মেয়েদের মৃত্যু শোকে তিনি আরো কৃশকায় হয়ে গিয়েছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি ১ বিধবা মেয়ে, ৩ ছেলে এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

সংক্ষিপ্ত জীবনী :

মাওলানা আব্দুস সামী‘ জা‘ফরী ১৯৩৬ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর ছাদিকপুর (মীর শিকারটোলী), পাটনায় ঐতিহ্যবাহী মুজাহিদ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মাওলানা আব্দুল খবীরের কাছে শিক্ষার হাতে খড়ি হওয়ার পর তাঁর তত্ত্বাবধানেই মাদরাসা ইছলাহুল মুসলিমীন (পাথরের মসজিদ) থেকে তিনি ফারেগ হন। এরপর দারুল উলূম নাদওয়াতুল ওলামা, লাক্ষ্ণৌ থেকে সাহিত্যে ‘তাখাছ্ছুছ’ ডিগ্রী অর্জন করেন। ইছলাহুল মুসলিমীন মাদরাসায় (প্রতিষ্ঠাকাল : ১৩০৮ হিঃ, প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আব্দুর রহীম ছাদিকপুরী) শিক্ষকতার মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। অতঃপর উচ্চশিক্ষার্থে তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানে পড়ালেখা শেষ করে সঊদী সরকারের পক্ষ থেকে নাইজেরিয়াতে দাঈ হিসাবে প্রেরিত হন এবং আড়াই বছর জামা‘আতে নুছরাতুল ইসলাম (প্রতিষ্ঠাতা : শায়খ আবুবকর লোমী, বাদশাহ ফায়ছাল পুরস্কারপ্রাপ্ত)-এর তত্ত্বাবধানে নাইজেরিয়ার কাদূনা শহরে দাওয়াতী ও তাবলীগী খিদমত আঞ্জাম দিতে থাকেন। সেখানে তিনি কাদিয়ানীদের সাথে বাহাছ-মুনাযারা, নওমুসলিমদেরকে শিক্ষাদান এবং উক্ত জামা‘আত প্রতিষ্ঠিত একটি মাদরাসায় শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন। সেখানকার আবহাওয়ার সাথে খাপ খাওয়াতে না পেরে তিনি পুনরায় সঊদী আরবে ফিরে আসেন এবং মক্কার উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে চাকুরীতে নিয়োজিত হন। সঊদী আরবে অবস্থানকালে তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তিনি জামা‘আতে আহলেহাদীছ-এর আমীর নির্বাচিত হন। অতঃপর জামা‘আতে আহলেহাদীছ, পাটনার পীড়াপীড়িতে তিনি ১৯৯৪ সালে ভারতে চলে আসেন এবং মাদরাসা ইছলাহুল মুসলিমীন-এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ছাদিকপুর, পাটনায় অবস্থিত পৈত্রিক নিবাসের বিক্রয়লব্ধ পুরা অর্থ তিনি এ মাদরাসা নির্মাণে ব্যয় করেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে এটি জামে‘আ ইছলাহিয়া সালাফিইয়ায় উন্নীত হয়।

সঊদী আরব থেকে ফিরে আসার পর তিনি জীবনের বাকী সময়টুকু শিক্ষকতা, দাওয়াত, তাবলীগ ও সমাজ সংস্কারের কাজে ব্যয় করেন। তিনি একজন উঁচুদরের আলেম, নির্ভীক দাঈ, খ্যাতিমান শিক্ষক, খতীব, বাগ্মী এবং নিবেদিতপ্রাণ সংগঠক ছিলেন। তিনি ছিলেন দানশীলতা, উদারতা, সরলতা ও বিনয়-নম্রতার মূর্ত প্রতীক। মানুষজন অত্যন্ত আগ্রহভরে তাঁর বক্তব্য শুনত। বিশেষ করে ঝাড়খণ্ড ও বাংলা অঞ্চলে তিনি অত্যন্ত সুপরিচিত ও জনপ্রিয় ছিলেন। দলমত নির্বিশেষে সবাই তাঁকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখত। দাওয়াতী কাজে তিনি ছিলেন অন্তঃপ্রাণ। পাটনার সকল মসজিদে জুম‘আর খুৎবার জন্য তিনি নিজেই খতীব নিযুক্ত করতেন। তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি যা সত্য মনে করতেন তা খোলাখুলি প্রকাশ করতেন।নিজের ভুল বুঝতে পারলে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে তা শুধরে নিতেন। আবুল কালাম আযাদ ইসলামিক এ্যাওয়েকিনিং সেন্টার, নয়া দিল্লীর তিনি অন্যতম ট্রাস্টি ছিলেন। তিনি পাটনায় মারিয়াম হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা :

সঊদী আরব থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নিলে মাওলানা আব্দুস সামীর অনেক বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী তাঁকে নিষেধ করেন। তিনি নিজেও দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ছিলেন যে, আয়েশী জীবন ছেড়ে ভারতে থাকতে পারবেন কি-না? তিনি বলেন, ‘আমি একদিন আমার কামরা বন্ধ করি। এসি অফ রাখি। বিছানা-তোষক আলাদা করে চাদরের উপর ঘুমাই। বালিশের জায়গায় ইট রাখি। তাতে আমার ঘুম চলে আসলে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে যে, আমি ভারতে গিয়ে কাজ করতে পারব’। এরপর তিনি ভারতে চলে আসেন। যার ধমনীতে বইছে জিহাদী রক্তের উত্তরাধিকার। তিনি দ্বীনের জন্য আয়েশী জীবন ত্যাগ করতে পারবেন না তাকি হয়?

ছাদিকপুরী পরিবারের ঐতিহ্য :

বৃটিশ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অকুতোভয় সৈনিক বেলায়াত আলী (১৭৯০-১৮৫২) ও মাওলানা এনায়েত আলীর (১৭৯২-১৮৫৮) স্মৃতিধন্য ছাদিকপুরী পরিবার ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে একটি অসাধারণ নাম, একটি অনন্য ইতিহাস। ১৮৩১ সালে বালাকোট বিপর্যয়ের পর জিহাদ আন্দোলনের সার্বিক নেতৃত্ব পাটনা আযীমাবাদের ছাদিকপুরী পরিবারের উপরে পড়ে। আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের যোগ্যতম নেতৃত্বে বাংলাদেশ হ’তে সীমান্ত পর্যন্ত সমগ্র উপমহাদেশ জিহাদী জোশে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের মৃত্যুর পরে তাঁদের উত্তরসুরীগণ জিহাদের আগুন তাজা রাখেন, সীমান্তে যা বৃটিশ

* *পিএইচ.ডি গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

রাজত্বের জন্য একটা স্থায়ী ভীতি হিসাবে বিরাজ করে।[১] এই পরিবারের কৃতীপুরুষ মাওলানা আব্দুস সামী' জা'ফরীর পিতা মাওলানা আব্দুল খবীর বিন মাওলানা আব্দুল হাকীম ভারত স্বাধীনতা লাভের পূর্বে সীমান্তে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের শেষ সিপাহসালার ছিলেন। তিনি উঁচুদরের আলেম ও মুত্তাক্বী ছিলেন। ১৯৭৩ সালের ৩রা নভেম্বর তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি জামা'আতে আহলেহাদীছের আমীর ছিলেন।[২] সূরা ফাতিহার তাফসীর তাঁর অনন্য কীর্তি।[৩] তাঁর মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র মাওলানা আব্দুস সামী' আমীর হন এবং আমৃত্যু এ গুরুদায়িত্ব পালন করেন।

মাওলানা আব্দুল খবীরের দাদা মাওলানা আহমাদুল্লাহ ছাদিকপুরী ও নানা মাওলানা আব্দুর রহীম ছাদিকপুরী বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে আম্বেলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হিসাবে ১৮৬৪ সালে আন্দামানে নির্বাসিত হন। ব্রিটিশ সরকার তাদের সম্পত্তি বাযেয়াফ্ত করা ছাড়াও সমস্ত ঘর-বাড়ি ভেঙ্গে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। ভিটা উচ্ছেদ করে সেখানে লাঙল চালানো হয়। মাওলানা ফারহাত হুসাইনসহ ছাদিকপুরী পরিবারের বুযর্গ ব্যক্তিদের কবরস্থান সমান করে সেখানে হিন্দু হরিজনদের শূকর পোষার আখড়া এবং শহরের পায়খানা ফেলার গাড়ী রাখার জায়গা বানানো হয়। কিছু অংশে মহিলাদের মীনাবাজার বসানো হয়। বাকী অংশে এখন মিউনিসিপ্যালিটির বিল্ডিংসমূহ নির্মিত হয়েছে। অথচ এখানেই একদিন সারা ভারতের মুক্তির জন্য জিহাদের পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ হ'ত। জান্নাতের মজলিস সমূহ সদা গুলযার থাকত। যাদের রেখে যাওয়া জিহাদের খুনরাঙা পথ ধরে আসে ১৮৫৭-এর সিপাহী বিদ্রোহ ও ১৯৪৭-এর ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন। মাওলানা আহমাদুল্লাহ 'ভাইপার' (Viper island) দ্বীপে ১৮৮১ সালের ২১শে নভেম্বরে অবর্ণনীয় কষ্ট ও নির্যাতনের মধ্য দিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মাওলানা বেলায়েত আলীর ভাতীজা মাওলানা আবদুর রহীম বিন ফারহাত হুসাইন দীর্ঘ প্রায় বিশ বছর পর মুক্তি পেয়ে ১৮৮৩ সালের মার্চে পাটনায় ফিরে আসেন। কিন্তু সেখানে তখন তাঁর ঐতিহাসিক জমিদার পরিবারের বাস্তুভিটার চিহ্ন খুঁজে পাওয়ার মত অবস্থা পর্যন্ত ছিল না। তাঁর পরিবার তখন 'নানমূহিয়া' (ننموهيه) মহল্লাতে থাকেন। তিনি সেখানে শেষ জীবনের দুঃখময় দিনগুলি কাটান এবং ছাদিকপুরী পরিবারের একমাত্র নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক দলীল 'আদ-দুররুল মানছূর' ওরফে 'তায্কেরায়ে ছাদেক্বাহ' রচনা করেন। ১৩৪১/১৯২৩ সালের ২৫শে জুলাই ৯২ বছর বয়সে তিনি সেখানে মৃত্যুবরণ করেন।[৪]

বালাকোটের ময়দানে সাইয়িদ আহমাদ ও শাহ ইসমাঈল-এর শাহাদত বরণের পর শতাধিক বছর ব্যাপী ছাদিকপুরী পরিবার ভারতের স্বাধীনতার জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন, সে সম্পর্কে ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী জওহর লাল নেহেরু বলেছিলেন, 'যদি দেশের স্বাধীনতার জন্য পেশকৃত ত্যাগগুলিকে দাড়ির এক পাল্লায় রাখা হয় এবং ছাদিকপুরের আলেমদের ত্যাগগুলি অন্য পাল্লায় রাখা হয়, তাহ'লে ছাদিকপুরী আলেমদের ত্যাগের পাল্লা ভারী হবে'।[৫]

Central Bharat Sevak Samaj-এর চেয়ারম্যান স্বামী হরিনারায়নন্দ (M. Swami Harinarayananand) ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ছাদিকপুরী পরিবারের ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে অবদানের কথা স্মরণ করে (who have historically participated in the freedom struggle against the British Rule) তাদের কৃতিত্বের স্বীকৃতি দিতে গিয়ে বলেন, Their patriotism and the high spirit of devotion to motherland is well known. 'তাঁদের দেশপ্রেম এবং জন্মভূমির প্রতি তীব্র অনুরাগ সুবিদিত'।

তিনি আরো বলেন, This is high time that the contributions and sacrifices of freedom fighters particularly Ulemas of Sadiquepur should be remembered to inspire the new generation for inculcating the spirit of national unity, communal harmony, emotional unity and truth and non-violence. 'নতুন প্রজন্মের মধ্যে জাতীয় ঐক্য, সাম্প্রদায়িক সংহতি, আবেগভরা একতা, সত্য ও অহিংস চেতনার উন্মেষ ঘটাতে মুক্তিযোদ্ধাদের বিশেষ করে ছাদিকপুরী আলেমগণের অবদান ও ত্যাগসমূহ স্মরণ করার এখনই উপযুক্ত সময়'।[৬]

শ্রী গৌরগোবিন্দ সিং কলেজ, পাটনার সাবেক অধ্যক্ষ মেজর বলবীর সিং বলেন, 'আমি আনন্দিত যে, উনবিংশ শতকে রায়ব্রেলীর জনাব সাইয়িদ আহমাদ স্বাধীনতার যে পতাকা উড্ডীন করেছিলেন, তাকে আমাদের ছাদিকপুর ঘরানার জনাব বেলায়াত আলী ও এনায়েত আলী দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছিলেন। এটা ঠিক যে, এই কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য তাদেরকে দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে হয়েছিল। কিন্তু নিজেদের সবকিছু নিঃশেষ করেও তারা স্বাধীনতার প্রদীপকে উজ্জ্বল রাখেন। এটা গর্বের কথা যে, এই স্বাধীনতার প্রদীপে তেল দেয়ার জন্য জনাব ইয়াহইয়া আলী ও জনাব আহমাদুল্লাহ নিজেদের সকল সম্পত্তি উৎসর্গ করেছিলেন।[৭]

মোদ্দাকথা, পাক-ভারত উপমহাদেশকে গোলামীর শৃংখল হ'তে মুক্ত করার জন্য এবং একই সাথে কুরআন ও হাদীছ ভিত্তিক নির্ভেজাল ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য দিল্লীর অলিউল্লাহ পরিবার ও তার পরে পাটনার ছাদিকপুরী পরিবারের যে অবিস্মরণীয় অবদান রয়েছে, ভারতবর্ষে তার তুলনা নেই। এ বিষয়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বলেন, 'জিহাদ আন্দোলন ও আহলেহাদীছ আন্দোলন একই সাথে চালাতে

---

১. *আহলেহাদীছ আন্দোলন (পিএইচ.ডি. থিসিস), পৃঃ ৩১৩।*
২. *আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩১৫।*
৩. *কুরআন মাজীদ কী তাফসীরেঁ চৌদাশো বরস মেঁ (পাটনা : খোদাবখশ ওরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরী, ১৯৯৫ খ্রিঃ), পৃঃ ৩১৬-৩১৭।*
৪. *আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩১৪।*
৫. *পাক্ষিক তারজুমান, দিল্লী, ৩৫/২০ সংখ্যা, ১৬-৩১ অক্টোবর ২০১৫, পৃঃ ৩৭।*
৬. *ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ছাদিকপুরী আলেমগণের অবদান স্মরণে ১৯৯৮ সালের ২৮ ও ২৯শে এপ্রিল অনুষ্ঠিত দু'দিন ব্যাপী কনফারেন্স উপলক্ষে প্রকাশিত স্যুভেনিরে প্রদত্ত 'বাণী' দ্রঃ।*
৭. *ঐ।*

Contents

গিয়ে একদিকে বৃটিশ শাসনশক্তির নিষ্ঠুরতম আচরণ, জেল-যুলুম, ফাঁসি, সম্পত্তি বাযেয়াফ্ত, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, আন্দামান ও কালাপানির লোমহর্ষক নির্যাতন, অপরদিকে প্রতিবেশী ঈর্ষাকাতর আলেমদের ও তাদের অন্ধ অনুসারীদের প্রদত্ত অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ও ভূমিকম্পসদৃশ মুছীবতসমূহ হাসিমুখে বরণ করে নেওয়ার মাধ্যমে ছাদিকপুরী পরিবার যে অনন্য দৃষ্টান্ত রেখে গেছে, তা ভবিষ্যতের যে কোন আদর্শবাদী মুজাহিদের জন্য স্থায়ী প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে'।[৮]

১৯৯৫ সালে রিয়াদ সফরকালে মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের সাথে মাওলানা আব্দুস সামী'-এর সরাসরি সাক্ষাৎ হয়। অতঃপর ১৯৯৮ সালের ২৮ ও ২৯শে এপ্রিল তিনি ছাদেকপুর সফর করেন। সেখানে তিনি তাদের বর্তমান মারকায পরিদর্শন করেন এবং তাঁকে তাদের সদ্য প্রকাশিত সুভ্যেনির ১৪১৯ হিঃ/১৯৯৮ ও অন্যান্য প্রকাশনাসমূহ উপহার দেওয়া হয়। এ সময় আমীরে জামা'আত তাঁর ডক্টরেট থিসিসের একটি কপি পাটনা খোদাবকশ লাইব্রেরীতে উপহার দেন। সেদিন তিনি তাদের কর্তৃপক্ষকে বলেছিলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ছাদেকপুরী পরিবারের নামে পাটনা ছাদেকপুর ইউনিভার্সিটি রাখা উচিত। তাহ'লেই এই মহান পরিবারের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান দেখানো হবে।

৮. *আহলেহাদীছ আন্দোলন, ডক্টরেট থিসিস,* পৃঃ ৩১৫।

শায়খ আব্দুল হামীদ আযহারের মৃত্যু

গত ১৪ই নভেম্বর ২০১৫ পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ আলেমে দ্বীন জামে'আ সালাফিইয়াহ, ইসলামাবাদের শায়খুল হাদীছ মাওলানা আব্দুল হামীদ আযহার মৃত্যুবরণ করেছেন। *ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন।* মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। তিনি ৩ কন্যা সন্তানের জনক ছিলেন। ১৯৪৮ সালে তিনি পাঞ্জাবের কাছুর যেলায় জন্মগ্রহণ করেন। জামে'আ মুহাম্মাদিয়া, গুজরানওয়ালা এবং জামে'আ সালাফিইয়াহ, ফয়ছালাবাদ থেকে ফারেগ হওয়ার পর তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় গমন করেন। সেখানে শায়খ বিন বায, মুহাম্মাদ আমীন শানক্বীতীর মত বিশ্ববরেণ্য আলেমে দ্বীনের সান্নিধ্য লাভ করেন। ১৯৭৭ সালে তিনি শরী'আহ অনুষদ থেকে লিসান্স ডিগ্রী লাভ করেন এবং দেশে ফিরে আসেন। অতঃপর সঊদী মাবঊছ হিসাবে জামে'আ তাদরীসুল কুরআন ওয়াল হাদীছ, রাওয়ালপিণ্ডিতে (পরে মাদরাসাটি ইসলামাবাদে স্থানান্তরিত হয় এবং জামে'আ সালাফিইয়াহ, ইসলামাবাদ নামে পরিচিতি লাভ করে) যোগদান করেন এবং অত্যন্ত সুনামের সাথে আমৃত্যু এখানেই শিক্ষকতায় নিয়োজিত থাকেন। তাঁর খ্যাতিমান ছাত্রদের মধ্যে শায়খ যুবায়ের আলী যাঈ অন্যতম। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক না হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল এবং পিএইচ.ডির ভাইভায় তাঁকে এক্সটার্নাল হিসাবে আহ্বান করা হ'ত। তিনি পয়গাম টিভির নিয়মিত আলোচক ছিলেন। বক্তব্যের পাশাপাশি লেখনীর ময়দানেও তিনি সক্রিয় ছিলেন। দেশে-বিদেশে তাঁর ছিল লাখো শুভানুধ্যায়ী। রাওয়ালপিণ্ডির মুসলিম টাউনের ফুটবল গ্রাউণ্ডে তাঁর জানাযায় বিশ-পঁচিশ হাযার মানুষ উপস্থিত হন। দূর-দূরান্ত থেকে বহু আলেম-ওলামা উপস্থিত হন। জানাযায় ইমামতি করেন জামে'আ সালাফিইয়াহ, ফয়সালাবাদের শায়খুল হাদীছ শায়খ মাসঊদ আলম।

[আমরা মাওলানা আব্দুস সামী' ও আব্দুল হামীদ আযহার-এর মৃত্যুতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করছি এবং তাঁদের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি। সেই সাথে তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।- সম্পাদক]

কুরআনের আলোকে ভূমি জরিপ ও ভূমি ব্যবস্থাপনা

*আব্দুল মালেক**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

জমি জরিপের মূল দায়িত্ব পালন :

(১) কর্মক্ষেত্রে সময়মত আসা-যাওয়া এবং উপস্থিত থাকা মূল দায়িত্বের অন্যতম অংশ। এই সময়ের বিপরীতে কর্মকর্তা-কর্মচারী বেতন পান। এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সম্মতি ছাড়া দেরিতে উপস্থিতি এবং আগেভাগে চলে গেলে ঐ সময়ের জন্য গৃহীত বেতন হারাম হবে। এ সম্পর্কে 'আল-ইসলাম' গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'কখনো এমন ঘটে যে, কর্মচারী তার কর্তব্য পালন করে না। কাজের সময়টা সে অন্য কাজে ব্যয় করে। হয়তো ব্যক্তিগত স্বার্থে তা ব্যয় করে অথবা অন্যান্য কর্মচারীদের কাজ পণ্ড করে দেয়। কিংবা সে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অলসতা দেখায়, কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকে, নির্ধারিত সময়ের পরে হাযির হয় কিংবা কাজ শেষ হওয়ার নির্ধারিত সময়ের আগেই বের হয়ে যায় এবং এজন্য তার পক্ষে কোন ওযরও নেই, তাহ'লে উল্লিখিত সকল ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়মে যতটুকু ছাড় মেলে তার বাইরে যতটুকু সময় সে কাজ না করে নষ্ট করেছে তার বিনিময়ে গৃহীত বেতন তার জন্য হারাম হবে এবং এজন্য সে জবাবদিহিতার মুখোমুখি হবে'।[১]

বাংলাদেশে অফিস ফাঁকি দেওয়া কমবেশী সর্বত্রই চালু আছে। ১৯৯৬ সালে তৎকালীন ভূমি প্রতিমন্ত্রী হাজী রাশেদ মোশাররফ বলেন, এগুলোর কোনটিতেই নিয়মনীতির বালাই নেই। কাগজপত্রের ঠিক-ঠিকানা নেই। গণহয়রানি আর জাল কাজকর্মের প্রতিভূ হিসাবে গড়ে উঠেছে এক একটি অফিস। ভূমি প্রতিমন্ত্রী স্বীকার করেন যে, দেশ জুড়ে এই বেহাল অবস্থার রিপোর্ট তার কাছে আছে।[২]

(২) জমি জরিপকালে জমির প্রকৃত মালিককে তার জমির পরিমাণ কতটুকু, কোন সূত্রে সে জমির মালিক হয়েছে ইত্যাদি নিশ্চিত হয়ে জরিপ কাজ সমাধা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِى 'বাদীর দায়িত্ব প্রমাণ পেশ করা'।[৩] জমির মালিক না হয়ে মিথ্যা দাবী করা সম্পর্কে খুব সতর্ক করতে হবে। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ 'যে ব্যক্তি তার অধিকারভুক্ত নয় এমন কিছু নিয়ে দাবী করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয় এবং সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে নির্ধারণ করে নেয়'।[৪] কেউ কারো জমি অন্যায়ভাবে দখল করলে তা বৈধতা পাবে না এবং ক্বিয়ামতে এজন্য তাকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا ، فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ 'যে ব্যক্তি কারো এক বিঘত পরিমাণ যমীন জোর করে দখল করেছে, ক্বিয়ামতের দিন তার গলায় সাত তবক পরিমাণ যমীন বেড়ি রূপে পরিয়ে দেওয়া হবে'।[৫] এই মর্মে আরো অনেক হাদীছ রয়েছে। এজন্য জমির আইল হেরফের ঘটাতেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ 'যে ব্যক্তি জমির আইল পরিবর্তন করে তার উপর আল্লাহ্র অভিশাপ বর্ষিত হোক'।[৬]

তবে সেটেলমেন্ট কোর্ট প্রাপ্ত দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে রেকর্ড করবেন। এরপরও যদি সন্দেহ থাকে তবে এই হাদীছের কথা শুনাবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُوْنَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَأَقْضِى لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلاَ يَأْخُذْ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ–

'আমি একজন মানুষ মাত্র। তোমরা আমার নিকট মামলা নিয়ে আস। আর তোমাদের কেউ কেউ অন্যের তুলনায় প্রমাণ উপস্থাপনে বেশী পারঙ্গম। এমতাবস্থায় আমি যা শুনি সে অনুযায়ী তার পক্ষে রায় দেই। এতে আমি যদি তার ভাইয়ের কোন হক বিন্দুমাত্র তাকে দিয়ে থাকি, তাহ'লে সে যেন তা মোটেও গ্রহণ না করে। কেননা আমি তো এর দ্বারা তার জন্য জাহান্নামের একটা অংশের ফায়ছালা দিয়ে দিয়েছি'।[৭]

অবশ্য পরবর্তীতে মিথ্যার প্রমাণ মিললে রেকর্ড বাতিল করতে হবে এবং সংশোধন করে আসল মালিকের নামে দিতে হবে।[৮]

(৩) কর্তব্যের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রীতার কোন স্থান দেবে না। কেননা দীর্ঘসূত্রীতার ফলে হকদারের হক পেতে বিলম্ব হয়, যা তার জন্য যুলুম। আর যুলুম মহাপাপ। প্রমাণাদি ঠিক থাকলে যথাসম্ভব স্বল্প সময়ে প্রাপকের কাজ করে দিবে। ইসলামের একটি মূলনীতি হ'ল لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ 'কারো ক্ষতি করা যাবে না এবং ক্ষতিগ্রস্তও হওয়া যাবে না'।[৯]

---

* *সিনিয়র শিক্ষক, হরিণাকুণ্ড সরকারী বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।*

১. *আল-ইসলাম ৩/১৪ পৃঃ।*
২. *ইসলামে ভূমি ব্যবস্থা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, পৃঃ ৩৫৩-৫৬।*
৩. *তিরমিযী হা/১৩৪১-৪২; মিশকাত হা/৩৭৫৮, ৩৭৬৯; ইরওয়া হা/২৬৪১, সনদ ছহীহ।*
৪. *মুসলিম হা/৬১; ইবনু মাজাহ হা/২৩১৯; মিশকাত হা/৩৭৬৫।*
৫. *বুখারী হা/২৪২৩, ৩১৯৫; মুসলিম হা/১৬১২; মিশকাত হা/২৯৩৮।*
৬. *মুসলিম হা/১৯৭৮; মিশকাত হা/৪০৭০।*
৭. *বুখারী হা/৬৯৬৭, ৭১৬৯; মুসলিম হা/১৭১৩; মিশকাত হা/৩৭৬১।*
৮. *ইসলামের অর্থনীতি, পৃঃ ১৪৯।*
৯. *ইবনু মাজাহ হা/২৩৪০-৪১; ছহীহাহ হা/২৫০; ইরওয়া হা/৮৯৬, সনদ ছহীহ।*

Contents

এজন্যই আল্লাহ বলেছেন, وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ 'তোমরা নেকী ও আল্লাহভীতির কাজে একে অপরকে সাহায্য কর। আর পাপ ও সীমালংঘনের কাজে একে অপরকে সাহায্য করো না' *(মায়েদাহ ৫/২)*।

নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، 'মুসলমান তো সেই, যার মুখ ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে'।[১০]

অতএব কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী যদি স্বেচ্ছায় কাউকে সাহায্য করে, তাহ'লে সে বরং আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, وَاللهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيهِ– 'আল্লাহ বান্দাকে ততক্ষণ সাহায্য করেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে নিয়োজিত থাকে'।[১১]

বাংলাদেশে জমি সংক্রান্ত জটিলতা খুবই বেশী। বৃটিশের রেখে যাওয়া আইন হুবহু কিংবা আংশিক সংস্কার করে যে ভূমি ব্যবস্থাপনা দেশে চালু আছে, এটা হয়রানিমূলক। সে সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমানের একটি কথার উদ্ধৃতি প্রদান করছি।- 'আজকে বিচার বিভাগের কথা ধরুন। আমরা আজকে একটা কোর্টে বিচারের জন্য গেলে, একটা সিভিল মামলা যদি হয়, তাহ'লে বিশ বছরেও কি সেই সিভিল মামলা শেষ হয়? পিতা মারা যাওয়ার সময় দিয়ে যায় ছেলের কাছে, আর উকিল দিয়ে যায় তার জামাইয়ের কাছে। Justice delayed, Justice denied. We have to work a complete change. System আমাদের পরিবর্তন করতে হবে, যেন easily মানুষ বিচার পায়। সমস্ত কিছুর পরিবর্তন দরকার। Colonial power (ঔপনিবেশিক শক্তি)-এর rule নিয়ে দেশ চলতে পারে না। Colonial power এ দেশ চলতে পারে না।[১২]

দুঃখের বিষয়, স্বাধীনতার পর এত বছর পেরিয়ে গেলেও এই সদিচ্ছার বাস্তবায়ন এখনো ঘটেনি। এরূপ দীর্ঘসূত্রিতার একটি উদাহরণ জনাব কাবেদুল ইসলাম তার বইয়ে উল্লেখ করেছেন যে, একজন নির্বাচিত ভূমিহীন ০৩/০২/১৯৮৮ তারিখে ভূমির জন্য দরখাস্ত করেছে, যেলা প্রশাসক ২২/৮/১৯৮৯ তারিখে প্রস্তাব অনুমোদিত মর্মে স্বাক্ষর করেছেন। তারপরও ২০০১ সালের ডিসেম্বর মাসে ভূমির কবুলিয়ত সম্পন্ন হয়। মাঝে সময় কেটে গেছে ১৪ বছর। ইসলামী আইনে এ কাজ ঐ ভূমিহীনের উপর মারাত্মক যুলুম।[১৩]

এক বর্ণনা মতে, দেশের ৮০ শতাংশ মামলা হয় এখন ভূমিকে কেন্দ্র করে। এর কারণ হিসাবে বলা হয়েছে, রেকর্ড কিপিং এর তহশীল অফিস, রেজিস্ট্রেশনের সাব রেজিস্ট্রার অফিস এবং জরিপের সেটেলমেন্ট অফিসের মধ্যে সমন্বয়হীনতাই প্রতিনিয়ত হাযারো মামলা-মোকদ্দমার জন্ম দিচ্ছে।[১৪] এক একটি বিভাগ ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীন হওয়ায় এ সমন্বয়হীনতা দেখা দিয়েছে। এই তিনটি বিভাগকে এক মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনলে সমস্যা বহুলাংশে লাঘব হবে বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন।[১৫]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'দ্বীন হ'ল কল্যাণ সাধনের নাম। ছাহাবীগণ বললেন, কার কল্যাণ সাধন? তিনি বললেন, আল্লাহ্র, তাঁর কিতাবের, তাঁর রাসূলের, মুসলিম শাসকবর্গের এবং সাধারণ মুসলিম জনগণের'।[১৬]

এই হাদীছ অনুসারে শাসকদের উচিত জনস্বার্থে আইন সংস্কার করা এবং কর্মকর্তা, কর্মচারীদের জনকল্যাণের দিকে বেশী নযর দেওয়া। উল্লেখ্য যে, ছাহাবীদের যুগে এত মামলা-মোকদ্দমা ছিল না। আমাদের নিজেদের রচিত আইনের কারণেই জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

আল-কুরআনের আলোকে ভূমি ব্যবস্থাপনা :

আমাদের জীবন-জীবিকার জন্য কৃষি, শিল্প, খনি, বন ইত্যাদি যাই বলি না কেন সব কিছুরই মূল উৎস ভূমি। পবিত্র কুরআনে সেজন্য ভূমির প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُوْنَ– 'নিশ্চয়ই আমরা তোমাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতার অধিকারী করেছি এবং তাতে তোমাদের জন্য যাবতীয় জীবনোপকরণ সৃষ্টি করেছি। বস্তুতঃ তোমরা কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর' *(আ'রাফ ৭/১০)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِزْقِهِ، 'তিনিই তোমাদের জন্য ভূমিকে অনুকূল করে দিয়েছেন। সুতরাং তার বুকের উপর দিয়ে চলাচল কর এবং তার দেওয়া জীবিকা থেকে আহার কর' *(মুলক ৬৭/১৫)*।

তিনি আরো বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপার্জিত সম্পদ থেকে উৎকৃষ্টগুলো ব্যয় কর এবং খরচ কর তা থেকে যা আমি ভূমি থেকে তোমাদের জন্য বের করে দেই' *(বাক্বারাহ ২/২৬৭)*।

আল্লাহ আরো বলেন, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ 'ছালাত শেষ হ'লে তোমরা

---

১০. *বুখারী হা/১০-১১, ৬৪৮৪; মুসলিম হা/৪০; মিশকাত হা/৬।*
১১. *মুসলিম হা/২৬৯৯; আবূদাঊদ হা/৪৯৪৬; ইবনু মাজাহ হা/২২৫; মিশকাত হা/২০৪।*
১২. *আবু মাহমুদ, গণপরিষদ ও সংসদে বঙ্গবন্ধু (ঢাকা : ন্যাশনাল পাবলিকেশন্স, ২০১৫), পৃঃ ২৩০।*
১৩. *বাংলাদেশের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৮৪-৮৬, গৃহীত : ইসলামে ভূমি ব্যবস্থাপনা, পৃঃ ৩৫৫-৫৬।*
১৪. *ইসলামে ভূমি ব্যবস্থাপনা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, পৃঃ ৩৬৩।*
১৫. *ঐ, পৃঃ ৩৬৪।*
১৬. *আবূদাঊদ হা/৪৯৪৪; তিরমিযী হা/১৯২৬; নাসাঈ হা/৪১৯৯; মিশকাত হা/৪৯৬৬, সনদ ছহীহ।*

Contents

যমীনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ (জীবিকা) সন্ধান কর' *(জুম'আ ৬২/১০)*।

প্রথম আয়াতে জানা যায়, আল্লাহ মানুষের বসবাসের জন্য যেমন ভূমির ব্যবস্থা করেছেন, তেমনি তাতে তার জীবন ধারণের সব উপকরণ তৈরী করে রেখেছেন।

দ্বিতীয় আয়াতে জীবিকা অনুসন্ধানের জন্য ভূমির উপর চলাচল ও চেষ্টা করতে বলা হয়েছে।

তৃতীয় আয়াতে মুসলমানদেরকে হালাল উপার্জন এবং ভূমি থেকে উৎপাদিত ফসলের হক আদায় করতে বলা হয়েছে।

চতুর্থ আয়াতে ইবাদতের পর বসে না থেকে রূযী সংগ্রহের জন্য পথে-প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়তে বলা হয়েছে। আল-কুরআনে ভূমির ব্যবহার সংক্রান্ত এমন অনেক আয়াত রয়েছে।

ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি :

আল-কুরআনে ভূমি ও অন্যান্য অস্থাবর জিনিসের উপর ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত। ব্যক্তি উত্তরাধিকার, ক্রয়, দান, অছিয়ত (উইল), গনীমত, ভাড়া, শুফ'আ (Preemtion) ইত্যাদি আইনের মাধ্যমে মালিকানা লাভ করতে পারে। উত্তরাধিকার সূত্রে কারা কার সম্পত্তির কতটুকু মালিক হবে তা আল-কুরআনের সূরা নিসায় সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে। ব্যক্তিগত ভূমির মালিক ভূমির ব্যাপারে যথেষ্ট স্বাধীন। আল্লাহ বলেন, وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلاَ تُسْرِفُوْا 'তোমরা খাও, পান কর, কিন্তু অপচয় করো না' *(আ'রাফ ৭/৩১)*। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, অন্যের ক্ষতিও করবে না'।[১৭] সুতরাং জমির অপচয় ও অন্যের ক্ষতি না করে নিজের জমি চাষাবাদ, বনায়ন, পুকুর খনন, দোকান-পাট, বাড়ি-ঘর, শিল্প কারখানা নির্মাণ, ইজারা বা ভাড়া প্রদান, দান, হেবা, ওয়াকফ, অছিয়ত ইত্যাদি যে কোন কিছু করতে পারে। ইচ্ছা করলে মালিক নিজে চাষ করতে পারে। শ্রমিক-মজুরকে মজুরির বিনিময়ে চাষের কাজে নিয়োজিত করতে পারে, বর্গাচাষ করতে দিতে পারে, লিজ বা বার্ষিক চুক্তিতে ভাড়া দিতে পারে এবং কোন বিনিময় ছাড়াই কাউকে ভোগ করতে দিতে পারে। মৃত্যুর পর তার সম্পদে উত্তরাধিকার আইন বলবৎ হবে।[১৮]

মুসলিম কৃষকের এ ধরনের আবাদী জমিতে সেচ ছাড়া উৎপাদিত ফসলে ওশর বা $^{১}/_{১০}$ ভাগ এবং সেচ প্রয়োগে উৎপাদিত ফসলে নিছফে ওশর বা $^{১}/_{২০}$ ভাগ ফসল নিয়ম মাফিক যাকাতের খাতে ব্যয় করতে হবে। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমি যদি কোন অমুসলিমের হয়, তবে ইসলামী আইন মুতাবেক উৎপাদিত ফসলের একটি নির্ধারিত অংশ সে সরকারকে প্রদান করবে। অথবা সরকার জমির উপর খারাজ হিসাবে টাকার একটি অঙ্ক ধার্য করবে। ওমর (রাঃ) ইরাক, সিরিয়া ও মিসরের জমিতে উভয় প্রকার খারাজই ধার্য করেছিলেন। খারাজ নির্ধারণের ক্ষেত্রে উভয়পক্ষ যেন ক্ষতি ও যুলুমের শিকার না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

ব্যক্তি মালিকানায় লাভের আরেক প্রকার জমি আছে যাকে আরবীতে 'মাওয়াত' বলে। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, যেসব জমি অনাবাদী- পানির অভাবে, পানিতে ডুবে থাকা কিংবা অন্য কোন কারণে চাষযোগ্য না হওয়ায় তা এমনিতে পড়েছিল, সেসব জমিকে মাওয়াত বা অনাবাদী জমি বলে। এমন জমি যে ব্যক্তিই প্রথমে আবাদ যোগ্য করে তুলবে সেই তার মালিক হবে। চর, দ্বীপ ইত্যাকার জমি এদেশে 'মাওয়াত' শ্রেণীভুক্ত হ'তে পারে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ 'যে ব্যক্তি অনাবাদী ভূমি আবাদ করবে সেই ঐ জমির মালিক হবে'।[১৯] অবশ্য অনাবাদী মাওয়াত ভূমির প্রকৃত মালিক রাষ্ট্র। তাই কেউ তা আবাদ করলেই সাথে সাথে মালিক হবে না, বরং তাকে সরকারের নিকট হ'তে লিখিতভাবে বরাদ্দ নিতে হবে। ইমাম আবু ইউসুফ এ সম্পর্কে বলেন,

وللإمام أن يقطع كل موات وكل ما كان ليس لأحد فيه ملك وكل بالذي يرى أنه خير للمسلمين وأعم نفعًا–

'অর্থাৎ অনাবাদী, মালিকানাহীন এবং চাষ করা হয় না এমন সকল জমি জনগণের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া রাষ্ট্রপ্রধানের কর্তব্য। এখানে তাকে দু'টি নীতি মানতে হবে। এক- এই বণ্টন দ্বারা মুসলিম জনগণের কল্যাণ হ'তে হবে। দুই- রাষ্ট্র ও সর্বসাধারণের সার্বিক উপকার নিশ্চিত করতে হবে। মাওয়াত ভূমিতেও পূর্বের ন্যায় ওশর ও খারাজ ধার্য হবে।

সরকারী ভূমি :

সরকারের রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে জমি-জায়গা থাকতে পারে, থাকা আবশ্যকও। সরকারী অফিসাদির স্থান, চারণভূমি, সড়ক, রেলপথ, পানিপথ, সেনানিবাস, পার্ক, খেলার স্থান, পুকুর, খাল, বিল, বাজার ইত্যাদির জন্য সরকারের জমির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। একটি রাষ্ট্র গড়ে ওঠার সময়ই তার চৌহদ্দিতে অবস্থিত সমুদ্র, নদ-নদী, হাওড়-বাঁওড়, বিল, হ্রদ, পাহাড়-পর্বত, বন-বনানী, নদীতে জেগে ওঠা নতুন চর, নতুন দ্বীপ ও মরুভূমি রাষ্ট্রের মালিকানাধীন জমিতে পরিণত হয়। কোন ব্যক্তি এগুলোর মালিক থাকে না। অনুরূপভাবে যুদ্ধের মাধ্যমে গড়ে ওঠা দেশে বিজিত শক্তি দেশ ছেড়ে চলে গেলে তাদের রেখে যাওয়া ভূসম্পত্তি, কলকারখানা, বাড়ি-ঘর, দোকান-পাট ইত্যাদিও রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত হয়। এছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনার স্বার্থে সরকার জনগণের কাছ থেকে উচিত মূল্যে জমি কিনে রাষ্ট্রীয় কাজে তা ব্যবহার করতে পারে। প্রত্যেক রাষ্ট্র তা করেও থাকে।

সরকারের হাতে চাষযোগ্য যেসব জমি থাকে তা চাষের কাজে প্রকৃত কৃষকদের মাঝে বন্দোবস্ত দিবে। এক্ষেত্রে ভূমিহীন ও

১৭. *ইবনু মাজাহ হা/২৩৪০-৪১; ছহীহাহ হা/২৫০; ইরওয়া হা/৮৯৬, সনদ ছহীহ।*

১৮. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৯৭৪; ইসলামের অর্থনীতি, পৃঃ ১৪৯-১৫৯।*

১৯. *আবুদাউদ হা/৩০৭৩-৭৪; ছহীহুল জামে' হা/৫৯৭৫-৭৬, সনদ ছহীহ।*

Contents

স্বল্প ভূমিওয়ালা কৃষক অগ্রাধিকার পাবে। কেননা তাদের অভাব বেশী। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَىَّ وَعَلَىَّ 'যে ব্যক্তি সম্পদ রেখে মারা যাবে তা তার উত্তরাধিকারীরা পাবে। আর যে ঋণের বোঝা কিংবা অসহায় পরিবার রেখে যাবে, তার দায়িত্বভার আমার উপর'।[২০]

নবী করীম (ছাঃ) বনু কায়নুক্বা, বনু নাযির, বনু কুরায়যা থেকে গনীমত, খুমুস ও ফাই হিসাবে যে সম্পত্তি পেয়েছিলেন, তা মদীনার মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করে দিয়েছিলেন। খায়বারের সম্পত্তিকে তিনি তথাকার ইহুদী চাষীদের মাঝে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেকের বিনিময়ে চাষ করতে দেন।[২১] আবুবকর (রাঃ)-এর আমলে ভূমি ব্যবস্থাপনার একই ধারা বজায় ছিল।

পরবর্তীকালে ওমর (রাঃ)-এর সময়ে তৎকালীন পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের এক বিরাট এলাকা ইসলামী খেলাফতের অধীনে আসে। মিসর থেকে গোটা ইরান পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে ইসলামের প্রসার ঘটে। তিনি ভূমি ব্যবস্থাপনায় বেশ কিছু পরিবর্তন আনেন। তিনি জমিদারী বা সামন্ত প্রথা উচ্ছেদ করেন। মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ বিশাল ভূ-সম্পত্তির মালিক হবে এবং গরীব শ্রেণী তাদের অধীনে ভূমিদাস হয়ে থাকবে এটা ছিল রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যে প্রচলিত। তিনি প্রকৃত চাষীদের হাতে জমির মালিকানা ছেড়ে দেন। তারা জমি চাষ করবে এবং জমির ফসল থেকে অথবা প্রচলিত মুদ্রায় খারাজ বা ভূমিকর আদায় করবে।

এই নিয়ম ওমর (রাঃ) প্রবর্তন করেন। তিনি মুসলিম সৈনিকদের মধ্যে সকল জমি এজন্য বণ্টন করেননি যে, তারাও এক একজন জমিদার বনে যাবে এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য কোন জমি অবশিষ্ট থাকবে না। আর ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসন পরিচালনা, জনকল্যাণে অর্থ ব্যয় এবং দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সেনাবাহিনীর ব্যয় নির্বাহ সম্ভব হবে না।[২২]

আরেক প্রকার ভূমি আছে যার প্রত্যক্ষ মালিক রাষ্ট্র নয়। কিন্তু তত্ত্বাবধান সূত্রে সে পরোক্ষ মালিক। এসব জমি সাধারণ বা সমষ্টির কল্যাণে দানকৃত জমি। যেমন ওয়াকফ, মসজিদ, মাদরাসা, গোরস্থান, ঈদগাহ, ধর্মীয় এসব প্রতিষ্ঠানের নামে দানকৃত জমি ইত্যাদি। অমুসলিমদের উপাসনালয় ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে দানকৃত ভূমিও এই শ্রেণীভুক্ত। এসব ভূমি থেকে সরকার নিয়মমাফিক ওশর ও খারাজ আদায়ের পর দানের উদ্দেশ্য মাফিক বাকি অর্থ ব্যয় হচ্ছে কি-না তা তত্ত্বাবধান করবে।

২০. *মুসলিম হা/৮৬৭; আবুদাউদ হা/২৯৫৪; ইবনু মাজাহ হা/৪৫; মিশকাত হা/৩০৪১।*
২১. *বুখারী হা/২৩৩৮, মুসলিম হা/১৫৫১, মিশকাত হা/৪০৫৪।*
২২. *আল-ইসলাম, ৩/৬০ পৃঃ; ইসলামের অর্থনীতি, পৃঃ ১৪৭-৪৮।*

রাষ্ট্র উল্লিখিত কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি কিংবা দানকৃত সম্পত্তি অন্য কাউকে প্রদান করার এখতিয়ার রাখে না। এমন কিছু করলে তা যুলুম ও অবৈধ দখল বলে গণ্য হবে।[২৩]

চাষাবাদযোগ্য জমি ব্যক্তিগত হ'লে তা চাষ করতে হাদীছে বারবার বলা হয়েছে। যেমন ছহীহ মুসলিমে বলা হয়েছে, ازْرَعُوْهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا 'জমি হয় তোমরা নিজেরা চাষ কর, নয় অন্যকে চাষ করতে দাও'।[২৪]

আর সরকারী ভূমিও যাতে সর্বতোভাবে চাষের আওতায় আসে সেজন্য রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট বিভাগকে বিশেষভাবে তৎপর থাকতে হবে। এক্ষেত্রে খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর একটি ফরমান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর গভর্ণরদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তোমাদের দখলে যেসব সরকারী জমি রয়েছে তা অর্ধেক ফসলের বিনিময়ে ভাগ (বর্গা) চাষের নিয়ম অনুযায়ী জনগণকে চাষাবাদ করতে দাও। এতে যদি চাষাবাদ না হয়, তাহ'লে এক-তৃতীয়াংশের বিনিময়ে (তিন ভাগের এক ভাগ সরকার পাবে এবং দু'ভাগ পাবে চাষী) তা চাষাবাদ করতে দাও। আর এ শর্তেও যদি কেউ জমি চাষ করতে রাযী না হয়, তাহ'লে দশ ভাগের এক ভাগ ফসল পাওয়ার বিনিময়ে চাষাবাদ করতে দাও। এতেও যদি জমি চাষ না হয়, তাহ'লে কোন বিনিময় না নিয়ে এমনিই চাষ করতে দাও। এভাবেও কেউ চাষ করতে না চাইলে তা চাষাবাদের ব্যবস্থা করো এবং কোন জমিই অব্যবহৃত অবস্থায় পতিত থাকতে দেবে না।[২৫]

ইসলাম পূর্ব ভূমি ব্যবস্থাপনা ও বর্তমান ভূমি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে ইসলামী ভূমি ব্যবস্থাপনার কিছু পার্থক্য :

ইসলাম পূর্ব যুগে পারস্য, রোম ও অন্যান্য সাম্রাজ্যের ভূমি থেকে রাজস্ব সংগ্রহকালে কৃষকদের অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখা হ'ত না। বরং ধার্যকৃত কর তাকে দিতেই হ'ত। বর্তমান ভূমি ব্যবস্থাতেও একই অবস্থা বিরাজমান। ইসলামে ভূমি রাজস্ব আদায়ে কৃষকদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। ফসল কম হ'লে রাজস্ব কমিয়ে দেওয়া এমনকি প্রয়োজনে মাফ করে দেওয়াও বিধেয়।

পূর্বে জমিদারি প্রথা ছিল, বর্তমানেও অনেক দেশে এ প্রথা আছে। তাছাড়া অনেক দেশে ধর্মীয় উত্তরাধিকার সূত্রে মাতা-পিতার জ্যেষ্ঠ সন্তান উত্তরাধিকারী হয়, যেমন খ্রিস্টান ধর্মে। আবার মেয়েরা উত্তরাধিকারী হয় না, যেমন হিন্দু ধর্মের মেয়েরা। আবার কোথাও পরিবারের কেবল ছোট মেয়ে উত্তরাধিকারী হয়, যেমন বাংলাদেশের গারো সমাজে রয়েছে। এতে কেবল মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে জমি কেন্দ্রীভূত হয় এবং বেশীর ভাগ মানুষ ভূমি থেকে বঞ্চিত হয়। আবার

২৩. *ইসলামের অর্থনীতি, পৃঃ ১৬১, মাওয়ারদী, আল-আহকামুস সুলতানিয়াহ, পৃঃ ১৬৮।*
২৪. *বুখারী হা/২৩৩৯; মুসলিম হা/১৫৪৮।*
২৫. *ইসলামে ভূমি ব্যবস্থাপনা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, পৃঃ ৫২; ইসলামের অর্থনীতি, পৃঃ ১৬৩; আবু ওবায়েদ, কিতাবুল আমওয়াল, পৃঃ ৫০৩।*

Contents

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে রাষ্ট্রই সব জমির মালিক হওয়ায় কোন ব্যক্তির ভূমি মালিকানা থাকে না। ফলে তারা ইচ্ছামত মৌলিক অধিকার পূরণ করতে পারে না। কিন্তু ইসলামে ভূমির উপর জমিদারি প্রথা স্বীকার করা হয়নি এবং উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ, ছোট-বড় সবার জন্য ভূমিতে অধিকার থাকায় কেউ ভূমির সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয় না। কেউ ভূমিহীন হ'লে মাওয়াত কিংবা সরকারী সম্পত্তি থেকে তার ভূমি লাভের সুযোগ আছে।

প্রাচীন ও আধুনিক কোন ব্যবস্থাতেই জমি থেকে প্রাপ্ত কর ভাতা আকারে দেশের জনগণের মধ্যে বণ্টনের লক্ষ্যে রাষ্ট্রগুলো গ্রহণ করে না। কিন্তু ইসলামী সরকারের ভূমি রাজস্ব ও অন্যান্য খাতের সংগৃহীত অর্থ বায়তুল মালে জমা হওয়ার পর মুসলিম-অমুসলিম, নারী-পুরুষ, দুধের শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নির্বিশেষে সকলের জন্যই ভাতার ব্যবস্থা করার কথা রয়েছে।[২৬]

খ্রিস্টান ঐতিহাসিক জুরজী যায়দান বলেছেন, গ্রীকদের ভাতা রেজিস্ট্রার শুধুমাত্র এথেন্স বা অন্যান্য কেন্দ্রীয় শহর পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু মুসলমানরা একে এতই ব্যাপক করে যে, প্রত্যেক শহর এবং প্রত্যেক স্তরের লোকই এ থেকে উপকৃত হ'ত।[২৭]

ইসলামে কর নির্ধারণে কৃষকের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে।[২৮] কৃষকদের চাষাবাদে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বিনাসূদে ঋণদানের কথাও ইসলামে স্বীকৃত। ফকীহগণ বলেছেন, أَنَّ صَاحِبَ الْأَرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ إِذَا عجز عن زِرَاعَةِ ارضه لفقره دفع إليه كفايته من بيت المال قرضا ليعمل ويستغل أرضه 'খারাজি ভূমির মালিক যদি দরিদ্রতার কারণে তার জমি চাষ করতে অক্ষম হয়, তাহ'লে প্রয়োজনমত তাকে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বিনা সূদে ঋণ দিবে। যেন সে জমি চাষ করতে ও ফসল ফলাতে সক্ষম হয়।[২৯] কিন্তু ধনতান্ত্রিক ও মিশ্র অর্থ ব্যবস্থায় দেশগুলোতে কৃষি ঋণের জন্য কৃষককে চক্রবৃদ্ধিহারে সূদ দিতে হয়।

দলীল, মিউটেশন বা জমাখারিজ, দাখিলা, পরচা :

দলীল : জমি বেচা-কেনার জন্য সাবরেজিস্ট্রি অফিসের মাধ্যমে সাবরেজিস্ট্রারের স্বাক্ষর ও সীলমোহর সহ ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে যে চুক্তিনামা সম্পাদিত হয় তাকে 'দলীল' বলে। আর সাবরেজিস্ট্রারের অফিস আইন মন্ত্রণালয়ভুক্ত।

মিউটেশন বা জমাখারিজ : যৌথ মালিকানাভুক্ত সম্পত্তির অংশীদারগণ কর্তৃক কিংবা ক্রেতা কর্তৃক বিক্রেতার স্থলে নিজের নাম জারী করে সরকারকে পৃথকভাবে খাজনা দেওয়ার যে ব্যবস্থা করা হয় তাই মিউটেশন, জমা খারিজ বা নামপত্তন নামে পরিচিত। জমি ক্রেতা সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কিংবা পৌর ভূমি অফিসে জমির দলীল দাখিল করার পর তাদের মাধ্যমে উপযেলা ভূমি অফিস থেকে মিউটেশন সম্পন্ন করতে পারেন। মিউটেশন বুনিয়াদে খাজনা দাখিল করা যায় বিধায় এটিও এক প্রকার পরচা। উল্লেখ্য, খাজনা আদায়কারী ভূমি অফিসগুলো যেলা প্রশাসনের অধীনে জন প্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন।

দাখিলা : জমির মালিক তার দখলি স্বত্ব বজায় রাখতে প্রতি বছর সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিসে খাজনা প্রদান করেন। এই খাজনার প্রাপ্তি স্বীকার পত্রই দাখিলা। দাখিলা হ'ল খাজনা আদায়ের রশিদ।

পরচা : পরচা হ'ল সেটেলমেন্ট কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত খতিয়ান। জমির মালিক, জমির পরিমাণ, খাজনা, মৌজা ইত্যাদি উল্লেখপূর্বক জমি জরিপ কর্তৃপক্ষ যে প্রমাণপত্র প্রদান করেন তাই পরচা। পরচা প্রদানকারী সেটেলমেন্ট কর্তৃপক্ষ ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীন।

জমির সাথে এই চারটি কাগজ জড়িয়ে আছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই কম-বেশী দুর্নীতি ও ঘুষের লেন-দেন ঘটে বলে এগুলোর পরিচয় ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নাম জানা থাকা ভাল।

ইসলামী বিধানেও জমি কেনা-বেচায় উল্লিখিত কাগজগুলোর আবশ্যকতা অস্বীকার করা যায় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীন 'মাওয়াত' বা অনাবাদি জমি কাউকে দিলে লিখিতভাবে দিয়েছেন বলে প্রমাণ আছে।[৩০]

আবার জমি জরিপ যেহেতু বিধেয় ও দরকারী, সেহেতু তার স্বপক্ষে পরচা থাকা খুবই যরূরী। এতে যে খাজনার উল্লেখ থাকবে তা দাখিল করার প্রমাণপত্র থাকলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তা অস্বীকার করতে পারবে না। এজন্যই দাখিলা আবশ্যক।

উল্লিখিত প্রতিটি ক্ষেত্রে কিন্তু সরকার নির্ধারিত ফিস ধার্য করা আছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সেই ফিস প্রদান করে প্রয়োজনীয় সেবা পাওয়ার কথা। অথচ বাস্তবে তা সব সময় হয় না। এটা নেই, সেটা নেই; এটা দরকার-ওটা দরকার। এখানে সমস্যা ওখানে সমস্যা, আজ না কাল, হাতে অনেক কাজ, সময় হবে না ইত্যাদি নানা অজুহাত তুলে গ্রাহকদের হয়রানী করানোর একটা রেওয়াজ যেন আমাদের বিধিলিপি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘুষ না দিলে ফাইল নড়ে না। তাই ঘাটে ঘাটে ঘুষের বিনিময়ে ভুক্তভোগীদের কাজ আদায় করতে হয়। এহেন দুর্নীতি ইসলামে যেমন হারাম ও নিষিদ্ধ, প্রচলিত সরকার ব্যবস্থাতেও নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয় অপরাধ।

আমাদের দেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় দেখা যায়, দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত লোকগুলোর অধিকাংশই মুসলিম। এরা অনেকে ছালাত আদায় করে, ছিয়াম পালন করে ও ধর্মীয় অন্যান্য বিধান পালন করে। দুর্নীতির অর্থ দান করে, সমাজ সেবার কাজেও লাগায়। অনেকে হজ্জও করে। আর মনে

---

২৬. *বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন : ড. মুহাম্মাদ ইউসুফুদ্দীন, ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ (ঢাকা : ইফাবা, ২য় সংস্করণ মে ২০০৩), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৪-৮২।*

২৭. *ঐ, ২/৮০ পৃঃ।*

২৮. *দ্রঃ ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ, পৃঃ ২০৬-২০৭।*

২৯. *শামী ৩/৩৬৪ পৃঃ; ইসলামের অর্থনীতি, পৃঃ ২৪৬।*

৩০. *আল-ইসলাম, ৩/১২ পৃঃ।*

করে এভাবে সব পাপ মুছে যাবে। কিন্তু তা হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ جَمَعَ مَالاً حَرَاماً ثم تَصَدَّقَ بِهِ، لَمْ يَكُنْ لَه فِيهِ أجْرٌ، وَكَانَ إِصْرُهُ عَلَيْهِ ‘যে ব্যক্তি অবৈধভাবে সম্পদ সঞ্চয় করে, এরপর তা দান করে, সে ঐ দানের জন্য কোন ছওয়াব পাবে না এবং তার পাপ তাকেই ভোগ করতে হবে’।[৩১]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চাচাত ভাই বিশিষ্ট ছাহাবী আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)-কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয় যে, ঐ ব্যক্তি একটি প্রশাসনিক দায়িত্বে ছিল। তখন সে যুলুম করে ও অবৈধভাবে ধন-সম্পদ উপার্জন করে। পরে সে তওবা করে এবং সেই সম্পদ দিয়ে হজ্জ করে, দান করে এবং জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করে। তখন ইবনু আব্বাস (রাঃ) বললেন, হারাম বা পাপ কখনো পাপ মোচন করে না; বরং হালাল অর্থ থেকে ব্যয় করলে পাপ মোচন হয়।[৩২]

সুতরাং মানুষকে হয়রানি করে, তাদের অর্থ আত্মসাৎ করে পরবর্তীকালে সাধু সাজার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। বরং কর্মজীবনের প্রথম দিন থেকে অবৈধ পথ পরিহার করে কেবলই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের নিয়তে কাজ করতে হবে। চাই তা জমি জরিপ হোক কিংবা দলীল রেজিস্ট্রি হোক কিংবা মিউটেশন হোক বা দাখিলা কাটা হোক অথবা অন্য কাজ হোক।

ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এক্ষেত্রে অধীনস্তদের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখবে। তারা নিজেরা ঘুষ-দুর্নীতি করবে না, অন্যদেরও করতে দিবে না। তারা যদি নিজেরা এর সঙ্গে জড়িত থাকে এবং অধীনস্তদেরও বাধ্য করে তাহ'লে দুনিয়া অশান্তির আগার হবে। আর আখিরাতে এমন কর্তৃপক্ষ আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহিতার হাত থেকে রক্ষা পাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَسْتَرْعِي اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَبْدًا رَعِيَّةً قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ، إِلاَّ سَأَلَهُ اللهُ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَقَامَ فِيهِمْ أَمْرَ اللهِ أَمْ أَضَاعَهُ، حَتَّى يَسْأَلَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ خَاصَّةً– ‘আল্লাহ তা‘আলা তার কোন বান্দাকে কোন জাতির শাসক বানালে চাই তাদের সংখ্যা কম হোক কিংবা বেশী হোক ক্বিয়ামতের দিন তিনি তাকে তাদের সম্পর্কে একথা জিজ্ঞেস করবেন যে, সেকি তাদের মাঝে আল্লাহ্র বিধান চালু করেছিল, নাকি তা বরবাদ করে দিয়েছিল। এমনি করে তিনি শেষ পর্যন্ত তাকে বিশেষভাবে তার বাড়ীর লোকদের মাঝে আল্লাহ্র বিধান চালু করা না করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন’।[৩৩]

এ হাদীছ প্রত্যেক অফিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সুতরাং তৃণমূল পর্যায়ের অফিসার থেকে দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ের অফিসারকেও সেদিন জবাবদিহি করতে হবে। কাজেই এ জটিল পরিস্থিতি থেকে বাঁচতে এবং নিজেদের দেশকে সুশৃঙ্খল, নিরাপদ ও অধিকারপূর্ণ করতে ছোট-বড় সকলেই সকলকে সহযোগিতা করতে হবে। এখানে সেখানে দু'একজন বিচ্ছিন্নভাবে সৎ জীবন যাপন করায় সমাজ-রাষ্ট্রের তেমন কোন কল্যাণ হবে না।

অতএব আসুন! দেশ ও জাতির কল্যাণে দুর্নীতি পরিহার এবং সুনীতির অনুশীলন করি। অন্যকে দুর্নীতি পরিহার করতে বাধ্য করি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন!

---

৩১. *ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/৩৩৬৭, ৮/১১ পৃঃ; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৮৮০; সনদ হাসান।*
৩২. *খুৎবাতুল ইসলাম, পৃঃ ১৯৫; ইবনু রজব, জামিউল উলূম, পৃঃ ১২৭।*
৩৩. *আহমাদ হা/৪৬৩৭; ছহীহুল জামে‘ হা/১৭৭৪; ছহীহাহ হা/১৬৩৬।*

Contents

আমানত

*মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান**

মানবিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, হক ও বাতিল বুঝার দ্বীনী জ্ঞান যদি কোন সমাজের মানুষের মধ্যে না থাকে, তাহ'লে সেটাকে সভ্য সমাজ বলা যায় না। তখন সেটা হয় আর এক মানব নেকড়ের চারণভূমি। নেকড়ের কাছে যেমন অন্যসব প্রাণীর নিরাপত্তা আশা করা যায় না। তেমনি ঐ সমাজেও দ্বীনদার মানুষ নিরাপদ নয়। কেননা নেকড়ে সুযোগ পেলেই অন্যদের অধিকার ও অস্তিত্ব বিলীন করে দেয়। কারণ তার মাঝে হক-বাতিল, ন্যায়-অন্যায় বুঝার জ্ঞান নেই। আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) যখন দুনিয়ায় আগমন করেন, তখন তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা ছিল সে রকমই পশু প্রকৃতির, যেখানে ন্যায়-নীতি, মানবতা এবং আমানতদারিতা বিলুপ্ত হয়েছিল। মহান আল্লাহ সেই অধিপতিত আরব জাতিসহ গোটা বিশ্বের সমাজ ব্যবস্থাকে পতন দশা থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে শেষ নবী হিসাবে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে বিশ্ববাসীর নিকটে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ 'তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক কর' *(শু'আরা ২৬/২১৪)*।

এ নির্দেশ প্রাপ্তির পর তিনি একদিন ছাফা পাহাড়ে আরোহণ করে 'ইয়া ছাবাহাহ' (يَا صَبَاحَاهْ) 'হায় সকাল' বলে ডাক দিলেন! অতঃপর কুরাইশগণ তাঁর কাছে একত্রিত হ'লে তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, আমি যদি বলি শত্রুবাহিনী সকাল বা সন্ধ্যায় তোমাদের উপর আক্রমণ করতে প্রস্তুত, তবে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে? তখন তারা সবাই বলেছিল, নিশ্চয়ই! কিন্তু যখন তিনি আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করলেন, তখন আবু লাহাব বলে উঠল, تَبًّا لَكَ أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا 'তুমি ধ্বংস হও! এজন্যই কি তুমি আমাদেরকে একত্রিত করেছ'? এমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে আল্লাহ তা'আলা আবু লাহাবের জন্য বিনাশবাণী নাযিল করে বললেন, تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ 'আবু লাহাবের দু'হাত ধ্বংস হোক'।[১]

আল্লাহ তা'আলা সফলতার মাধ্যম 'আমানত' বিস্তীর্ণ আকাশ, পৃথিবী ও পাহাড়কে গ্রহণ করার জন্য বললে তারা সবাই অপারগতা প্রকাশ করে। ফলে দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতার কথা ভেবে আদম (আঃ) তা কাঁধে তুলে নেন।[২] মূলতঃ আদম (আঃ) থেকে শেষ নবী পর্যন্ত সকলেই ছিলেন এ আমানতের প্রচারক, সমাজ সংস্কারক ও অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) দাওয়াতের মাধ্যমে এমন বিপ্লব সৃষ্টি করেছিলেন যার ফলে আরবের মরুচারী বর্বর, চির দাঙ্গা-হাঙ্গামায় অভ্যস্ত মানুষগুলির নাঙ্গা তরবারি কোষবদ্ধ হয়ে যায়। সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতির সেতুবন্ধন তৈরী হয়। ইসলামী শাসন ব্যবস্থার পরিধি ও আমানতদারী ব্যাপকতা লাভ করে। কিন্তু পরবর্তীতে ধীরে ধীরে কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণে শিথিলতার ফলে জাহেলিয়াতের সেই ফেলে আসা ত্রাস ও খুনরাঙ্গা সমাজ ব্যবস্থা পুনরায় ফিরে এসেছে। এখন অবস্থা এমন যে, একটি পশু নিজেকে নিরাপদ মনে করলেও সামাজিক জীব মানুষ আজ নিজের নিরাপত্তা নিয়ে সর্বদা তটস্থ-শঙ্কিত।

রাসূল (ছাঃ)-এর তাওহীদের দাওয়াতকে সেদিন আবু লাহাব প্রত্যাখ্যান করে তার দুনিয়া ও আখেরাত ধ্বংস করেছিল। পক্ষান্তরে সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দাওয়াত কবুল করে নিরাপদ সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মূলতঃ যুগে যুগে আবু লাহাব ও তার দোসররা ইতিহাসে ঘৃণিত ও অপমানিত ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে এবং থাকবে।

এক্ষণে বাঁচার পথ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত আমানতকে গ্রহণ করে দুনিয়া ও আখেরাতকে নিরাপদ করা। সম্প্রতি দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, আইন-শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তার মারাত্মক অবনতি স্থায়ী রূপ নিচ্ছে। এতে সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে যেতে বাধ্য। দেশ ও জাতির পতনদশা থেকে বাঁচতে হ'লে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতি আমাদের আহ্বান! আমানতকে সর্বত্র সর্বতোভাবে কায়েম করুন। তাহ'লে বিশ্ববাসী সুখে-শান্তিতে ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করতে পারবে। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা আমানতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

আমানতের সংজ্ঞা :

'আমানত' (الأمانة) আরবী শব্দ, যার অর্থ বিশ্বস্ততা, আস্থা, নিরাপত্তা ইত্যাদি। প্রখ্যাত অভিধানবেত্তা ইবনু মানযূর বলেন, الأمانة : ضد الخيانة অর্থাৎ আমানত শব্দটি الخيانة (খেয়ানত) বা বিশ্বাসঘাতকতার বিপরীত। أمانة -এর বহুবচন أمانات যার অর্থ হ'ল, বিশ্বস্ততা, আস্থা, নিরাপত্তা, তত্ত্বাবধান, রক্ষা, হেফাযত ইত্যাদি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا 'যখন আমরা কা'বা গৃহকে মানব জাতির জন্য সুরক্ষিত স্থান ও মানুষের জন্য মিলনস্থল করলাম' *(বাক্বারাহ ২/১২৫)*।

যদি বলা হয়ে থাকে লোকটি আমানতদার ও বিশ্বস্ত, তাহ'লে তার থেকে কেউ জান ও মালের নিরাপত্তাহীনতা বোধ করে না।

* *শিক্ষক, নারায়ণপুর মিছবাহুল উলূম কওমী ও হাফেযী মাদরাসা, হাটশ্যামগঞ্জ, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।*

১. *বুখারী হা/৪৮০১; মুসলিম হা/২০৮; আহমাদ হা/২৮০২; তাফসীর ইবনে কাছীর (কুয়েত : এহয়াউত তুরাছ আল-ইসলামী), সূরা শু'আরা ২১৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।*

২. *তাফসীর ইবনে কাছীর, সূরা আহযাব ৭২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।*

Contents

পরিভাষিক অর্থে আমানত :

আবুল বাকা আইয়ূব বিন মূসা আল-কাফাবী (মৃঃ ১০৯৪ খ্রিঃ) বলেন, الأمانة : كل ما افترض على العباد فهو أمانة كالصلاة والزكاة والصيام وأداء الدين– 'আমানত হ'ল প্রত্যেক ঐ জিনিস যা বান্দার উপর ফরয করা হয়েছে। যেমন- ছালাত, ছিয়াম, যাকাত ও ঋণ পরিশোধ করা'। অন্যত্র তিনি বলেন, كل ما يؤتمن عليه من أموال وحرم وأسرار فهو أمانة– 'আমানত হ'ল এমন সম্পদ, নিষিদ্ধ বিষয়াবলী ও গোপন কথা, যা কারো রক্ষিত থাকে'।[৩]

আমানত আরশে আযীম হ'তে বান্দার প্রতি আরোপিত দায়িত্ব :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا– 'আমরা তো আসমান, যমীন ও পর্বতমালার প্রতি এই আমানত অর্পণ করেছিলাম, তারা এটা বহন করতে অস্বীকার করল এবং তাতে শংকিত হ'ল। কিন্তু মানুষ ওটা বহন করল। সে তো অতিশয় যালিম, অতিশয় অজ্ঞ' *(আহযাব ৩৩/৭২)*।

আমানত দ্বারা উদ্দেশ্য :

ইবনু কাছীর (৭০১-৭৭৪ হিঃ) তাঁর জগদ্বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থে আমানতের ব্যাখ্যায় বিদ্বানগণের কিছু বক্তব্য তুলে ধরেছেন। যেমন-

১. আতিয়্যাহ আওফী ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, আয়াতে উল্লিখিত 'আমানত' অর্থ طاعة বা আনুগত্য।

২. আলী ইবনু আবী ত্বালহা (রহঃ) ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, 'আমানত' দ্বারা الفرائض বা নির্ধারিত বিষয়াবলী বুঝানো হয়েছে।

৩. ইবনু জারীর (মৃঃ ৩১০ হিঃ) বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ, সাঈদ ইবনু যুবাইর, যাহহাক এবং হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, إن الأمانة هى الفرائض 'আমানত' হচ্ছে ফারায়েয বা (শরী'আত) নির্ধারিত বিষয়াবলী।

৪. ওবাই ইবনু কা'ব বলেন, من الأمانة أن المرأة أوتمنت على فرجها 'আমানত হ'ল, নারীদের সতীত্বকে তাদের নিকট আমানত হিসাবে রাখা হয়েছে'।

৫. ক্বাতাদাহ বলেন, الأمانة الدين والفرائض والحدود 'আমানত হ'ল দ্বীন, ফরয সমূহ এবং নির্ধারিত দণ্ড সমূহ'।

৬. মালেক (রহঃ) যায়েদ ইবনু আসলাম হ'তে বর্ণনা করেন, الأمانة ثلاثة : الصلاة والصوم والإغتسال من الجنابة– 'আমানত হ'ল তিনটি বিষয়। যথা- ছালাত, ছিয়াম ও শারীরিক অপবিত্রতা থেকে গোসল করা'।[৪]

৭. রবী' বিন আনাস বলেন, هي الأمانات فيما بينك وبين الناس 'সেটা হচ্ছে তোমার ও মানুষের মধ্যেকার বিশ্বস্ততা'।

৮. ইউসুফ বিন আব্দুল্লাহ বলেন, الخيانة (খিয়ানত)-এর বিপরীত শব্দ হ'ল الأمانة (আমানত)। যার বর্ণনা আল্লাহ তা'আলা কুরআনে উল্লেখ করে বলেন, إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ... *(আহযাব ৩৩/৭২)*। আয়াতটি উল্লেখ করার পর তিনি বলেন, وللعلماء عدة أقوال فى معناها وهى ترجع إلى قسمين 'আমানতের অর্থের ব্যাপারে বিদ্বানগণের কয়েকটি মতামত রয়েছে। আর তা দু'ভাগে বিভক্ত।

(১) তাওহীদ (التوحيد) : এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, فإنه أمانة عند العبد وخفى فى القلب 'আর তা (আল্লাহ্র একত্বের বিষয়টি) বান্দার নিকট আমানত এবং হৃদয়ে অন্তর্নিহিত বা লুক্কায়িত'।

(২) আমল (العمل) বা কর্ম : এ বিষয়ে ইউসুফ বিন আব্দুল্লাহ বলেন, ويدخل فى جميع أنواع الشريعة، وكلها أمانة عند العبد 'এতে শরী'আতের সমস্ত বিষয়াদি শামিল করে এবং তার সবগুলিই বান্দার নিকট আমানত'। এরপর তিনি বলেন, فالأمانة هى التكليف، وقبول الأوامر، واجتناب النواهى، 'অতঃপর আমানত হ'ল অর্পিত দায়িত্ব, নির্দেশ সমূহ মেনে নেয়া এবং নিষিদ্ধ বিষয়াবলী থেকে দূরে থাকা'।[৫]

ইবনু কাছীর (রহঃ) ইউসুফ বিন আব্দুল্লাহ্র মতামত ব্যতীত অন্য সকলের মতামত তুলে ধরার পর বলেন, আসলে উপরোক্ত মতামতের বিষয়ে কোন অসঙ্গতি নেই। সব মতামতে এটাই বুঝানো হয়েছে যে, আমানত হ'ল এমন একটি দায়িত্ব, যে ব্যক্তি তা পালন করবে তার জন্য আছে পুরস্কার; আর যে ব্যক্তি তা মানবে না তার জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। অতঃপর শারীরিকভাবে দুর্বল, অজ্ঞ ও ন্যায়পরায়ণ না হওয়া সত্ত্বেও মানুষ আল্লাহ্র কাছ থেকে আমানতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। কিন্তু আল্লাহ যাকে তাওফীক দেন তার জন্য এটা সহজ হয়ে যায়। আমরা আল্লাহ্র নিকট আমানতের হক পূর্ণাঙ্গরূপে পালন করার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করছি।[৬]

---

৩. কাফাবী, কিতাবুল কুল্লিয়াত, পৃঃ ১৭৬।

৪. তাফসীর ইবনে কাছীর, সূরা আহযাব ৭২-৭৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।

৫. ইউসুফ বিন আব্দুল্লাহ, আশরাতুস সা'আহ (সঊদী আরব : দারু ইবনুল জাওযী, ১৬তম সংস্করণ, মুহাররম ১৪২৩ হিঃ), পৃঃ ১২৮।

৬. তাফসীর ইবনে কাছীর, ৩/৬৮৯ পৃঃ সূরা আহযাব ৭২-৭৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।

Contents

আমানত রক্ষা করার ক্ষেত্রে মানুষের শ্রেণী বিভাগ :

আধুনিক সুফাসসির আব্দুর রহমান বিন নাছের আস-সা'দী (১৩০৭-৭৬ হিঃ) বলেন, আমানত রক্ষার ক্ষেত্রে মানুষ তিন প্রকার। যথা-

(১) منافقون বা মুনাফিকরা। এদের বৈশিষ্ট্য হ'ল, قاموا بها ظاهرا لا باطنا 'তারা বাহ্যিকভাবে আমানত সম্পাদন করে, আন্তরিকভাবে নয়'। অর্থাৎ ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, জিহাদ ইত্যাদি কর্মগুলি দুনিয়ার স্বার্থে করে থাকে, আখেরাতের স্বার্থে নয়।

(২) مشركون বা মুশরিকরা। তাদের অবস্থা হ'ল تركوها ظاهرا وباطنا 'তারা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে তা বর্জন করে'। অর্থাৎ আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নবুঅত লাভের পর তা প্রচার করতে গেলে মূলতঃ মুশরিকদের সাথে সর্বপ্রথম দ্বন্দ্ব ও সংঘাত লেগে যায়। তারা প্রকাশ্যভাবে ইসলামের বিরোধিতা করতে থাকে। ফলে তাদের সহজেই চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু মুনাফিকরা বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করলেও অন্তরে কপটতা পোষণ করে বলে তাদেরকে সহজে চেনা যায় না। বস্তুতঃ তাদের দ্বারাই দেশ, জাতি ও ধর্মের মারাত্মক ক্ষতি হয়।

(৩) مؤمنون বা মুমিনগণ। তাদের বৈশিষ্ট্য হ'ল, قائمون بها ظاهرا وباطنا 'তারা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে আমানত সম্পাদন করে থাকে'। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত তিন শ্রেণীর লোকদের আমলের প্রতিদান ও শাস্তি প্রদান প্রসঙ্গে বলেন, لِيُعَذِّبَ اللهُ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوْبَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَحِيْمًا- 'পরিণামে আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীকে শাস্তি দিবেন। আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(আহযাব ৩৩/৭৩)*।[৭]

রাসূলগণের উপর আরোপিত আমানতের হাল-চিত্র :

আল্লাহ তা'আলা পথভ্রষ্ট মানুষদেরকে দ্বীনের দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য নবী ও রাসূলগণকে প্রেরণ করেছিলেন। তাঁদের দাওয়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল মানুষের গোলামীর শিকল ছিন্ন করে এক আল্লাহ্র দাসত্বে ফিরিয়ে আনা। সমাজপতি ও কথিত ধর্ম নেতাদের বাধা-বিপত্তি, নির্যাতন ও অনেকের স্বদেশ থেকে বিতাড়ন, এমনকি বহুসংখ্যক নবীদের হত্যা সত্ত্বেও তাঁরা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব তথা দ্বীনের প্রচার-প্রসার থেকে বিন্দুমাত্র পিছপা হননি। তাঁদের সমাজ সংস্কারের কৌশল, ধৈর্য ও ত্যাগ ইতিহাসে জীবন্ত প্রেরণার উৎস হয়ে আছে। তাঁদের উপর আরোপিত দায়িত্ব যে তাঁরা সঠিকভাবে পালন করেছিলেন, তা আল্লাহ তা'আলা কুরআনের বিভিন্ন সূরায় বর্ণনা করেছেন। আমরা কেবল তাঁদের কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত ঘটনা এখানে পেশ করছি।

১. নূহ (আঃ) :

আল্লাহ তা'আলা নূহ (আঃ)-কে সাড়ে নয়শত বছরের দীর্ঘ জীবন দান করেছিলেন। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় স্বীয় কওমের নিকটে দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকেন। তিনি দ্বীন প্রচারের আমানতকে যথার্থভাবে পালন করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُوْنَ، إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِيْنٌ، فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيْعُوْنِ، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيْعُوْنِ-

'যখন তাদের ভ্রাতা (নূহ) তাদের বলল, তোমরা কি সাবধান হবে না? আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত (আমানতদার) রাসূল। অতএব আল্লাহকে ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর' *(শু'আরা ২৬/১০৬-১১০)*।

আল্লাহ তা'আলা নূহ (আঃ)-এর দাওয়াত প্রসঙ্গে আরো বলেন,

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ، قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيْرٌ مُبِيْنٌ، أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاتَّقُوْهُ وَأَطِيْعُوْنِ، يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ-

'আমরা নূহকে তার কওমের নিকটে প্রেরণ করলাম তাদের উপরে মর্মান্তিক আযাব নাযিল হওয়ার পূর্বেই সতর্ক করার জন্য। নূহ তাদেরকে বললেন, হে আমার জাতি! আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী। এ বিষয়ে যে তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর, তাঁকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। তাহ'লে আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্র নির্ধারিত সময় যখন এসে যাবে, তখন তা পিছানো হবে না। যদি তোমরা তা জানতে' *(নূহ ৭১/১-৪)*।

নূহ (আঃ) তাঁর কওমকে মূর্তিপূজার অসারতা ব্যাখ্যা করেন এবং বান্দার উপর আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য অনুগ্রহ ও অগণিত নে'মতরাজির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে দাওয়াত দিতে থাকেন। তিনি বলেন,

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، وَاللهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، وَاللهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، لِتَسْلُكُوْا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا-

---

৭. *আব্দুর রহমান বিন নাছের আস-সা'দী, তায়সীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরিল কালামিল মান্নান (বৈরূত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৬ হিঃ/১৯৯৬ খ্রিঃ), পৃঃ ৬২০।*

Contents

'তোমরা কি লক্ষ্য কর না, আল্লাহ কিভাবে সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। সেখানে তিনি চন্দ্রকে রেখেছেন আলো রূপে এবং সূর্যকে রেখেছেন প্রদীপ রূপে। আল্লাহ তোমাদেরকে মাটি থেকে উদগত করেছেন। অতঃপর তাতে ফিরিয়ে নিবেন এবং আবার পুনরুত্থিত করবেন। আল্লাহ তোমাদের জন্য যমীনকে করেছেন বিছানা সদৃশ। যাতে তোমরা চলাফেরা করতে পার প্রশস্ত রাস্তাসমূহে' *(নূহ ৭১/১৫-২০)*।

নূহ (আঃ) তাঁর জাতিকে শতাব্দীর পর শতাব্দী দাওয়াত দেওয়ার পরেও হাতেগণা কিছু লোক ব্যতীত গোটা জাতি তার দাওয়াত অস্বীকার করলে তিনি তাদের জন্য বদদো'আ করে বললেন, رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا، إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا- 'হে প্রভু! পৃথিবীতে একজন কাফের গৃহবাসীকেও তুমি ছেড়ে দিয়ো না। যদি তুমি ওদের রেহাই দাও, তাহ'লে ওরা তোমার বান্দাদের পথভ্রষ্ট করবে এবং ওরা পাপাচারী ও কাফের ব্যতীত কোন সন্তান জন্ম দিবে না' *(নূহ ৭১/২৬-২৭)*।

তাঁর জাতির পাপাচার এবং দাওয়াত কবুল না করার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে প্লাবনে ধ্বংস করেছিলেন। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوْا فَأُدْخِلُوْا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُمْ مِنْ دُوْنِ اللهِ أَنْصَارًا- 'তাদের গোনাহসমূহের কারণে তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছিল। অতঃপর তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হয়েছে। কিন্তু তারা নিজেদের জন্য আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সাহায্যকারী পায়নি' *(নূহ ৭১/২৫)*।

২. হূদ (আঃ) :

তাঁর দাওয়াত ও আমানতদারী প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوْدًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُوْنَ، قَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِيْ سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ، قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُوْلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِيْنٌ-

'আর আদ জাতির নিকট (পাঠানো হয়েছিল) তাদের ভাই হূদকে। সে বলল, হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর, আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর কোন মা'বূদ নেই। তোমরা কি (এখনো) সাবধান হবে না? তখন তার জাতির কাফের লোকদের নেতারা বলল, আমরা তোমাকে নির্বোধ দেখছি এবং আমরা তো তোমাকে নিশ্চিতরূপে মিথ্যাবাদী ধারণা করছি। সে (হূদ) বলল, হে আমার জাতি! আমি নির্বোধ নই; বরং আমি হ'লাম সারা জাহানের প্রতিপালকের মনোনীত রাসূল। আমি আমার প্রতিপালকের পয়গাম তোমাদের নিকট পৌঁছে দিচ্ছি। আর আমি তোমাদের একজন বিশ্বস্ত (আমানতদার) হিতাকাঙ্খী' *(আ'রাফ ৭/৬৫-৬৮)*।

হূদ (আঃ)-এর জাতির নেতাদের হঠকারিতা, বিলাসিতা ও তাদের নবীর দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করার ফলে তাদের উপর আল্লাহ্র গযব ও অভিশাপ নেমে আসে। ফলে আল্লাহ তা'আলা আদ জাতিকে ধ্বংস করে দেন' *(শু'আরা ২৮/১২৮-১৩৯)*।

এমনিভাবে ছালেহ, লূত ও শু'আয়েব (আঃ) প্রত্যেকে ছিলেন আমানতদার। আল্লাহ তা'আলা তাদের ভাষায় বলেন, إِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ أَمِيْنٌ 'আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল' *(শু'আরা ২৬/২৬, ১২৫, ১৪৩, ১৬১, ১৭৮; দুখান ৪৪/১৮)*।

৩. জিব্রাঈল (আঃ) :

জিব্রাঈল (আঃ) আল্লাহ্র অহী সঠিকভাবে রাসূলগণের নিকটে পৌঁছে দেয়ার ব্যাপারে ছিলেন আমানতদার। তিনি তাঁর দায়িত্ব যথার্থভাবে পালন করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সম্পর্কে বলেন, وَإِنَّهُ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْأَمِيْنُ، عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ 'নিশ্চয়ই ওটা (আল-কুরআন) জগৎসমূহের প্রতিপালক হ'তে অবতারিত। জিবরীল ওটা নিয়ে অবতরণ করে তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারী হ'তে পার' *(শু'আরা ২৬/১৯২-৯৪)*।

৪. মুহাম্মাদ (ছাঃ) :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর জাতির কাছে নবুঅত লাভের পূর্ব থেকেই বিশ্বস্ত ও আমানতদার হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। মানুষ তাঁর নিকট পার্থিব সম্পদ গচ্ছিত রাখত। অতঃপর যথাসময়ে তিনি প্রকৃত হকদারের নিকট তা বুঝিয়ে দিতেন। এসব ছিল নবুঅত প্রাপ্তির পূর্বের ঘটনা। অতঃপর তাঁর উপর অর্পিত আমানত তথা দ্বীনের প্রচার-প্রসার প্রসঙ্গে বিদায় হজ্জের সময় উপস্থিত ছাহাবীগণের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলাকে সাক্ষি রেখে বলেছিলেন, 'আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেক, আমার উপর অর্পিত আমানত আমি পৌঁছে দিয়েছি'।[৮]

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আবু সুফিয়ান (রাঃ) আমাকে খবর দিয়েছেন যে, হিরাক্লিয়াস তাকে বলেছিলেন, سَأَلْتُكَ مَاذَا يَأْمُرُكُمْ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ. قَالَ وَهَذِهِ صِفَةُ نَبِيٍّ 'তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি (নবী ছাঃ) তোমাদের কী কী আদেশ করেন? তুমি বললে যে, তিনি তোমাদেরকে ছালাতের, সত্যবাদিতার, পবিত্রতার, ওয়াদা পূরণের ও আমানত রক্ষার আদেশ দেন। হিরাক্লিয়াস বললেন, এটাই একজন নবীর বৈশিষ্ট্য'।[৯]

[চলবে]

---

৮. *আর-রাহীকুল মাখতূম (কুয়েত : ইহয়াউত তুরাছ আল-ইসলামী), পৃঃ ৪৬২।*
৯. *বুখারী হা/২৬৮১।*

অশ্লীলতার পরিণাম ঘাতক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব

*লিলবর আল-বারাদী**

বর্তমানে আমাদের দেশে অশ্লীলতার সয়লাব চলছে। ফলে নানা রকম মরণব্যাধি মহামারীর আকারে ধেয়ে আসছে। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার ফলে অশ্লীলতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। আর এ কারণে প্রতিনিয়ত ব্যভিচারের প্রসার ঘটছে এবং মানুষ জটিল সব রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। বিবাহ বহির্ভূত যৌনাচারের কারণে সিফিলিস, গনোরিয়া, ক্ল্যামাইডিয়া, মোনিলিয়াসিস, ট্রাইকোমোনিয়াসিস, ব্যাকটেরিয়াল ভেজাইনোসিস, জেনিটাল হার্পিস, জেনিটাল ওয়ার্টস প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। আর ঘাতক ব্যাধি এইডস ও এ্যাবোলা এখন অপ্রতিরোদ্ধ মরণ ব্যাধি। অথচ অশ্লীলতার নিকটবর্তী হ'তে কড়া নিষেধাজ্ঞা রয়েছে ইসলামে। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَـــنَ– 'তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা সমূহের নিকটবর্তী হয়ো না' *(আন'আম ৬/১৫১)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَـــبِيْلًا 'তোমরা ব্যভিচারের নিকটেও যেও না, কারণ এটি অশ্লীল ও মন্দ পথ' *(বনী ইসরাইল ১৭/৩২)*।

অশ্লীলতা বেড়ে গেলে মহামারীও বেড়ে যাবে। এমর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوْذُ بِاللهِ أَنْ تُدْرِكُوْهُنَّ لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِىْ قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوْا بِهَا إِلاَّ فَشَا فِيْهِمُ الطَّاعُوْنُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِى لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِىْ أَسْلاَفِهِمُ الَّذِيْنَ مَضَوْا. 'পাঁচটি জিনিস দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে। সেই জিনিসগুলোর সম্মুখীন হওয়া থেকে আমি আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যখন কোন জাতির মাঝে ব্যভিচার ও অশ্লীলতা প্রকাশ পায় এমনকি তা তারা ঘোষণা দিয়ে প্রকাশ্যে করতে থাকে, তখন তাদের মাঝে মহামারী, প্লেগ ও জনপদ বিধ্বংসী ব্যাধি দেখা দিবে, যা তাদের পূর্ব পুরুষদের মাঝে ছিল না'।[১] অন্যত্র তিনি বলেন, مَا ظَهَرَ فِى قَوْمٍ الرِّبَا وَالزِّنَا إِلاَّ أَحَلُّوْا بِأَنْفُسِهِمْ عِقَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ 'যখন কোন সম্প্রদায়ে বা কোন জনপদে সূদ ও ব্যভিচার বৃদ্ধি পাবে, তারা নিজেরা আল্লাহ্র শাস্তিকে অবধারিত করে নিবে'।[২]

যেনার সাথে আরও একটি জঘন্যতম ব্যভিচারের নাম সমমৈথুন ও সমকামিতা। সমমৈথুন সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে যখন পাঁচটি জিনিস আরম্ভ হবে, তখন তাদেরকে নানা প্রকার রোগ ব্যাধি ও আযাবের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেয়া হবে। তন্মধ্যে একটি হ'ল নর ও নারীর মধ্যে সমমৈথুন প্রচলিত হওয়া'।[৩] সমকামিতা একটি ঘৃণ্য অপরাধ এবং কবীরা গুনাহ। এই পাপের কারণেই বর্তমান পৃথিবী এইডসের মত মরণ ব্যাধিতে ভরে গেছে। এটা আল্লাহ্র গযব। এ অপরাধের কারণে বিগত যুগে আল্লাহ তা'আলা কওমে লূতকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন *(আ'রাফ ৭/৮০-৮৪; হিজর ১৫/৭২-৭৬)*। এর শাস্তি হ'ল সমকামীদের উভয়কে হত্যা করা। ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِـــهِ 'তোমরা যাকে লূৎ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের মত (পুরুষে পুরুষে) অপকর্ম করতে দেখবে, তাদের উভয়কে হত্যা করবে'।[৪] তিনি আরো বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা কওমে লূতের ন্যায় অপকর্মকারীদের প্রতি লা'নত করেছেন, তিনি এ কথাটি তিনবার বললেন'।[৫]

বর্তমানে পুরুষে পুরুষে, নারী-নারীতে ও নারী-পুরুষে সমকামিতায় লিপ্ত হচ্ছে। কুরুচিপূর্ণ পুরুষরা নারীদেরকে সমকামী হিসাবে পায়ু পথে গমন করছে। আর নারী-পুরুষ অবৈধ যৌন মিলনে সিফিলিস, প্রমেহ, গনোরিয়া, এমনকি এইডসের মত মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। যে সমস্ত বিবাহিতা নারীর দেহে অস্ত্রপচার করা হয়, তাদের শতকরা ৭৫ জনের মধ্যেই সিফিলিসের জীবাণু পাওয়া যায়।[৬] আর সিফিলিস রোগে আক্রান্ত রোগী সুচিকিৎসা গ্রহণ না করলে মারাত্মক সব রোগে আক্রান্ত হয়।

আজ একবিংশ শতাব্দীতে এসে দ্বীন ইসলামের নির্ভুল বিধানের মাঝে বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন সত্যের সন্ধান ও আশ্রয়। আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকাসহ অন্যান্য উন্নত দেশে মাত্র কয়েক বছর পূর্বে এমন রোগ দেখা দিয়েছে এবং অল্প সময়ে তা বিভিন্ন দেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে হাযার হাযার মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। এই ভয়ঙ্কর রোগটি Acquireid Immune Deficiency Syndrome (একোয়ার্ড ইমিউন ডেফিসিয়েন্সি সিন্ড্রম) নামে খ্যাত। একে আরবীতে বলা হয়, انهيار وسائل الدفاع الطبيعية فى الجسم 'অর্জিত শরীর সুরক্ষাকারী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিলুপ্ত হওয়া'। এইডস রোগের ভাইরাসের নাম Human Immuno Deficiency Virus সংক্ষেপে (HIV) এইচ আই ভি। এ ভাইরাস রক্তের শ্বেত কণিকা ধ্বংস করে। এ রোগ ১৯৮১ সালে প্রথম ধরা পড়ে এবং ১৯৮৩ সালে একজন ফরাসী বিজ্ঞানী এইচ আই ভি ভাইরাসকে এই রোগের কারণ হিসাবে দায়ী করেন।[৭]

এইডসের ফলে সকল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিনষ্ট হয়ে যায়। ফলে ঐ ব্যক্তি যে কোন সময় যে কোন রোগে আক্রান্ত হ'তে পারে। এখন পর্যন্ত এইডসের কোন প্রতিষেধক টিকা আবিষ্কৃত হয়নি। তাই এইডস হ'লে মৃত্যু অবধারিত। একুশ শতকে বিজ্ঞানীদের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এইডসের প্রতিষেধক আবিষ্কার করা। ১৯৮১ সালের ৫ জুন

---

* *যশপুর, তানোর, রাজশাহী।*

১. *ইবনু মাজাহ হা/৪০১৯; ছহীহাহ হা/১০৬।*
২. *আহমাদ হা/৩৮০৯; ছহীহুল জামে' হা/৫৬৩৪।*
৩. *ইবনু মাজাহ হা/৪০১৯; ছহীহুল জামে' হা/৭৯৭৮।*
৪. *তিরমিযী হা/১৪৫৬; আবুদাউদ হা/৪৪৬২; মিশকাত হা/৩৫৭৫।*
৫. *আহমাদ হা/২৯১৫; ছহীহাহ হা/৩৪৬২।*
৬. *Dr. Lowry, Her self, P-204.*
৭. *কারেন্ট নিউজ, ডিসেম্বর ২০০১ সংখ্যা, পৃঃ ১৯।*

যুক্তরাষ্ট্রে সর্বপ্রথম এইডস শনাক্ত করা হয়। অতঃপর এশিয়ার থাইল্যান্ডে ১৯৮৪ সালে, ভারতীয় উপমহাদেশে ১৯৮৬ সালে এবং বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ১৯৮৯ সালে এইডস শনাক্ত করা হয়।

এইডস বিস্তারের উল্লেখযোগ্য কারণ অবৈধ যৌনাচার। এছাড়া যেসব কারণে এইডস হ'তে পারে সেগুলো হচ্ছে- পতিতালয়ে গমন, জীব-জানোয়ারের সাথে যৌন মিলন, সমকামিতা ইত্যাদি।

ডাঃ রবার্ট রেডফিল্ড বলেন, AIDS is a sexully transmitted disease. অর্থাৎ এইডস হচ্ছে যৌন অনাচার থেকে সৃষ্ট রোগ। তিনি আরো বলেন, 'আমাদের সমাজের (মার্কিন সমাজের) অধিকাংশ নারী-পুরুষের নৈতিক চরিত্র বলতে কিছুই নেই। কম-বেশী আমরা সকলেই ইতর রতিঃপ্রবণ মানুষ হয়ে গেছি। এইডস হচ্ছে স্রষ্টার তরফ থেকে আমাদের উপর শাস্তি ও অন্যদের জন্য শিক্ষাও বটে'।

আমেরিকার প্রখ্যাত গবেষক চিকিৎসক ডনডেস সারলাইস বলেন, বিভিন্ন ধরনের পতিতা আর তাদের পুরুষ সঙ্গীরা এইডস রোগের জীবাণু তৈরী করে, লালন করে ও ছড়ায়। ডাঃ জেমস চীন বলেছিলেন, দু'হাযার সালের আগেই শিল্পোন্নত দেশগুলোতে ইতর রতিঃপ্রবণতা প্রাধান্য লাভ করবে। পেশাদার পতিতা ও সৌখিন পতিতাদের সংস্পর্শে যারা যায় এবং ড্রাগ গ্রহণ করে তারাই এইডস জীবানু সৃষ্টি করে এবং তা ছড়ায়। এককথায় অবাধ যৌনাচার, পতিতাদের সংস্পর্শ, সমকামিতার কু-অভ্যাস ও ড্রাগ গ্রহণকেই এইডসের জন্য দায়ী করা হয়।

ডঃ নযরুল ইসলাম বলেন, এইডস সংক্রমণের প্রধান পন্থা যৌন মিলন। শতকরা ৭০-৭৫ ভাগ রোগীই এ পদ্ধতিতে আক্রান্ত হয়েছে। সারা বিশ্বের সমাজ বিজ্ঞানীসহ বিশ্ব মানবাধিকারের প্রবর্তকরা ঐ সমস্ত ভয়াবহ যৌন সংক্রামক ব্যধিতে আক্রান্ত হওয়া এবং তা দ্রুত ছড়াবার প্রধান কারণ হিসাবে সমকামিতা, বহুগামিতা এবং অবাধ যৌনাচারকে চিহ্নিত করেছেন। যৌন সংক্রামক রোগগুলি যেমন এইডস, সিফিসিল, গনোরিয়া, শ্যাংক্রয়েড, লিম্ফোগ্র্যানুলোমা, ভেনেরিয়াম, ডানোভেনোসিস ও অন্যান্য। এর মধ্যে এইডস সবচেয়ে ভয়াবহ। এই রোগগুলিতে আক্রান্ত রোগীর সাথে মেলামেশা বা যৌন মিলনের মাধ্যমে সুস্থ লোক আক্রান্ত হয়।

ডাঃ মুহাম্মাদ মনছূর আলী বলেন, বর্তমান কালের সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাধি এইচ.আই.ভি। এইডস এমনই এক সময়ে সমগ্র বিশ্বে চরম আতঙ্ক এবং অতিশয় হতাশা সৃষ্টি করেছে, যখন চিকিৎসা বিজ্ঞান উন্নতির অত্যুঙ্গ শিখরে অবস্থান করছে। এই মরণ ব্যাধির উৎপত্তি এবং বিস্তারের কারণ হিসাবে দেখা গেছে চরম অশ্লীলতা, যৌন বিকৃতি ও কুরুচিপূর্ণ সমকাম ও বহুগামিতার মত পশু সুলভ যৌন আচরণের উপস্থিতি। শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগ সমকামী এবং বহুগামী পুরুষ ও মহিলাদের মাধ্যমে এইডস সমগ্র বিশ্বে দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে। দিন দিন এইডস আক্রান্তের সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে। সারা পৃথিবীতে বল্গাহীন ব্যভিচারের ফলে এই রোগ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। ডাঃ হিরোশী নাকজিমা বলেন, জনসাধারণের মধ্যে এইডস বিস্তার লাভ করলে সমগ্র মানবজাতির বিলুপ্তি ঘটতে পারে।[৮]

মহান আল্লাহ সতর্ক করে বলেন, فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوْا وَالَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيْبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوْا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ 'তাদের দুষ্কর্ম তাদেরকে বিপদে ফেলেছে, এদের মধ্যে যারা পাপী তাদেরকেও অতিসত্বর তাদের দুষ্কর্ম বিপদে ফেলবে। তারা তা প্রতিহত করতে সক্ষম হবে না' *(যুমার ৩৯/৫১)*। তিনি আরো বলেন, قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ 'তুমি বল, তিনি (আল্লাহ) তোমাদের উপর থেকে অথবা নীচে থেকে তোমাদের উপর আযাব পাঠিয়ে দিতে সক্ষম' *(আন'আম ৬/৬৫)*।

এইডস নামক মরণ ব্যাধি আক্রান্ত ব্যক্তিকে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি দিয়ে মৃত্যুর পূর্বেই হাযার বার মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করায়। জিম শ্যালী এইডস রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯৮৭ সালের ৭ই মার্চ মারা যায়। মৃত্যুর পূর্বে সে বলেছে, আমার শরীরে একটা ভাইরাস আছে। সেটা আমার সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খেয়ে ফেলছে। মাঝে মাঝে আমি জেগে উঠি। তখন আমি ওর অস্তিত্ব টের পাই, সে আমাকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলেছে।

বর্তমানে গোটা সমাজই অস্থিরতার মধ্যে অবস্থান করছে। এজন্য আমরা নিজেরাই দায়ী। আমাদের কৃতকর্মের জন্যই আজ এই বিপর্যয়। এসম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ 'স্থলে ও সমুদ্রে মানুষের কৃতকর্মের জন্য বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে' *(রূম ৩০/৪১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا ظَهَرَ السُّوْءُ فِيْ الأَرْضِ أَنْزَلَ اللهُ بَأْسَهُ بِأَهْلِ الأَرْضِ وَإِنْ كَانَ فِيْهِمْ قَوْمٌ صَالِحُوْنَ يُصِيْبُهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ ثُمَّ يَرْجِعُوْنَ إِلَى رَحْمَةِ اللهِ وَمَغْفِرَتِهِ 'পৃথিবীতে যখন অশ্লীল কাজ বেশী বেশী প্রকাশ পায়, তখন আল্লাহ দুনিয়ার অধিবাসীর প্রতি দুঃখ-দুর্দশা ও হতাশা নাযিল করেন। আর তাদের মধ্যে পুণ্যবান লোক থাকলে তাদের উপরেও ঐ শাস্তি আপতিত হয়, যা অন্যদের উপরে আসে। অতঃপর তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও ক্ষমার দিকে ফিরে আসে'।[৯]

১৯৮৫ সালের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৪,৭৩৯ জন এইডস রোগে আক্রান্ত রোগীর মধ্যে ১০,৬৫৩ জন রোগীই পুরুষ সমকামী। অর্থাৎ লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায় যে অপকর্ম করেছিল, তারাও সেই অপকর্মে লিপ্ত হয়েছিল। এসম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যখন সে (লূৎ) স্বীয় সম্প্রদায়কে

---

৮. *The New Straits Jimes, (Kualalampur, Malaysia, 23 june 1988), P-9.*
৯. *ছহীহুল জামে' হা/৬৮২।*

বলল, তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বের কেউ করেনি? তোমরা তো নারীদের ছেড়ে কামবশতঃ পুরুষদের কাছে গমন কর। বরং তোমরা সীমা অতিক্রম করেছ' *(আ'রাফ ৭/৮০-৮১)*। অন্যত্র তিনি বলেন, أَتَأْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِيْنَ، وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُوْنَ– 'সারা জাহানের মানুষের মধ্যে তোমরাই কি পুরুষদের সাথে কুকর্ম কর? আর তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্য যে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে বর্জন কর। বরং তোমরা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়' *(শু'আরা ২৬/১৬৫-১৬৬)*।

বর্তমান আমেরিকার মত উচ্চ শিক্ষিত সুসভ্য এবং সর্বদিক থেকে শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার হয়ে সমকামীতার মত নিকৃষ্ট, ঘৃণিত ও মানবতা বিরোধী অশ্লীলতাকে যদি আইন করে বৈধতা দেয়, তাহ'লে কিভাবে সম্ভব মানব সভ্যতা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা? কাম প্রবৃত্তি ও লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে লজ্জা-শরম ও ভাল-মন্দের স্বভাবজাত পার্থক্য বিসর্জন দিয়ে আমেরিকান পার্লামেন্টে সমকামিতা বিল পাশ করেছে। ব্যভিচার যখন পার্লামেন্টে বৈধ ঘোষণা করা হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই তা সমাজে ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়। আর তখনই সেই সমাজ আল্লাহ্র গযবের উপযুক্ত হয়ে যায়। মানুষের পাশবিক আচরণ যে কত দ্রুত সমাজ সভ্যতাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়, আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজব্যবস্থা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এসম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ 'যারা নিকৃষ্ট বস্তু অর্জন করেছে, তার বদলাও সেই পরিমাণ নিকৃষ্ট। অপমান তাদের চেহারাকে আবৃত করে ফেলবে। তাদেরকে আল্লাহ্র হাত থেকে বাঁচাতে পারবে এমন কেউ নেই' *(ইউনুস ১০/২৭)*।

আজ এইডস, এবোলা আতংকে সমগ্র বিশ্ব প্রকম্পিত, সমস্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা বিপর্যস্ত, সারা বিশ্বের চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ এই ভয়াবহ মরণব্যাধি ঠেকাতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা মানব জাতিকে রক্ষা করার জন্য বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করছে। কিন্তু সকল প্রচেষ্টা সমূলে ব্যর্থ হয়েছে। তারা এখন বলতে বাধ্য হচ্ছে, এইডস রোগের কোন চিকিৎসা নেই।

বর্তমান দুনিয়ায় পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে অশান্তি বিরাজ করছে তার কারণ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ বিমুখিতা। অশান্ত পৃথিবীতে শান্তি এবং বিভিন্ন দুরারোগ্য ও ধ্বংসাত্মক ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় হ'ল মহান আল্লাহ্র প্রেরিত পবিত্র কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ ও যাবতীয় বিধি-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করা। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন, اسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيْرٍ 'আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবশ্যম্ভাবী দিবস আসার পূর্বে তোমরা তোমাদের পালনকর্তার আদেশ মান্য কর। সেদিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না এবং তা নিরোধকারী কেউ থাকবে না' *(শূরা ৪২/৪৭)*।

বিশ্বের এই মহা দুর্যোগের সময় ইসলামের হুঁশিয়ারী বাণী উপলব্ধি করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এইডস প্রতিরোধে ধর্মীয় অনুশাসনের কথা বলছে। WHO এ মর্মে ঘোষণা করেছে, Nothing can be more helpfull in this preventive effort than religious teachings and the adoption of proper and decent behavior as advocated and urged by all divine religions. অর্থাৎ 'এইডস প্রতিরোধ প্রচেষ্টায় ধর্মীয় শিক্ষাদান এবং যথাযথ নির্মল আচরণ প্রবর্তনের চেয়ে আর কোন কিছুই অধিক সহায়ক হ'তে পারে না, যার প্রতি সকল ঐশ্বরিক ধর্মে সমর্থন প্রদান ও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে'।[১০]

'এ্যাবোলা' রোগ এইডস-এর মতো মহামারী আকার ধারণ করছে। পশ্চিম আফ্রিকায় এইডসের প্রাদুর্ভাবের পর থেকে এ্যাবোলাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন সেন্টার (সিডিসি) জানিয়েছে যে, এই রোগ প্রতিরোধে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া না হ'লে আগামী এক বছরের মধ্যে বিশ্বব্যাপী এ্যাবোলা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়াবে ১৫ লাখে। এত দ্রুত ছড়ানোর কারণ হ'ল মানুষের শরীর নিঃসৃত রস থেকে এ্যাবোলা ভাইরাস অতীব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

টম ফ্রিডেন বলেন, বিশ্বকে দ্রুত কাজ করতে হবে, যাতে করে এ্যাবোলা 'পরবর্তী এইডস'-এর মত মহামারী হয়ে না দাঁড়ায়। এ্যাবোলা মোকাবিলায় দীর্ঘ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে হবে। তিনি তার অভিজ্ঞতার আলোকে বলেন, 'জনস্বাস্থ্যে আমি ৩০ বছর ধরে কাজ করছি। এইডসের মত অনুরূপ মরণ ও ঘাতক ব্যাধির সহোদর হ'ল 'এ্যাবোলা'। পশ্চিম আফ্রিকার এ্যাবোলা প্রাদুর্ভাবকে বৈশ্বিক নিরাপত্তার জন্য একটি হুমকি বলে অভিহিত করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা।

স্মর্তব্য যে, মহান আল্লাহ্র বিরুদ্ধে কোন প্রকার চ্যালেঞ্জ চলে না। আমরা যতই কূট কৌশল করে হারামকে হালাল বানানোর চেষ্টা করি না কেন, আল্লাহ হ'লেন সর্বোত্তম কৌশলী। ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা জাগিয়ে অবাধ যৌনাচার থেকে বিরত রাখার মধ্যেই রয়েছে এইডস ও এ্যাবেলার মত রোগের একমাত্র প্রতিবিধান। চরিত্রের উত্তম গুণাবলী অর্জন ও পাশবিকতা বর্জন এবং ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলে অশ্লীলতা প্রতিরোধ করতে হবে। এ ব্যাপারে সমাজকে সোচ্চার হ'তে হবে। সকলের মাঝে আল্লাহভীতি ও স্ব স্ব মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলতে হবে। পাপের পথ থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে হবে। নচেৎ আমরা সকলে অচিরেই লূৎ (আঃ)-এর জাতির মত ধ্বংস হয়ে যাব। মহান আল্লাহ আমাদেরকে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

---

১০. *The role of Religion and ethics in the prevention and control of AIDS. Page 3, Para 9, Published by WHO.*

Contents

আরবী ভাষা কুরআন বুঝার চাবিকাঠি

মূল (ইংরেজী) : ফাতেমা বরকতুল্লাহ

*অনুবাদ : ফাতেমা বিনতে আযাদ**

যখন আমরা কুরআন মাজীদের একটি ভাল অনুবাদ গ্রন্থ খুলি, তখন আমরা সবাই স্পর্শ অনুভব করি। আমরা গভীরভাবে চিন্তা করি এবং এর অন্তর্ভুক্ত শব্দ ও মর্মার্থের সৌন্দর্যতে বিস্মিত হই। কিন্তু বাস্তবিকভাবে কুরআন যে একটি প্রকৃত মূল্যবান সম্পদ তা আমরা শুধুমাত্র এক ঝলকে দেখতে পাই।

কল্পনা করুন, আপনি কেমন অনুভব করবেন যদি আপনি আল্লাহ্‌র বাণী যেভাবে নাযিল হয়েছে ঠিক ঐভাবে বুঝতে পারতেন এবং ইংরেজী অনুবাদের উপর নির্ভর না করতেন? সেই কার্যকারিতা হবে সত্যিই অদ্ভূত! কুরআন আল্লাহ্‌র বাণী। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর বান্দার নিকট সরাসরি বার্তা। আল্লাহ তাঁর বার্তার ভাষা হিসাবে আরবী ভাষাকে পসন্দ করেছেন। সত্যিকারার্থে মহান আল্লাহ্‌র বার্তাকে সম্পূর্ণরূপে বুঝতে হ'লে অবশ্যই এর ভাষাকে বুঝতে হবে। আল্লাহ বলেন, إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ– 'আমরা উহা নাযিল করেছি আরবী ভাষায় কুরআনরূপে, যাতে তোমরা বুঝতে পার' *(ইউসুফ ১২/২)*। তিনি আরো বলেন, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا

'এইভাবে আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায়, যাতে তুমি সতর্ক করতে পার মক্কা ও তার চতুর্দিকের জনগণকে এবং সতর্ক করতে পার কিয়ামত দিবস সম্পর্কে' *(শূরা ৪২/৭)*।

আরবী ভাষা ও কুরআনের বাণীকে কখনও আলাদা করা যাবে না। যুগ যুগ ধরে অনুবাদকগণ কুরআনের অর্থের সৌন্দর্যকে অমুসলিমদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। আর এটাকে 'কুরআনের অর্থের অনুবাদ' বলা হয়, এই বিষয়টির উপর জোর দিয়ে যে, কুরআনের সরাসরি অনুবাদ করা সম্ভব নয়। কারণ শব্দের ও অর্থের কার্যকারিতা ও অত্যুৎকৃষ্ট এত গভীরভাবে আরবী ভাষার সাথে সম্পর্কযুক্ত যে, তা ইংরেজী বা অন্য যে কোন ভাষায় হারিয়ে যেতে পারে। এমনকি কুরআনের কাব্যিক সৌন্দর্যের প্রশংসা করতে হ'লেও আরবীতে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

স্মরণ করুন, কুরআনের ভাষা এতটাই অদ্বিতীয় ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে আরবে যারা কাব্যে ও বাকপটুতায় বা অলংকার শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন, তাদের সর্বাধিক অলংকারিক কবিতার সাথেও একে তুলনা করা যেত না। অনেকেই ইসলামের পথে এসেছিলেন এটা উপলব্ধি করে যে, কুরআন এমনই সর্বোৎকৃষ্ট যে, এটি কোন মানব কবির সৃষ্টি হ'তে পারে না। অধিকন্তু এটা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। কুরআনের অলৌকিকতার অন্যতম হচ্ছে এর ভাষা। মহান আল্লাহ মানবজাতিকে চ্যালেঞ্জ করেছেন,

وَإِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوْا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ–

'আর আমরা আমাদের বান্দার প্রতি যা নাযিল করেছি, সে বিষয়ে যদি তোমরা সন্দেহে পতিত হও, তাহ'লে অনুরূপ একটি সূরা নিয়ে এসো। আর (একাজে) আল্লাহ ছাড়া তোমাদের যত সহযোগী আছে, সবাইকে ডাকো, যদি তোমরা (তোমাদের দাবীতে) সত্যবাদী হও' *(বাক্বারাহ ২/২৩)*।

আরবী ভাষা সংরক্ষণ :

সাধারণত ভাষার ক্রমবিকাশ ঘটে। শেক্সপিয়রের রচনা শৈলীর ইংরেজী এবং আধুনিক ইংরেজীর মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তার দিকে শুধু দৃষ্টিপাত করুন। বিভিন্নভাবেই এই দু'টা আলাদা ভাষা বলে মনে হবে এবং শেক্সপিয়রের যুগের ইংল্যান্ডের একজন মানুষ ও আধুনিক যুগের একজন মানুষ একে অপরের সাথে আলাপ করতে চরম সমস্যার সম্মুখীন হবে। কিন্তু এই আরবী ভাষা শুধুমাত্র একটি ভাষা নয়। এই কারণে ছাহাবীগণ ও প্রাথমিক যুগের মুসলিমগণ ক্লাসিক আরবী ভাষাকে সংরক্ষণ করার জন্য সাগ্রহে চেষ্টা করেছিলেন। আলী (রাঃ) আরবদের প্রাদেশিক ভাষায় সামান্য পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলেন এবং আরবী ব্যাকরণ বিধিকে সার্বজনীন কাঠামোতে লিপিবদ্ধ করার আদেশ করেছিলেন। তিনি জানতেন যে, আরবী ভাষার সংরক্ষণ হ'ল স্বয়ং ইসলামকে সংরক্ষণেরই অংশ।

আরবী ভাষা মুসলিম দেশগুলোর মধ্য সমন্বয় সাধন করেছিল। কারণ যারা সাদরে ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের দেশে এটা ছড়িয়ে পড়েছিল। এজন্য দেখা যায় যে, যে মুসলিম সমাজগুলো আরবীতে অজ্ঞ তারা সাধারণত ইসলাম সম্পর্কে ওয়াকিফহাল কম। এই অজ্ঞতা পর্যায়ক্রমে তাদেরকে সোজা পথ থেকে বিচ্যুত করার ক্ষেত্রে অধিক বিপথগামী করেছে।

ইসলামের শত্রুরা এটা জেনে মুসলমানদের আরবী ভাষা ও কুরআন থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছে। আলজেরিয়া যখন ফ্রান্সের অধীনে ছিল তখন ফ্রান্সের সরকারকে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল যে, 'আমরা ততদিন পর্যন্ত আলজেরিয়া বশীভূত করতে পারব না যতদিন পর্যন্ত তারা কুরআন পাঠ করবে এবং আরবী ভাষায় কথা বলবে। তাই আমাদেরকে অবশ্যই তাদের মধ্য থেকে আরবী কুরআন সরিয়ে ফেলতে হবে এবং তাদের মুখ থেকে আরবী ভাষা কেড়ে নিতে হবে'।

তুর্কীর ধর্মনিরপেক্ষ নেতা কামাল আতাতুর্ক, যিনি ইসলামী খিলাফতের বিলুপ্তি সাধন করেছিলেন, দুর্ভাগ্যবশতই এটা করেছিলেন। তিনি আদেশ করেছিলেন যে, কুরআন তুর্কী ভাষায় পাঠ করতে হবে, এমনকি ছালাতেও। আর যেসব

** সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।*

Contents

তুর্কী ভাষা আরবীতে লিখা হ'ত, তা ল্যাটিন ভাষায় পরিবর্তন করেছিলেন।

আজকে আপনি দেখবেন যে, যদিও আরবে দুর্ভাগ্যক্রমে সারা বিশ্বের ন্যায় বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার রয়েছে, কিন্তু তারা এখনও তাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্রগুলোতে ক্লাসিক আরবী শিক্ষা দেয় এবং প্রতিটি সংবাদপত্র ও বইয়ের লিখার মানদণ্ড হ'ল ক্লাসিক আরবী। তাই এটা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক সংরক্ষিত হয়েছে। যেমনভাবে তিনি কুরআনে প্রতিজ্ঞা করেছেন, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ 'নিশ্চয়ই আমরা কুরআন নাযিল করেছি, আমরাই এর হেফাযতকারী' *(হিজর ১৫/৯)*।

আমাদের সকলের জন্য একটি পূর্ববর্তিতা :

বিদ্বানগণ আরবী ভাষা শিক্ষার জন্য উম্মাহকে উৎসাহিত করেছেন। যেমন ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেছেন,

عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَتَعَلَّمَ مِنْ لِسَانِ الْعَرَبِ مَا بَلَغَهُ جُهْدُهُ فِي أَدَاءِ فَرْضِهِ كَمَا عَلَيْهِ أَنْ يَتَعَلَّمَ الصَّلَاةَ وَالْأَذْكَارَ

'ছালাত ও দো'আ-দরূদসমূহ শেখার ন্যায় প্রত্যেক মুসলিমের জন্য সাধ্যনুযায়ী আরবী ভাষা শিক্ষা করা আবশ্যক, যাতে সে ফরয সমূহ যথাযথভাবে আদায় করতে পারে' *(মাওয়ার্দী, আল-হাবী ফী ফিকহিশ শাফেঈ ১৬/১২০)*।

৮ম শতাব্দীর বিখ্যাত পণ্ডিত শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলতে গিয়ে এতটাই বলেছেন যে, نفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب 'আরবী ভাষা স্বয়ং দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত এবং তা শেখা অতীব যরূরী' *(ইকতিযাউছ ছিরাতিল মুস্তাকীম, পৃঃ ২০৭)*।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা শুধুমাত্র অনুবাদের উপর নির্ভর করে স্বস্তিবোধ করছি এবং আমাদের সব সময় ও প্রচেষ্টা অন্যান্য জিনিস (এমনকি অন্যান্য ভাষা) শেখার ক্ষেত্রে ব্যয় করছি, যা পরকালে আমাদের কোন উপকারে আসবে না। কুরআনের ভাষা যে খুবই সুগম এবং এটা পড়া ও বুঝা যে আমাদের সকলের কর্তব্য অথবা দায়িত্ব তা ভুলে গেছি।

যদি আপনি জানতেন যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আপনার জন্য ব্যক্তিগতভাবে একটি চিঠি এসেছিল, তাহ'লে আপনি কি এটা প্রকৃত রূপে বুঝতে চাইতেন না? এ ব্যাপারে ভেবে দেখুন। আমাদের কাছে মানবজাতির শেষ প্রত্যাদেশ রয়েছে, আমাদের রব ও মালিকের পক্ষ থেকে একমাত্র যোগাযোগ মাধ্যম, যা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং সত্তরোর্ধ্ব বয়স হওয়া সত্ত্বেও আমরা এটার উপর যথাসাধ্য মনোযোগ দেই না। আমাদেরকে অনুধাবন করতে হবে যে, আল্লাহ আমাদেরকে কুরআন দিয়ে সম্মানিত করেছেন এবং আমাদের জন্য সবচেয়ে উন্নত ভাষা নির্বাচন করেছেন। আর আরবী ভাষায় মনোযোগ দেওয়া হ'ল আল্লাহ্র কিতাবে মনোযোগ দেওয়া। তাই অগ্রাধিকার দিয়ে এটা শিক্ষা করা উচিত।

আমি স্মরণ করি সে সময়ে কথা, যখন আমি প্রথম আরবী ভাষা শেখার কাজে নিযুক্ত হই, তখন ছালাতে আল্লাহ্র বাণীর মিষ্টতার যে স্বাদ তা অনুভব করি। আমি শুধু কুরআনের একই আয়াত বার বার পড়ছিলাম এবং শব্দের স্বাদ নিচ্ছিলাম এবং হৃদয়ে এক গভীর আবেগ অনুভব করছিলাম, যা ইতিপূর্বে আমি কখনও অনুভব করিনি। যদিও একই আয়াত আরবী শেখার আগে বহুবার পড়েছি। তখন এমন মনে হয়েছিল যে, এটা আমার জন্য একটি দ্বীপ জ্বালিয়ে দিল এবং হঠাৎ করে আমি ঘরের একটি নতুন অংশ আবিষ্কার করলাম। যে ঘরটাতে আমি বছরের পর বছর ধরে বসবাস করেছি। আরবী শেখার একটি নির্দিষ্ট উপকারিতা হ'ল এটা ছালাতে খুশূ বা আত্মজ্ঞানে সাহায্য করে এবং আমাদের সকল ধর্মীয় কর্মকাণ্ডকে উন্নত করতে সহায়তা করে।

আরবী শেখার ক্ষেত্রে কিছু ব্যবহারিক পদক্ষেপ :

সকল শিক্ষামূলক সহায়ক বস্তু এবং তথ্যের সহজদ্বার যা আমাদের আছে, আরবী ভাষা শিক্ষা বলতে অপরিহার্যভাবে দূরবর্তী দেশে দুষ্কর অভিযানে যাওয়াকে বুঝায় না, যেমনটি একসময় বুঝানো হ'ত। নিয়মানুবর্তিতা এবং দৃঢ় সংকল্পের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী তার নিজস্ব সময়ে অধ্যয়ন করতে পারে। এখানে কিছু টিপস দেওয়া হ'ল যা আপনাকে সাহায্য করবে।

১. দো'আ করুন : সবকিছু নিয়ে যেহেতু আমরা কাজ এগিয়ে নিতে চাচ্ছি, আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য আল্লাহ্র কাছে দো'আ করা উচিত, যাতে আমাদের শিক্ষা সহজ হয়। আমাদের নিয়ত বিশুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ্র কাছে দো'আ করা উচিত, যাতে সত্যিই কুরআন ও দ্বীন অধিকতর ভালভাবে বুঝার জন্য আরবী শিখতে পারি।

২. নিয়মানুবর্তী হৌন : প্রতিদিন অথবা সপ্তাহে অন্ততঃ দু'বার আরবী শেখার জন্য একটি সময় নির্ধারণ করে রাখুন এবং এটার সাথে লেগে থাকুন। মনে রাখবেন, এক মাসে একবার ঘণ্টাখানে পড়ার চেয়ে প্রতিদিন অল্প পড়া অধিক ভালো।

৩. আপনার যোগ্যতা সম্পর্কে ভালভাবে জানুন : যে কোন ভাষায় দক্ষ হ'তে হ'লে ক্রমে ক্রমে এগিয়ে যাওয়া হ'ল সবচেয়ে ভাল উপায়। পড়া ও শেখার মূল পদ্ধতিগুলোকে উন্নত করার ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন করা আরবী শেখার প্রথম ধাপ, যদিও এটা পুনরাবৃত্তিমূলক হয়। এরপর আপনি সুদৃঢ় ভিত্তি গঠন করতে পারবেন।

৪. ভাল অভিধান ও আরবী বইয়ের জন্য বিনিয়োগ করুন : হ্যান্স ওয়ের বা আল-মাওরিদ একটি অভিধান, যা অধিকাংশ মুসলিম দোকানগুলোতে, এমনকি ইন্টারনেটেও সহজলভ্য। আরবী শব্দ সাধারণত তিনটি বর্ণমূলের অধীনে বিন্যস্ত। প্রায়ই শব্দ খুঁজে বের করুন এবং নিজের ব্যক্তিগত অভিধান রচনা করুন। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি বই অথবা 'কিতাবুল আসাসী' বইয়ের মাধ্যমে আপনি কাজ শুরু করতে পারেন।

৫. একটি গ্রীষ্মকালীন কোর্সে নিবন্ধন করুন : প্রত্যেক

গ্রীষ্মকালে কিছু কোর্স রয়েছে, এগুলো আপনার পড়াশোনার ব্যাপারে বিশাল সহায়ক হিসাবে কাজ করবে। এগুলো বেশ প্রগাঢ় হ'তে পারে। তাই বার বার পাঠ করতে থাকুন ও স্মরণ করুন এবং আপনার পড়াশোনা নিরবচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যান।

৬. আপনার পূর্ণ মেয়াদী ডিগ্রী হিসাবে আরবী অধ্যয়ন করুন : যদি আপনি একটি ডিগ্রী নিতে চান, তাহ'লে আরবীতে ডিগ্রী অথবা ডিগ্রীর অংশ হিসাবে আরবী ভাষা নেওয়া, কেন নয়?

৭. আরবের কোন বন্ধু বা শিক্ষকের অধীনে পড়ুন : একজন ভাল শিক্ষকের গুরুত্ব যে কতটা তা জোর না দিয়ে বলা যায় না। যদিও নিজের প্রচুর পড়াশোনা এর সাথে জড়িত। একজন আরবী জানা বন্ধু অথবা আরবের একজন ভাই বা বোনের কাছে প্রতিদিনের দিকনির্দেশনার জন্য যেতে পারেন, তা খুবই মূল্যবান হবে। এমনকি আপনি আপনার আরবী বইগুলো নিয়েও তাদের কাছে যাওয়া শুরু করতে পারবেন।

৮. স্থানীয়ভাবে একটি ক্লাসের ব্যবস্থা করুন : আপনার এলাকার আরবী শিখতে আগ্রহী মুসলিম ভাইয়েরা একত্রিত হ'তে পারেন এবং স্থানীয় মসজিদ বা আপনাদের কারো বাড়িতে আরবী শিখানোর জন্য একজন শিক্ষক নিয়ুক্ত করুন। বন্ধুদের সাথে পড়াশোনা করা অনুপ্রাণিত থাকার একটি ভাল উপায়।

৯. কোন একটি আরবী দেশে অধ্যয়ন করুন : আরব দেশগুলোতে বিভিন্ন ধরনের ভাল কোর্স পরিচালিত হচ্ছে, যেমন মিসরে। যা সত্যিকারার্থে আপনার শিক্ষার গতি বাড়াবে এবং আপনাকে একটি খুব সুন্দর অভিজ্ঞতা উপহার দিবে। লোকজন দেখেছে যে, বাড়িতে এক বছর বা তার চাইতে অধিক সময় পড়ার চাইতে আরবের একটি দেশে কয়েক মাস পড়াশোনা করা অধিক ফলপ্রসু হ'তে পারে। আপনি যখন দেশে ফিরে আসবেন, তখনও পড়াশোনা চালিয়ে যাবেন বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হৌন!

১০. যতটা সম্ভব নিজে নিজে আরবী প্রকাশ করুন : আপনি আরবী লেকচার টেপগুলো শুনতে পারেন, মুসলিম দেশগুলোতে ভ্রমণ করতে পারেন। প্রতিদিন কিছু আরবী পড়তে পারেন এবং যখন আপনি আরো দক্ষ হবেন তখন একটি আরবী সংবাদপত্র রাখতে পারেন।

১১. যখনি পারবেন আরবীতে কথা বলুন : বাক্য ভুল করার লজ্জা আরবীতে কথা বলার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধাগুলোর মধ্যে একটি এবং তাতে আদৌ কথা বলা যায় না। আপনাকে অবশ্যই তা কাটিয়ে উঠতে হবে। আর যখনি পারবেন, তখন আপনি যা জানেন তা ব্যবহার করুন। এভাবেই আপনি উৎকর্ষ সাধন করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। আপনি আরবের কিছু ভাই বা বোনদের সাথে সাক্ষাৎ করবেন, যারা শুধু আরবীতে কথা বলে। এই প্রক্রিয়ায় আপনি যা জানেন তা বলতে বাধ্য হবেন এবং তারা খুশি হবে যে, আপনি চেষ্টা করছেন।

১২. আপনার জ্ঞানকে কুরআন এবং অন্যান্য ইবাদতের সাথে সংযুক্ত করুন : ভুলে যাবেন না যে, আপনার উদ্দেশ্য হ'ল কুরআনের যা পাঠ করেন, বিশেষ করে ছালাতে এবং অন্যান্য যিকির-আযকারে তা বুঝা। আরবী শব্দ চিনতে চেষ্টা করুন, যখন তা কুরআনে পাবেন। কুরআন বুঝতে আপনার জ্ঞান প্রয়োগ করুন। গভীরভাবে চিন্তা করুন এবং ছালাতে শব্দের উপর মনোযোগ দিন।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে কুরআনের ভাষায় দক্ষ হ'তে এবং এটা সমগ্র উম্মাহ্র মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করুন- আমীন!

[ঈষৎ সংক্ষেপায়িত]

ঈদে মীলাদুন্নবী

আত-তাহরীক ডেস্ক

সংজ্ঞা : ‘জন্মের সময়কাল’কে আরবীতে ‘মীলাদ’ বা ‘মাওলিদ’ বলা হয়। সে হিসাবে ‘মীলাদুন্নবী’-র অর্থ দাঁড়ায় ‘নবীর জন্ম মুহূর্ত’। নবীর জন্মের বিবরণ, কিছু ওয়ায ও নবীর রূহের আগমন কল্পনা করে তার সম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে ‘ইয়া নাবী সালামু আলায়কা’ বলা ও সবশেষে জিলাপী বিতরণ- এই সব মিলিয়ে ‘মীলাদ মাহফিল’ ইসলাম প্রবর্তিত ‘ঈদুল ফিতর’ ও ‘ঈদুল আযহা’ নামক দু’টি বার্ষিক ঈদ উৎসবের বাইরে ‘ঈদে মীলাদুন্নবী’ নামে তৃতীয় আরেকটি ধর্মীয় (?) অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

উৎপত্তি : ক্রুসেড বিজেতা মিসরের সুলতান ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী (৫৩২-৫৮৯ হিঃ) কর্তৃক নিযুক্ত ইরাকের ‘এরবল’ এলাকার গভর্ণর আবু সাঈদ মুযাফফরুদ্দীন কুকুবুরী (৫৮৬-৬৩০ হিঃ) সর্বপ্রথম কারো মতে ৬০৪ হিঃ ও কারো মতে ৬২৫ হিজরীতে মীলাদের প্রচলন ঘটান রাসূলের মৃত্যুর ৫৯৩ বা ৬১৪ বছর পরে। এই দিন তারা মীলাদুন্নবী উদযাপনের নামে চরম স্বেচ্ছাচারিতায় লিপ্ত হ’তেন। গভর্ণর নিজে তাতে অংশ নিতেন।[১] আর এই অনুষ্ঠানের সমর্থনে তৎকালীন আলেম সমাজের মধ্যে সর্বপ্রথম এগিয়ে আসেন আবুল খাত্ত্বাব ওমর বিন দেহিইয়াহ (৫৪৪-৬৩৩ হিঃ)। তিনি মীলাদের সমর্থনে বহু জাল ও বানাওয়াট হাদীছ জমা করেন।

হুকুম : ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন একটি সুস্পষ্ট বিদ‘আত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ ‘যে ব্যক্তি আমাদের শরী‘আতে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত’।[২]

তিনি আরো বলেন, وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ ‘তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি করা হ’তে সাবধান থাক। নিশ্চয়ই প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই বিদ‘আত ও প্রত্যেক বিদ‘আতই গোমরাহী’।[৩] জাবের (রাঃ) হ’তে অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ ‘এবং প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণাম জাহান্নাম’।[৪]

ইমাম মালেক (রহঃ) স্বীয় ছাত্র ইমাম শাফেঈকে বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীদের সময়ে যেসব বিষয় ‘দ্বীন’ হিসাবে গৃহীত ছিল না, বর্তমান কালেও তা ‘দ্বীন’ হিসাবে গৃহীত হবে না। যে ব্যক্তি ধর্মের নামে ইসলামে কোন নতুন প্রথা চালু করল, অতঃপর তাকে ভাল কাজ বা ‘বিদ‘আতে হাসানাহ’ বলে রায় দিল, সে ধারণা করে নিল যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) স্বীয় রিসালাতের দায়িত্ব পালনে খেয়ানত করেছেন’।[৫]

মীলাদ বিদ‘আত হওয়ার ব্যাপারে চার মাযহাবের ঐক্যমত :

‘আল-ক্বাওলুল মু‘তামাদ’ গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, চার মাযহাবের সেরা বিদ্বানগণ সর্বসম্মতভাবে প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠান বিদ‘আত হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন। তাঁরা বলেন, এরবলের গভর্ণর কুকুবুরী এই বিদ‘আতের হোতা। তিনি তার আমলের আলেমদেরকে মীলাদের পক্ষে মিথ্যা হাদীছ তৈরী করার ও ভিত্তিহীন ক্বিয়াস করার হুকুম জারি করেছিলেন।

উপমহাদেশের ওলামায়ে কেরাম : মুজাদ্দিদে আলফে ছানী শায়খ আহমাদ সারহিন্দী, আল্লামা হায়াত সিন্ধী, রশীদ আহমাদ গাংগোহী, আশরাফ আলী থানভী, মাহমূদুল হাসান দেউবন্দী, আহমাদ আলী সাহারানপুরী প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম ছাড়াও আহলেহাদীছ বিদ্বানগণ সকলে এক বাক্যে প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠানকে বিদ‘আত ও গুনাহের কাজ বলেছেন।

মৃত্যুদিবসে জন্মবার্ষিকী : জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব মতে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঠিক জন্মদিবস ৯ই রবীউল আউয়াল সোমবার। ১২ রবীউল আউয়াল সোমবার ছিল তাঁর মৃত্যুদিবস। অথচ ১২ রবীউল আউয়াল রাসূলের মৃত্যুদিবসেই তাঁর জন্মবার্ষিকী বা ‘মীলাদুন্নবী’ অনুষ্ঠান করা হচ্ছে।

একটি সাফাই : মীলাদ উদযাপনকারীরা বলে থাকেন যে, মীলাদ বিদ‘আত হ’লেও তা ‘বিদ‘আতে হাসানাহ’। অতএব জায়েয তো বটেই বরং করলে ছওয়াব আছে। কারণ এর মাধ্যমে মানুষকে কিছু বক্তব্য শুনানো যায়। উত্তরে বলা চলে যে, ছালাত আদায় করার সময় পবিত্র দেহ-পোষাক, স্বচ্ছ নিয়ত সবই থাকা সত্ত্বেও ছালাতের স্থানটি যদি কবরস্থান হয়, তাহ’লে সে ছালাত কবুলযোগ্য হয় না। কারণ এরূপ স্থানে ছালাত আদায় করতে আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। রাসূল (ছাঃ)-এর স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ছালাত আদায়ে কোন ফায়দা হবে না।

তেমনি বিদ‘আতী অনুষ্ঠান করে নেকী অর্জনের স্বপ্ন দেখা অসম্ভব। হাড়ি ভর্তি গো-চেনায় এক কাপ দুধ ঢাললে যেমন পানযোগ্য থাকে না, তেমনি সৎ আমলের মধ্যে সামান্য শিরক-বিদ‘আত সমস্ত আমলকে বরবাদ করে দেয়। সেখানে বিদ‘আতকে ভাল ও মন্দ দুই ভাগে ভাগ করা যে আরেকটি গোমরাহী তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ক্বিয়াম প্রথা : সপ্তম শতাব্দী হিজরীতে মীলাদ প্রথা চালু হওয়ার প্রায় এক শতাব্দীকাল পরে আল্লামা তাক্বিউদ্দীন সুবকী (৬৮৩-৭৫৬ হিঃ) কর্তৃক ক্বিয়াম প্রথার প্রচলন ঘটে

---

১. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (দারুল ফিকর, ১৯৮৬) পৃঃ ১৩/১৩৭।*
২. *বুখারী হা/২৬৯৭; মিশকাত হা/১৪০।*
৩. আবু দাউদ হা/৪৬০৭; *মিশকাত হা/১৬৫, সনদ ছহীহ।*
৪. *আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৬৫; নাসাঈ হা/১৫৭৯ ‘ঈদায়েন-এর খুৎবা’ অধ্যায়।*
৫. *আল-ইনছাফ, পৃঃ ৩২।*

বলে কথিত আছে।[৬] তবে এর সঠিক তারিখ ও আবিষ্কর্তার নাম জানা যায় না।

এদেশে দু'ধরনের মীলাদ চালু আছে। একটি ক্বিয়ামযুক্ত, অন্যটি ক্বিয়াম বিহীন। ক্বিয়ামকারীদের যুক্তি হ'ল, তারা রাসূলের 'সম্মানে' উঠে দাঁড়িয়ে থাকেন। এর দ্বারা তাদের ধারণা যদি এই হয় যে, মীলাদের মাহফিলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রূহ মুবারক হাযির হয়ে থাকে, তবে এই ধারণা সর্বসম্মতভাবে কুফরী। হানাফী মাযহাবের কিতাব 'ফাতাওয়া বাযযারিয়া'তে বলা হয়েছে, مَنْ ظَنَّ أَنَّ أَرواحَ الأمواتِ حاضرةٌ نَعْلَمُ يَكْفُرُ– 'যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, মৃত ব্যক্তিদের রূহ হাযির হয়ে থাকে, সে ব্যক্তি কাফের'।[৭] অনুরূপভাবে 'তুহফাতুল কুযাত' কেতাবে বলা হয়েছে, 'যারা ধারণা করে যে, মীলাদের মজলিসগুলিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রূহ মুবারক হাযির হয়ে থাকে, তাদের এই ধারণা স্পষ্ট শিরক'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় জীবদ্দশায় তাঁর সম্মানার্থে উঠে দাঁড়ানোর বিরুদ্ধে কঠোর ধমকি প্রদান করেছেন।[৮] অথচ মৃত্যুর পর তাঁরই কাল্পনিক রূহের সম্মানে দাঁড়ানোর উদ্ভট যুক্তি ধোপে টেকে কি?

মীলাদ অনুষ্ঠানে প্রচারিত বানাওয়াট হাদীছ ও গল্পসমূহ :

(১) '(হে মুহাম্মাদ) আপনি না হ'লে আসমান-যমীন কিছু সৃষ্টি করতাম না'।[৯]

(২) 'আমি আল্লাহ্র নূর হ'তে সৃষ্ট এবং মুমিনগণ আমার নূর হ'তে'।

(৩) 'নূরে মুহাম্মাদী' হ'তেই আরশ-কুরসী, বেহেশত-দোযখ, আসমান-যমীন সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে'।

(৪) 'আদম সৃষ্টির সত্তর হাযার বছর পূর্বে আল্লাহ পাক তাঁর নূর হ'তে মুহাম্মাদের নূরকে সৃষ্টি করে আরশে মু'আল্লায় লটকিয়ে রাখেন'।

(৫) 'আদম সৃষ্টি হয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে জ্যোতির্ময় নক্ষত্ররূপে মুহাম্মাদের নূর অবলোকন করে মুগ্ধ হন'।

(৬) 'মি'রাজের সময় আল্লাহ পাক তাঁর নবীকে জুতা সহ আরশে আরোহন করতে বলেন, যাতে আরশের গৌরব বৃদ্ধি পায়' *(নাঊযুবিল্লাহ)*।

(৭) রাসূলের জন্মের খবরে খুশী হয়ে আঙ্গুল উঁচু করার কারণে ও সংবাদ দানকারিণী দাসী ছুওয়াইবাকে মুক্ত করার কারণে জাহান্নামে আবু লাহাবের হাতের মধ্যের দু'টি পা আঙ্গুল পুড়বে না। এছাড়াও প্রতি সোমবার রাসূলের (ছাঃ) জন্ম দিবসে জাহান্নামে আবু লাহাবের শাস্তি মওকূফ করা হবে বলে হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর নামে প্রচলিত তাঁর কাফের অবস্থার একটি স্বপ্নের বর্ণনা।

(৮) মা আমেনার প্রসবকালে জান্নাত হ'তে বিবি মরিয়ম, বিবি আছিয়া, মা হাজেরা সকলে দুনিয়ায় নেমে এসে সবার অলক্ষ্যে ধাত্রীর কাজ করেন।

(৯) নবীর জন্ম মুহূর্তে কা'বার প্রতিমাগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়ে, রোমের অগ্নি উপাসকদের 'শিখা অনির্বাণ'গুলো দপ করে নিভে যায়। বাতাসের গতি, নদীর প্রবাহ, সূর্যের আলো সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায় ইত্যাদি...।

উপরের বিষয়গুলি সবই বানাওয়াট। *দেখুন : মওযূ'আতে কাবীর প্রভৃতি।* মীলাদ উদযাপনকারী ভাইদের এই সব মিথ্যা ও জাল হাদীছ বর্ণনার দুঃসাহস দেখলে শরীর শিউরে ওঠে। যেখানে আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার নামে মিথ্যা হাদীছ রটনা করে, সে জাহান্নামে তার ঘর তৈরী করুক'।[১০]

তিনি আরও বলেন, لاَ تُطْرُونِى كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ 'তোমরা আমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি কর না, যেভাবে নাছারাগণ ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করেছে।... বরং তোমরা বল যে, আমি আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল'।[১১]

যেখানে আল্লাহপাক এরশাদ করছেন, 'যে বিষয়ে তোমার নিশ্চিত জ্ঞান নেই, তার পিছনে ছুটো না। নিশ্চয়ই তোমার কান, চোখ ও বিবেক সবকিছুকে (ক্বিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসিত হতে হবে' *(বনী ইস্রাঈল ৩৬)*, সেখানে এই সব লোকেরা কেউবা জেনে-শুনে, কেউবা অন্যের কাছে শুনে ভিত্তিহীন সব কল্পকথা ওয়াযের নামে মীলাদের মজলিসে চালিয়ে যাচ্ছেন। ভাবতেও অবাক লাগে।

'নূরে মুহাম্মাদী'র আক্বীদা মূলতঃ অগ্নি উপাসক ও হিন্দুদের অদ্বৈতবাদী ও সর্বেশ্বরবাদী আক্বীদার নামান্তর। যাদের দৃষ্টিতে স্রষ্টা ও সৃষ্টিতে কোন পার্থক্য নেই। এরা 'আহাদ' ও 'আহমাদের' মধ্যে 'মীমের' পর্দা ছাড়া আর কোন পার্থক্য দেখতে পায় না। তথাকথিত মা'রেফাতী পীরদের মুরীদ হ'লে নাকি মীলাদের মজলিসে সরাসরি রাসূল (ছাঃ)-এর জীবন্ত চেহারা দেখা যায়। এই সব কুফরী দর্শন ও আক্বীদা প্রচারের মোক্ষম সুযোগ হ'ল মীলাদের মজলিসগুলো। বর্তমানে সরকারী রেডিও-টিভিতেও চলছে যার জয়জয়কার। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন-আমীন!

---

৬. *আবু ছাঈদ মোহাম্মাদ, মিলাদ মাহফিল (ঢাকা ১৯৬৬), পৃঃ ১৭।*
৭. *মীলাদে মুহাম্মাদী পৃঃ ২৫, ২৯।*
৮. *তিরমিযী, আবূদাঊদ; মিশকাত হা/৪৬৯৯ 'আদাব' অধ্যায়, ।*
৯. *দায়লামী, সিলসিলা যঈফাহ হা/২৮২।*
১০. *বুখারী হা/১১০।*
১১. *বুখারী হা/৩৪৪৫।*

সুন্নাতের রাস্তা ধরে নির্ভয়ে চল হে পথিক! জান্নাতুল ফেরদৌসে সিধা চলে গেছে এ সড়ক।

Contents

কবিতা

তবু বলি নিজেকে

মুহাম্মাদ মাযহারুল আবেদীন
রামনগর, গাজোল, মালদহ
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

ইসলামী আকাশটা আজ বড় অন্ধকার
সুন্নাত নিধন যজ্ঞ বিশাল আকার।
শিরককারী বিদ'আতী করে দাপাদাপি
অসহায় হয়ে ভাবি নিজেও যে পাপী!
অধর্মের আস্ফালনে ঢাকা পড়ে ধর্ম
আল্লাহ্র কাছে দো'আ করি নাশ এই কর্ম।
সদা হক্ব কথা বলা হক্ব পথে চলা
অত্যাচার হয়রানি অবিরাম খেলা।
তবু বলি নিজেকে থামাও সব পাপ
রুখে যদি না দাঁড়াও হবে না যে সাফ।
ভবিষ্যতে হক্বপন্থী করিবে না মাফ
সোজা পথ অনুসারী কেন দেবে ঝাঁপ?
যবানের হক্ব কথা হোক বিষ ফলা
বন্ধ হোক শিরক ও বিদ'আতের খেলা।
দূর হোক অধর্মের বিদঘুটে কালো
দীপ্তিমান সুন্নাতের ছড়িয়ে যাক আলো।

আল্লাহ্র পরিচয়

হাফেয আব্দুস সালাম
নারচি, নওগাঁ।

এমন সুন্দর সৃষ্টি যাঁর তাঁর পরিচয় শোন
তাঁর সৃষ্টির নৈপুণ্যের মাঝে ত্রুটি নেই কোন।
ঐ যে দূরে নীলাভ আকাশ দাঁড়িয়ে স্তম্ভ ছাড়া
তাতে খচিত চন্দ্র-সূর্য অসংখ্য গ্রহ-তারা।
অবনি মাঝে হেথায় হোথায় গগণ ছোঁয়া পাহাড়
তাথেকে কোথাও সুদৃশ্য ঝর্ণা প্রবাহিত হয় আবার।
হরেক রকম বৃক্ষে ধরে নানান সাধের ফল
খাইলে পরে দেহের মাঝে বাড়ে শক্তি-বল।
পাখ-পাখালীর কণ্ঠে শুনি মিষ্টি-মধুর গান
তাদের কলরবে খুশীর দোলায় ভরে যায় প্রাণ।
গুলশানে ফোঁটে সুরভিত রঙ্গীন ফুল
গুণগুণ গানে মধু আহরণে যায় ছুটে অলিকুল।
কার ইঙ্গিতে তৈরী এমন বিশাল অথৈয় পাথার
জলজ প্রাণী সহ তাতে রয়েছে বিবিধ আহার।
নিপুণ হাতে রিযিক বানায় কোন সে কারিগর?
জোয়ার-ভাটা দিবস-যামী কার এই চরাচর?
সমস্ত সৃষ্টির মালিক যিনি তিনিই আল্লাহ তা'আলা
হায়াত-মওত সবই তাঁর যায় কি তাকে ভোলা?
তিনি কাউকে জন্ম দেননি জন্মদাতা নেই তাঁর
অংশীদার স্থাপন করিও না ইবাদতে তাঁর।
ধরার বুকে সৃষ্টি বিষয়ে ভাবো যদি ভাই
তবেই তাঁকে যথার্থ চিনবে সন্দেহ এতে নেই।

আহলেহাদীছ যুবসংঘ

মীযানুর রহমান
তাহেরপুর, বাগমারা, রাজশাহী।

হক্বের দাওয়াত দিয়ে যাব লক্ষ্য মোদের একটাই
অহি-র আলোয় গড়ব জীবন হক্বের পথে চলব সবাই।
সমাজ থেকে শিরক-বিদ'আত দূর করব ইনশাআল্লাহ
চেষ্টা মোরা চালিয়ে যাব সফলতা দিবেন মহান আল্লাহ।
ইসলামের নামে যত নোংরামী মারেফতের নামে যত ভণ্ডামী
সবকিছু মোরা করব দূর যাতে কেউ না হয় জাহান্নামী।
কর্মসূচী চারটি নিয়ে নেমেছি মোরা মাঠে
মূলনীতি পাঁচটি আরও আছে আমাদের সাথে।
কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মানতে
করি না কোন আপোষ
বিরোধীদের কাছে এটাই মোদের দোষ।
চাই না মোরা ক্ষমতার আসন
দূর করতে চাই দুর্নীতি ও কুশাসন।
হক্বের পথে চলব মোরা মুক্তি পেতে আখিরাতে
তাইতো সবাই করছি কাজ মিলেমিশে এক সাথে।

সন্ত্রাস

মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ
নলত্রী, পানিহার, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

সন্ত্রাসে ভরে গেছে মোদের সোনার দেশটা
সকাল-বিকাল, রাত দুপুরে চলছে খুনের চেষ্টা।
দেশে যারা টাকা ওয়ালা খুন হ'তে হয় তাদের ফের
টাকার লোভে সন্ত্রাসীরা যিম্মী করে সন্তানদের।
সত্য কথা বলতে যারা একটু নাহি করে ভয়
তাইতো তারা সন্ত্রাসীদের নির্মমতার শিকার হয়।
শত, শত খুন করিয়া সন্ত্রাসীরা পায় ছাড়া
দোষ না করেও জেল খাটে এখন নিরপরাধ ব্যক্তিরা।
ঘুষ দিলে ফের সন্ত্রাসীদের মাফ হয়ে যায় সকল খুন
তাইতো দেশে চলছে এত হত্যা, গুম, চুরি, ধর্ষণ।
মশার ন্যায় এই দেশেতে সন্ত্রাসীদের ঘাঁটি ভাই
এমন হালে এতটুকু সুখ কি করিয়া পাওয়া যায়?

শাসন নামে শোষণ

আবুল কাসেম
গোভীপুর, মেহেরপুর।

শাসন নামে শোষণ করে শুধুই করে অত্যাচার
দুঃখ যাদের নিত্য সাথী তাদের শুধু হয় বিচার।
নিষ্কলংক মানুষগুলো হতাশায় দিন গুনছে
চক্রকারীর চক্রজালে তারাই কেবল ভুগছে।
ক্যাডার ভিত্তিক রাজনীতি করছে ভবে যারাই
লুটতরাজি, চাঁদাবাজী জন্ম দিচ্ছে তারাই।
মানবরূপী দানবগুলো বসে আসন জুড়ে
মরণ শেষে খোল পিটিয়ে খাচ্ছে মগজ কুরে।
আমরা তো নই স্বৈরাচারী নইতো চাঁদাবাজ
দ্বীন কায়েমের নির্ভিক সেনা গড়তে আল্লাহ্র রাজ।
জগৎ জুড়ে রয়েছে মোদের সুখ্যাতি-সম্মান
লক্ষ প্রাণের মুক্ত আশা আহলেহাদীছ নাম।
তবুও কেন জেলখানাতে মোদের নেতা দ্বীনী ভাই
চাইলে রক্ত আরো দেব বিনিময়ে মুক্তি চাই।

Contents

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. ১০ই মুহাররমকে।
২. আশূরার ছিয়াম।
৩. বিগত এক বছরের গোনাহ মাফ হয়।
৪. নাজাতে মূসা (আঃ)-এর শুকরিয়া স্বরূপ।
৫. ২টি (৯ ও ১০ অথবা ১০ ও ১১ মুহাররম)।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ইসলাম বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. হুযাইফা বিন ইয়ামান (রাঃ)।
২. মু'আবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ)।
৩. আবু বকর, ওমর ও আলী (রাঃ)।
৪. আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ)।
৫. হানযালা (রাঃ)-এর।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)

১. কোন ছাহাবী বদর যুদ্ধে নিজ পিতা মুশরিক হওয়ার কারণে তাকে হত্যা করেন?
২. কোন ছাহাবীকে আবু বকর (রাঃ) কুরআন একত্রিত করার দায়িত্ব প্রদান করেন?
৩. ইউসুফ (আঃ) কতদিন জেল খেটেছিলেন?
৪. কোন নবী আল্লাহকে দেখতে চেয়েছিলেন?
৫. কোন বাদশাহ ইবরাহীম (আঃ)-কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ ইবরাহীম খলীল
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)

১. আয়তনে বাংলাদেশের বড় বিভাগ কোনটি?
২. আয়তনে বাংলাদেশের ছোট বিভাগ কোনটি?
৩. জনসংখ্যায় বাংলাদেশের বড় বিভাগ কোনটি?
৪. জনসংখ্যায় বাংলাদেশের ছোট বিভাগ কোনটি?
৫. আয়তনে বাংলাদেশের বড় জেলা কোনটি?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বংশাল, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

রহনপুর, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ২৪শে অক্টোবর শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় গোমস্তাপুর উপযেলার রহনপুর অডিটোরিয়ামে সোনামণি চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে 'সোনামণি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে এক সোনামণি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও যেলা 'সোনামণি'র প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আবুল হুসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের চাঁপাই নবাবগঞ্জ-২ আসনের মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য মুহাম্মাদ গোলাম মুছতফা বিশ্বাস। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গোমস্তাপুর উপযেলা নির্বাহী অফিসার মামূনুর রশীদ, রহনপুর পৌরসভার মেয়র গোলাম রব্বানী বিশ্বাস, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আরীফুল ইসলাম, রাজশাহী মহানগর 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. সৈয়দ আবু আব্দুল্লাহ মুর্তযা ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুবীনুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি জসীমুদ্দীন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে সাখাওয়াত হুসাইন।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১২ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স-এর পূর্ব পার্শ্বস্থ মসজিদে 'সোনামণি' রাজশাহী মহানগর, রাজশাহী-পূর্ব ও পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব আইয়ুব আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক দুররুল হুদা। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস, রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাস্টার সিরাজুল ইসলাম, রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুর রহীম, সাধারণ সম্পাদক যিল্লুর রহমান, রাজশাহী-পশ্চিম যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আশরাফুল ইসলাম ও বাগমারা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা সুলতান মাহমূদ। অনুষ্ঠানে আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে পরিচালক করে রাজশাহী মহানগর, আনোয়ার হুসাইনকে পরিচালক করে রাজশাহী-পূর্ব ও আনোয়ার শরীফকে পরিচালক করে রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার সাত সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়।

ঘোলহাড়িয়া, পবা, রাজশাহী ১৩ই নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১১-টায় ঘোলহাড়িয়া ইসলামিক স্কুল মাঠে ঘোলহাড়িয়া শাখার উদ্যোগে এক সোনামণি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। শাখার সোনামণির উপদেষ্টা ও শাখা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ রুস্তম আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক নাজীদুল্লাহ, সোনামণি রাজশাহী মহানগরীর পরিচালক আসাদুল্লাহ আল-গালিব ও সহ-পরিচালক শাহরিয়ার হুসাইন।

সত্য বলা

তাসনীম আব্দুল্লাহ ফুয়াদ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

সত্য কথা বলবে সবে
সত্য হ'ল মুক্তির পথ,
এ পথে চললে মিলবে নাজাত।
মিথ্যা কথা বলবে না কেউ
মিথ্যা বলা মহাপাপ,
মিথ্যা হ'ল ধ্বংসের পথ।
এস সবাই সত্য বলি
হকের পথে জীবন গড়ি,
কুরআন-হাদীছ মেনে চলি
তবেই পরকালে মিলবে জান্নাত।

***

Contents

স্বদেশ

প্রিন্স আব্দুল আযীয উদ্যোক্তা পুরস্কার জিতল বাংলাদেশী কিশোর

অন্ধকে পথ দেখাবে স্মার্ট কন্ট্রোল গ্লাস

অন্ধ ও চলাচলে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য স্মার্ট কন্ট্রোল গ্লাস তৈরী করে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি হিসাবে প্রিন্স আব্দুল আযীয উদ্যোক্তা পুরস্কার জিতেছে বাংলাদেশী কিশোর নাজমুছ ছাকিব। ঢাকা বিএসআইআর স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র ছাকিব ৪০টি দেশের অংশগ্রহণে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় সেরা পুরস্কারটি জিতে নেয়।

তার আবিষ্কৃত স্মার্ট কন্ট্রোল গ্লাস ব্যবহার করে অন্ধরা পথ চলতে পারবে। চলার পথে ডানে-বামে ১৮০ ডিগ্রী কোণে কোন বস্তুর অস্তিত্ব পেলেই সংকেত দেবে এ গ্লাস। তাছাড়া এ গ্লাস ব্যবহার করে প্যারালাইজড অথবা অন্য কোন কারণে চলাফেরায় অক্ষম ব্যক্তি রুমের লাইট, ফ্যান চালাতে এবং বন্ধ করতে পারবেন।

গত ৩রা নভেম্বর রিয়াদের রিজ কার্ল্টন হোটেলে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তার হাতে পুরস্কার তুলে দেন দ্য সেনটেনিয়াল ফাণ্ডের বোর্ড অব ডিরেক্টর আব্দুল আযীয মোতাইরী। ছাকিব জানায়, তাদের পাশের বাসায় একজন অন্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তার চলাফেরা দেখে এই স্মার্ট কন্ট্রোল গ্লাস বানানোর চিন্তা আসে। মাত্র ৩ হাযার টাকায় তার স্মার্ট কন্ট্রোল গ্লাস কেনা যাবে।

[আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের কল্যাণে এমনি করেই এক একজনের মাধ্যমে এক একটি হেদায়াত প্রেরণ করেন। অতএব তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা (স.স.)]

২ লাখ ৪০ হাযার সূদ দেয়ার পরও আসল ৪০ হাযার টাকা বাকি; দাদন ব্যবসায়ীর পক্ষে পুলিশ

রাজশাহীর তানোরে সূদখোর দাদন ব্যবসায়ীর দাদনের টাকা আদায়ে পুলিশের আল্টিমেটামে মিরা দাস নামের এক প্রতিবন্ধী বিধবা গ্রেফতার আতঙ্কে পরিবার নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে। তানোর পৌর সদরের শিবতলা গ্রামে অমানবিক এ ঘটনা ঘটেছে। জানা গেছে, ২০০৯ সালে উক্ত গ্রামের স্বপন কুমার দাস প্রতিবেশী দাদন ব্যবসায়ী বিমল চন্দ্র দাসের কাছে ফাঁকা চেকবই ও ৩০০ টাকা মূল্যের ফাঁকা নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প দিয়ে প্রতি মাসে চার হাযার টাকা সূদে ৪০ হাযার টাকা দাদন নেয়। এরপর সে মাসে চার হাযার টাকা করে গত প্রায় ৫ বছরে শুধু সূদ দিয়েছে প্রায় ২ লাখ ৪০ হাযার টাকা। গত ডিসেম্বর মাসে তার মৃত্যুর পর সূদখোর বিমল এখনো তার কাছে ৪০ হাযার টাকা পাবে বলে তার প্রতিবন্ধী বিধবা স্ত্রীকে বিভিন্নভাবে ভয়-ভীতি ও হুমকি দিতে থাকে এবং ঐ বিধবার বিরুদ্ধে তানোর থানায় অভিযোগ করে। যার প্রেক্ষিতে থানার এসআই মুছত্বফা উক্ত প্রতিবন্ধী বিধবাকে থানায় ডেকে দাদনের টাকা পরিশোধের জন্য এক মাসের সময় বেঁধে দিয়েছে। ফলে ঐ প্রতিবন্ধী বিধবা পরিবার-পরিজন নিয়ে গ্রেফতার আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। এ ব্যাপারে সূদখোর দাদন ব্যবসায়ী বিমল চন্দ্র দাস বলেন, আমি কাউকে জোর করে দাদন দেইনি। তারা বিপদে পড়ে দাদনে টাকা নিয়েছেন তাহ'লে সূদের টাকা তো দিতেই হবে। টাকা পরিশোধ করলে তো আর সূদ নিতে পারতাম না।

[মুসলমানদের সরকার কি তাহ'লে সূদখোর যালেমদের সহযোগী? আল্লাহকে ভয় কর (স.স.)]

ঢাবিতে বিজ্ঞান ও মানবিক বিভাগে প্রথম হয়েছে দুই মাদ্রাসা শিক্ষার্থী

ঢাবিতে বিজ্ঞান ও মানবিক বিভাগে প্রথম হয়েছে দুই মাদ্রাসা শিক্ষার্থী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত 'ঘ' ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। এতে ৯.৯৮ শতাংশ শিক্ষার্থী পাস করেছে। ফেল করেছে ৯০.০৬ শতাংশ শিক্ষার্থী। পরীক্ষায় বিজ্ঞান শাখা থেকে প্রথম হয়েছেন তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসার শিক্ষার্থী আব্দুল্লাহ আল-মামূন। তাঁর প্রাপ্ত স্কোর ১৭৬.৩০। অন্যদিকে মানবিক শাখা থেকে প্রথম হয়েছে আরেক মাদ্রাসার শিক্ষার্থী আব্দুছ ছামাদ। তাঁর প্রাপ্ত স্কোর ১৭৬।

[ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে উত্তম চপেটাঘাত। আল্লাহকে ধন্যবাদ (স.স.)]

চারদেশীয় সড়ক যোগাযোগ : পুরোটাই ভারতের লাভ

বহুল আলোচিত চারদেশীয় সড়ক যোগাযোগ চুক্তি নিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে বহু আশার বাণী শোনানো হ'লেও সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, কার্যতঃ এ চুক্তি 'অন্ধকে হাতি দেখানোর' নামান্তর। আন্তঃদেশীয় এ যোগাযোগের মাধ্যমে বাংলাদেশের ঝুলিতে নতুন কিছুই জুটছে না। বরং চারদেশীয় যোগাযোগের নামে ভারতকে ট্রানজিট দেয়া নিশ্চিত করা হয়েছে। ভারতকে ট্রানজিট দেয়া ইস্যুতে দেশের সর্বস্তরের মানুষ প্রতিবাদী হওয়ায় সুকৌশলে চার দেশীয় সড়ক যোগাযোগ প্রসঙ্গ সামনে আনা হয়েছে। এ চুক্তি কার্যকর হ'লে বাংলাদেশের লাভের খাতা শূন্যই থাকবে। আর লাভের পুরোটাই ভারত ঘরে তুলবে- এমনটাই মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। চারদেশীয় সড়ক যোগাযোগের মোড়কে ভারতীয় যান চলাচল নিশ্চিত করতে বাংলাদেশকে ব্যয় করতে হবে প্রায় ১ লাখ ১০ হাযার কোটি টাকা। নামে 'চারদেশীয় কানেকটিভিটি' বলা হ'লেও থিম্পুতে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী ভারতের মাত্র তিনটি শহর তথা কলকাতা, শিলিগুড়ি ও গুয়াহাটি পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকছে বাংলাদেশের যানবাহন চলাচল। যার মধ্যে কলকাতাই কেবল বাণিজ্যিক শহর। অপরদিকে ভারত বাংলাদেশের ভূখণ্ডের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত ব্যবহার করতে পারবে। চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের দুই সমুদ্রবন্দর ব্যবহারের সুবিধা পাচ্ছে ভারত। এদিকে বাংলাদেশের উপর দিয়ে চলাচলকারী যানবাহনের জন্য প্রস্তাবিত শুল্কের ৭৬ শতাংশ কমানোর প্রস্তাব করেছে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রণালয়। বিবিআইএন অনুযায়ী, রুট চূড়ান্ত করা হ'লেও শুল্ক নিয়ে এখনো চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি বাংলাদেশ। তবে শুল্কের বিষয়টি চূড়ান্ত হওয়ার আগেই আগামী জানুয়ারী থেকে চার দেশের মধ্যে যান চলাচল শুরুর ঘোষণা দিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

সাবেক রাষ্ট্রদূত মুহাম্মাদ হুমায়ূন কবীরের মতে, শুধুমাত্র তিনটি শহরেই সীমাবদ্ধ থাকা নয়, বাংলাদেশকে নানা শর্ত দিয়ে আটকে দেয়া হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশের পণ্যবাহী গাড়ি নির্দিষ্ট গন্তব্যে পণ্য খালাস করে খালি গাড়ি নিয়ে ফিরে আসতে হবে। যাত্রীবাহী ও ব্যক্তিগত গাড়ির ক্ষেত্রেও একই শর্ত প্রযোজ্য। তিন শহরের বাইরে যেতে না পারায় এবং খালি গাড়ি ফিরে আসতে হ'লে প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশী ব্যবসায়ীরা ভারতে তাদের পণ্য প্রবেশ করাতে উৎসাহিত হবে না। ট্রাক-কাভার্ডভ্যান পণ্য খালাস করে খালি ফেরায় যাওয়া ও আসার ভাড়া পণ্যের মালিককে বহন করতে হবে। এতে ভারতে বাংলাদেশী পণ্যের মূল্য বেড়ে যাবে। ফলে ব্যবসায়ীরা ভারতে পণ্য রপ্তানিতে নিরুৎসাহিত হবে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. তারেক শামসুর রহমান বলেন, ট্রানজিট, ট্রান্সশিপমেন্ট বা কানেকটিভিটি- আমরা যে নামেই এ ব্যবস্থাকে চিহ্নিত করি না কেন, মূল বিষয় হচ্ছে একটি যে, এতে একতরফাভাবে ভারতই লাভবান হচ্ছে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আনু মুহাম্মাদ এক মন্তব্যে বলেন, প্রকৃতপক্ষে এ চুক্তির প্রধান দিক, ভারতের এক অঞ্চলের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের যোগাযোগের করিডোর ব্যবস্থা। 'কানেকটিভিটি বা সংযুক্ততা নামক শব্দ ব্যবহার আসলে এ বিষয়টি আড়ালের চেষ্টা, এটা বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। এদিকে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এক প্রতিবেদনে প্রকাশ করেছে যে, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর যোগাযোগ ব্যবস্থায় বাংলাদেশ এ অর্থ (১ লাখ ১০ হাযার কোটি টাকা) ব্যয় করলে সেখানেও একচ্ছত্রভাবে লাভবান হবে ভারত।

[সরকার সাহসী ও দেশপ্রেমিক হ'লে অবশ্যই তাকে এ চুক্তি বাতিল করতে হবে (স.স.)]

Contents

বিদেশ

ফ্রান্সে ঋণের দায়ে গোটা পরিবারের আত্মহত্যা!

ফ্রান্সের একটি বাড়িতে তিন শিশু ও তাদের বাবা-মাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। দেশটির উত্তরাঞ্চলীয় লিলে শহরের কাছে এ ঘটনা ঘটেছে। তিনটি শিশুর বয়স যথাক্রমে ছয় মাস, চার বছর ও ১০ বছর। তাদের মাতার বয়স ৪০ ও পিতার বয়স ৪২ বছর। পিতার লিখিত চিরকুট থেকে জানা যায়, ঐ ব্যক্তি (পুরুষ) ঋণগ্রস্ত হওয়া এবং বড় ধরনের আর্থিক সমস্যায় পড়ায় এ কাজ করেছেন। প্রতিবেশীর ভাষ্য অনুযায়ী পরিবারটি প্রায় এক বছর ধরে ঐ এলাকায় বাস করে আসছে।

[পরাশক্তিগুলির অন্যতম ফ্রান্সের নাগরিকদের এই দুর্গতির কারণ হ'ল সেদেশের পুঁজিবাদী অর্থনীতি। ন্যায় বিচারভিত্তিক ইসলামী অর্থনীতি চালু করাই এর একমাত্র সমাধান। ধনিক শ্রেণী আল্লাহকে ভয় করবেন কি? (স.স.)]

ইরাক যুদ্ধে 'ভুলে'র জন্য টনি ব্লেয়ারের দুঃখ প্রকাশ

সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার ২০০৩ সালে মার্কিন বাহিনীর নেতৃত্বে ইরাকে সামরিক অভিযান চালানোর সময় যেসব 'ভুল' হয়েছিল, তার জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন। ঐ যুদ্ধের পরিণামেই চরমপন্থী সংগঠন আইএস-এর উত্থান হয় বলে তিনি স্বীকার করেন। সিএনএনের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, যে গোয়েন্দা তথ্য আমরা পেয়েছিলাম, তা ভুল ছিল। এজন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করছি। কারণ তিনি (সাদ্দাম) নিজ দেশের জনগণের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে এবং অন্যদের বিরুদ্ধে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করলেও সেটার মাত্রা আমরা যে রকম ভেবেছিলাম, ঠিক সে রকম ছিল না। ইরাকের ঐ যুদ্ধই আইএসের উত্থানের কারণ কি না, প্রশ্ন করা হ'লে ব্লেয়ার বলেন, এমন দাবীর পক্ষে 'সত্যের উপাদান' রয়েছে। যারা ২০০৩ সালে সাদ্দামকে উৎখাত করেছিল, ২০১৫ সালে ইরাক পরিস্থিতির কোন দায় তাদের নেই এমনটা বলা যায় না।

উল্লেখ্য, সাদ্দাম সরকারের পতনের পর ইরাক বিশৃংখলায় নিমজ্জিত হয় এবং পরবর্তী কয়েক বছর দেশটিতে গোষ্ঠীগত সহিংসতা ভয়াবহ আকারে বেড়ে যায়। পাশাপাশি উত্থান ঘটে চরমপন্থী সংগঠন আল-কায়েদা ও আইএসের। নিহত হয় লাখ লাখ ইরাকী।

[এ ভুল অন্য কেউ করলে তাকে যুদ্ধাপরাধীর মামলা দিয়ে ফাঁসি দেওয়া হ'ত এক্ষণে টনি ও বুশদের কি হবে? (স.স.)]

লাখ টাকার গহনা ফিরিয়ে দিলেন রিকশাচালক মুহাম্মাদ নূর

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ। পূজার ভিড়ে ঠাসা রাস্তায় কয়েক ঘণ্টা রিকশা চালানোর পরে চালক মুহাম্মাদ নূর একটু বিশ্রাম নেওয়ার জন্য থেমে হঠাৎ সিটের দিকে নযর পড়তেই দেখলেন মেয়েদের একটি হাতব্যাগ। ব্যাগের চেন খুলে দেখেন প্রায় দুইতিন লাখ টাকা মূল্যের সোনার গহনা ও অন্যান্য জিনিসপত্র। বিভিন্ন লোকের সাথে যোগাযোগ করে অবশেষে থানায় গিয়ে মূল মালিককে ফিরিয়ে দিতে পেরেছেন তার হারানো সম্পদ। শহর-লাগোয়া বিহারের মান্নাপাড়ায় থাকেন তিনি। রিকশা চালান ইসলামপুর এলাকায়। অভাবের সংসার হ'লেও সম্পদগুলি নিয়ে তার তেমন কোন উত্তাপ নেই। বরং নির্লিপ্তভাবে বললেন, অন্যের টাকা নিয়ে আমি কী করব! গতরে খেটে যা রোজগার করব, তা দিয়েই সংসার চলে যাবে। পুলিশের সামনেই মালিক রুমকী দেবীর নিকটে ব্যাগ হস্তান্তর করেন নূর। দেখা যায়, প্রায় ৬ ভরি সোনার গয়না, মোবাইল ফোন, সব একদম ঠিকঠাক। এ ঘটনার পরে এলাকায় কার্যত 'হিরো' বনে গিয়েছেন নূর। ইসলামপুর থানার আইসি মুকসেদুর রহমান বলেন, 'এখনকার দিনে এমন সৎ মানুষের খোঁজ মেলা ভার। ওকে কুর্নিশ জানাই। ব্যাগের মালিক রুমকী যাকে সামনে পাচ্ছেন তার কাছেই নূরের তারিফ করছেন। বললেন, 'সংসারে যার এত অভাব, তিনি এত সৎ হ'তে পারেন, ভাবতেই পারছি না। কত বড় মাপের মানুষ উনি!

[জী হ্যাঁ! এটাই ইসলাম। ঈমানী শক্তিই তাকে উন্নত মানুষে পরিণত করেছে (স.স.)]

শ্রীনগর হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায় : কাশ্মীর ভারতের অংশ নয়

জম্মু-কাশ্মীর ভারতের অংশ নয়। সংবিধানে একে সীমিত সার্বভৌম ভূখণ্ডের মর্যাদা দেয়া হয়েছে উল্লেখ করে সম্প্রতি এক ঐতিহাসিক রায় দিয়েছে রাজ্যটির হাইকোর্ট। বিচারপতি হাসনাই মাসঊদী ও বিচারপতি জনক রাজ কোতয়ালের ডিভিশন বেঞ্চ ৬০ পৃষ্ঠার এই রায় দেন। আদালত বলেছেন, সংবিধানের ৩৫(এ) অনুচ্ছেদে বিদ্যমান আইনে কাশ্মীরকে সুরক্ষা দেয়া হয়েছে। ৩৭০ অনুচ্ছেদকে অস্থায়ী বিধান হিসাবে উল্লেখ করা হ'লেও একবিংশ ধারায় এটিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই ধারা সংবিধানে 'অস্থায়ী, অপরিবর্তনশীল ও বিশেষ বিধান' নামে স্থায়ী স্থান করে নিয়েছে। আইনসভায় এটি সংশোধন, বাতিল বা রদ করা যাবে না। ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) দীর্ঘদিন ধরে ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের দাবী জানাচ্ছে। বর্তমানে তারা কেন্দ্রীয় সরকারে থাকায় বিষয়টি আরো গুরুত্ব পেয়েছে।

এদিকে আদালতের এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছে স্থানীয় দলগুলো এবং রাজনৈতিক নেতারা, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের প্রতিনিধিরা। তারা এটিকে মাইলফলক রায় হিসাবে উল্লেখ করে বলেন, এখন সময় ৩৭০ অনুচ্ছেদকে আরো শক্তিশালী করা। এ বিষয়ে হুররিয়াত নেতা শাব্বির আহমাদ শাহ বলেন, বিভক্তির আগেও কাশ্মীর ভারতের ছিল না। এখনো ভারতের অংশ হ'তে দেব না। উল্লেখ্য, ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভের পর কাশ্মীর নিয়ে ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্ব শুরু হয়। ১৯৪৭-৪৮ সালে কাশ্মীর নিয়ে এই দুই দেশে প্রথম যুদ্ধ হয়। এরপর জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয় এবং একটি অংশ পাকিস্তানের অধীনে যায়, যা পাকিস্তান আযাদ কাশ্মীর বলে এবং অপর অংশটি যায় ভারতের অধীনে, যাকে তারা জম্মু-কাশ্মীর নামে নামকরণ করে।

[এভাবেই সত্য প্রকাশিত হয়। এক্ষণে গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী ভারতের নেতারা এ রায় মানবেন কি? (স.স.)]

২০১৫ সালে নোবেল বিজয়ী যারা

২০১৫ সালে ৬টি বিষয়ে মোট ১০ জন ব্যক্তি ও ৪টি প্রতিষ্ঠান নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। **চিকিৎসা** বিজ্ঞানে কেঁচো ক্রিমি থেকে সৃষ্ট রোগ প্রতিকার ও ম্যালেরিয়ার নতুন চিকিৎসাপদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করছেন যথাক্রমে আয়ারল্যান্ডের উইলিয়াম সি ক্যাম্পবেল ও জাপানের ওমুরা এবং চীনের ইউইউ ত। পদার্থের অণুতে নিউট্রিনোর রূপ বদলের স্বরূপ খুঁজতে গিয়ে এই কণার ভর থাকার ইংগিত পেয়ে জাপানের তাকাকি কাজিটা ও কানাডার আর্থার বি. ম্যাকডোনাল্ড নামে দুই বিজ্ঞানী পেয়েছেন **পদার্থ বিজ্ঞানের** নোবেল। জীবন্ত কোষ কি করে তার ক্ষতিগ্রস্ত ডিএনএ মেরামত করে, আর কেমন করে জিনে থাকা তথ্যের সুরক্ষা দেওয়া হয়- সেই প্রশ্নের উত্তর বিশ্ববাসীর নিকটে স্পষ্ট করে **রসায়নে** নোবেল পেয়েছেন তিন বিজ্ঞানী। তারা হ'লেন সুইডেনের টোমাস লিন্ডাল, যুক্তরাষ্ট্রের পল পল মডরি ও তুরস্কের আযীয সানজার। এর মধ্য দিয়ে ক্যান্সার চিকিৎসায় নতুন সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে। **সাহিত্যে** নোবেল পেয়েছেন ৬৭ বছর বয়সী বেলারুশ লেখক সলতিয়েনা আলেক্সিয়েভিচ। চেরনোবিল এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে রেকর্ড করা হাযার হাযার সাক্ষাৎকারকে আবেগময় সাহিত্যে পরিণত করে তিনি এক নতুন ধরনের রচনা সৃষ্টি করেন। **অর্থনীতি**তে নোবেল পেয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির অর্থনীতির অধ্যাপক ইঙ্গো-মার্কিন অর্থনীতিবিদ অ্যানগাস ডেটন। ভোগ, দারিদ্র ও জনকল্যাণ বিষয়ে গবেষণার জন্য তাকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। তিউনিসিয়ায় ২০১১ সালের বিপ্লবের পর সেখানে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও গণতন্ত্রের ধারা সুসংহত করার জন্য **শান্তি**তে নোবেল পেয়েছে দেশটির চারটি সংগঠনের একটি জোট। নোবেল কমিটি বলেছে, ন্যাশনাল ডায়ালগ কোয়ার্টেট নামের শান্তি আলোচক ঐ জোটটি তিউনিসিয়ায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বিশেষ অবদান রেখেছে।

Contents

মুসলিম জাহান

দক্ষিণ সুদানে ৩০ হাযার মানুষ অনাহারে

জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী দক্ষিণ সুদানের যুদ্ধপীড়িত এলাকা গুলোতে ৩০ হাযারের বেশী মানুষ অনাহারে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছে। লোকজন তাদের সামনে আর কোন সহায়ক শক্তিকে দেখতে পাচ্ছে না। সেখানের সাধারণ মানুষ যে মানবেতর অবস্থায় জীবনযাপন করছে, তা বিশ্বের সকল স্তরের মানুষেরই জানা। জাতিসংঘ সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছে, সুদানের হাযার হাযার লোক রয়েছে যারা দুর্ভিক্ষের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। দক্ষিণ সুদানের ২২ মাস ধরে গৃহযুদ্ধ চলছে। যুদ্ধে নৃশংসতা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ রয়েছে। সেখানের মানুষের প্রতি কোন মানবিক আচরণ করা হচ্ছে না। অন্তত ৩০ হাযার লোক চরম খাদ্যাভাবে বাস করছে এবং তারা দিনের পর দিন অনাহারে কাটিয়ে মৃত্যুর সম্মুখীন হচ্ছে।

ইসলামের অবমাননাকারী সঊদী ব্লগার পেল ইউরোপীয়ান শান্তি পুরস্কার

ইসলামের অবমাননা করে শাস্তি ভোগরত সঊদী ব্লগার রাইফ বাদাবীকে 'শাখারভ শান্তি পুরস্কার' দিয়েছে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট। রাইফ বাদাবীকে সঊদী সরকার চাবুক মারার শাস্তি দেয়ার পর তা বিশ্বজুড়ে ব্যাপকভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। রাইফ বাদাবী যেন শাখারভ শান্তি পুরস্কার গ্রহণ করতে পারেন সেজন্যে তাকে মুক্তি দেয়ার জন্য সঊদী বাদশাহ সালমানের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন ইউরোপীয় পার্লামেন্টের প্রেসিডেন্ট মার্টিন শুলজ। ইসলাম ধর্মের অবমাননা করায় বাদাবীকে দশ বছরের জেল এবং এক হাযার দোররা মারার শাস্তি দেয়া হয়। দেশটির সুপ্রীমকোর্টও তার বিরুদ্ধে এই সাজা বহাল রাখে। রাইফ বাদাবী 'ফ্রী সঊদী লিবারেলস' নামে একটি ওয়েবসাইটের প্রতিষ্ঠাতা। ২০১২ সালে তাকে ইসলামের অবমাননার দায়ে সাজা দেয়া হয়। ইতিমধ্যে এ বছরের জানুয়ারীতে তাকে ৫০টি দোররা মারা হয়েছে। কিন্তু বাকী দোররা মারা স্থগিত রাখা হয়। আন্দ্রে শাখারভ পুরস্কার পাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে আছেন নেলসন ম্যাণ্ডেলা, অং সান সুকি এবং মালালা ইউসুফজাই।

[ইসলামের অবমাননাকারীরাই ইহূদী-খৃষ্টানদের প্রিয় হবে এটাতো স্বাভাবিক। এদের মুখে গণতন্ত্র, ধর্মীয় অধিকার ইত্যাদি কথা মানায় না (স.স.)]

অবরুদ্ধ গাযায় আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ছে

হামাসের শাসনাধীন অবরুদ্ধ গাযায় তরুণদের আত্মহত্যার প্রবণতা ক্রমেই বাড়ছে। যুদ্ধবিগ্রহ আর দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত এখানকার মানুষ। ২০০৮ সাল থেকে অভিশপ্ত ইহূদীদের সাথে তিন তিনবার যুদ্ধ হয়েছে তাদের। গত বছরের ইসরাঈলী হামলার পর গাযার অবস্থা সবচেয়ে বেশী করুণ হয়ে পড়ে। এখন সেখানে খাবার নেই, কাজ নেই, নানা সমস্যা। ১৮ লাখ মানুষের দারিদ্র্যের ভারে নুয়ে পড়েছে গাযা। এখানে একদিকে চলছে ইসরাঈলী অবরোধ। অন্যদিকে মিসরও সীমান্ত পথ বন্ধ করে রেখেছে। পানি ও বিদ্যুৎ সুবিধা সীমিত। বিশ্বে এখন সবচেয়ে বেশী বেকার এখানে। ৬০ শতাংশের বেশী মানুষের কোন কাজ নেই। ৩৯ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করছে। ৮০ শতাংশ মানুষই সহায়তার ওপর নির্ভরশীল। মুসলিম অধ্যুষিত গাযায় ঐতিহ্যগত ও ধর্মীয়ভাবে আত্মহত্যা নিষিদ্ধ। তাই সরকারীভাবে আত্মহত্যার হিসাব না পেলেও নিরাপত্তা বাহিনীর একটি সূত্র জানায়, আত্মহত্যার সংখ্যা আতঙ্কজনক। ৩০ বছরের মুহাম্মাদ আবু আসী তাদের একজন। বিষ পান করার পর কয়েক দিন তিনি কোমায় ছিলেন। তিনি বলেন, সন্তানদের মুখে খাবার জুটাতে পারি না আমি। তাই পিতা হয়ে চোখের সামনে ওদের মৃত্যু দেখার চেয়ে বরং নিজে মরতে চেয়েছিলাম। আবু আসী বলেন, এখানে তরুণ, বৃদ্ধ সবাই গরীব। একটা মানুষকে যখন জীবন-মৃত্যুর মধ্যে একটাকে বেছে নিতে হয়, তখনই বোঝা যায় আসলে আমাদের আর কিছু নেই। জাতিসংঘের উন্নয়ন সংস্থা বলছে, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে গাযা সামাজিক, স্বাস্থ্যগত ও নিরাপত্তাজনিত জটিলতার কারণে বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়বে।

[আল্লাহ তুমি মযলূমদের সাহায্য কর (স.স.)]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

কাঁচ দিয়ে তৈরী হ'ল ব্রিজ

চীন প্রথমবারের মত কাঁচ ব্যবহার করে একটি সাসপেনশন ব্রিজ তৈরী করেছে। চীনের হুনান প্রদেশের পিংইং কাউন্টির জাতীয় ইকোপার্কে নির্মাণ করা হয়েছে ৯৮৪ ফুট দীর্ঘ এই সেতুটি। স্থানীয় দু'টি পাহাড়ের মধ্যে সংযোগকারী এই ব্রিজটি নির্মাণ করা হয়েছে সমতল থেকে ৫শ' ৯১ ফুট উপরে। 'সাহসী মানুষের সেতু' নামের এ সেতুটি সম্প্রতি খুলে দেয়া হয় দর্শনার্থীদের জন্য। প্রাথমিক নকশায় এই ব্রিজটিতে কাঠের পাটাতন ব্যবহার করার কথা থাকলেও পরে তার পরিবর্তে স্বচ্ছ টেম্পার্ড গ্লাস ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেন প্রকৌশলীরা। সাধারণের চেয়ে ২৫ গুণ শক্ত প্রায় ১ ইঞ্চি পুরু কাঁচ ব্যবহার করা হয়েছে এই ব্রিজটি নির্মাণে। বিশেষ ধরনের জুতা পায়ে দিয়ে এই ব্রিজে উঠতে হয় দর্শনার্থীদের। মানুষের স্বভাবজাত উচ্চতাভীতি থাকলেও প্রতিদিনই দলে দলে বহু পর্যটক এসে ভিড় করছেন এই সেতুটি দেখতে। চীনের এই ব্রিজটি এ যাবতকালে নির্মিত সবচেয়ে দীর্ঘ গ্লাস সাসপেনশন ব্রিজ।

[দূর অতীতে সাবা-র রাণী বিলক্বীস সুলায়মান (আঃ)-এর স্বচ্ছ স্ফটিক নির্মিত প্রাসাদে প্রবেশকালে সেটাকে স্বচ্ছ গভীর পানির আধার ভেবে ভ্রমে পতিত হন এবং পায়ের নলা উন্মুক্ত করে ফেলেন' (নামল ২৭/৪৪)। আজ থেকে প্রায় ৩০০০ বছর পূর্বে যদি মধ্যপ্রাচ্যের বুকে শাম ও ইরাক অঞ্চলে সর্বযুগের বিস্ময় হিসাবে সর্বোচ্চ প্রযুক্তির আবিষ্কার ও ব্যবহার করার দৃষ্টান্ত থাকতে পারে, তাহ'লে এ যুগে এতে বিস্ময়ের কিছু নেই (স.স.)]

এক ব্যাটারীতে মোবাইল চলবে ২০ বছর

মোবাইলের ব্যাটারী নিয়ে দুর্ভোগের শেষ নেই। নষ্ট হওয়া, দ্রুত চার্জ শেষ হওয়া ইত্যাদি নিয়ে সমস্যা লেগেই থাকে। তবে এবার মনে হয় দুর্ভোগের অবসান ঘটাতে চলেছেন বিজ্ঞানীরা। এক ব্যাটারীতেই চলে যাবে ২০ বছর। অর্থাৎ ফোন সেকেলে হয়ে গেলেও, ব্যাটারী থাকবে সতেজ। এমন মোবাইল ব্যাটারীই তৈরী করে ফেলেছেন বিজ্ঞানীরা।

তারা জানিয়েছেন, লিথিয়াম আয়নের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে টাইটেনিয়াম ডাইঅক্সাইড জেল। আর এতেই মিলেছে আশাতীত সাফল্য। বিজ্ঞানীদের দাবী অনুযায়ী, নতুন এই মোবাইলের ব্যাটারী ফুল চার্জ হ'তে ২ মিনিটও লাগবে না। অন্য ব্যাটারীর থেকে ১০ গুণেরও বেশী সময় চার্জ থাকবে। তাছাড়া অন্য ব্যাটারী যেখানে ৫০০ বারের বেশী রিচার্জ হ'লে ক্ষমতা হারায়, এক্ষেত্রে রিচার্জের ক্ষমতা ১০ হাযার বার। আগামী দু'বছরের মধ্যেই বাজারে চলে আসবে অধিক শক্তিশালী এই ব্যাটারী।

মেইলের জবাব দেবে গুগলের কৃত্রিম বুদ্ধিমান সফটওয়্যার

হাতে অনেক কাজ কিংবা অনেক ব্যস্ততা। মেইলের জবাব দেওয়ার সময় নেই! ইনবক্স ব্যবহারকারীদের আর মেইলের উত্তর লেখা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। মেইলের স্বয়ংক্রিয় জবাব দেওয়ার জন্য একটি সফটওয়্যার বা টুল তৈরী করছে গুগল, যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা খাটিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মেইলের উত্তর পাঠিয়ে দিতে সক্ষম হবে। গুগল জানিয়েছে, কোন মেইলের উত্তর দ্রুত দিতে হবে তা বুঝতে পারবে এই টুলটি এবং সেই মেইলের জবাব হিসাবে উপযুক্ত শব্দ নিজেই বাছাই করবে। জবাব পাঠানোর আগে ব্যবহারকারীকে তিনটি পসন্দসই উত্তর বেছে নেওয়ার জন্য বলা হবে। এভাবে উত্তর বাছাই করে দেওয়া হ'লে গুগলের ঐ সফটওয়্যারটি কোন মেইলের উত্তর কীভাবে দেওয়া হয় তা দ্রুত শিখে যাবে। গুগলের ইনবক্সের বিনামূল্যের সংস্করণেই এটি ব্যবহার করা যাবে।

Contents

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

॥ যেলা সম্মেলন ॥

রাজশাহী-পূর্ব

আশূরা চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিখাদ ইসলামী সমাজ কায়েমে ব্রতী হউন

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

রাজশাহী ২৪শে অক্টোবর শনিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলার চারঘাট থানাধীন বাদুড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয় ময়দানে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** জনগণের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, মানবতার শত্রু ফেরাঊন ও তার বাহিনী আল্লাহ্র হুকুমে সাগরে ডুবে মরা এবং নবী মূসা ও তাঁর নিরীহ অনুসারীদের মুক্তির দিনটি ছিল ১০ই মুহাররম। সে উপলক্ষে আল্লাহ্র শুকরিয়া জানিয়ে মূসা (আঃ) আশূরার ছিয়াম রাখতেন। এর সাথে শাহাদাতে হুসায়েন-এর কোন সম্পর্ক নেই কেবল ঘটনা দু'টির তারিখ একই দিন হওয়া ছাড়া। মূসার চেতনা ছিল কুফরের বিরুদ্ধে তাওহীদের চেতনা। অথচ ইয়াযীদ ও হুসায়েন ছিলেন একই তাওহীদী চেতনার অনুসারী। অতএব নাজাতে মূসা ও শাহাদাতে হুসায়েনকে একত্রে গুলিয়ে ফেলে রাজনৈতিক ফায়েদা হাছিল করা ঠিক নয়। তিনি দেশের সরকার ও জনগণকে নির্ভেজাল তাওহীদী আক্বীদায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শান্তিময় সমাজ গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ ইদরীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফ্ফর বিন মুহসিন, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার শিক্ষক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আইয়ূব আলী সরকার, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আব্দুর রহীম, জামিরা এলাকা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আবূ সাঈদ প্রমুখ।

আমীরে জামা'আতের চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও টাঙ্গাইল সফর

চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও টাঙ্গাইলে সুধী সমাবেশ ও যেলা সম্মেলন সমূহে যোগদানের উদ্দেশ্যে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** গত ২৯শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার বিকালের কোচে ঢাকায় অতঃপর পরদিন সকাল ৮-টার ফ্লাইটে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম পৌঁছেন। চট্টগ্রাম বিমান বন্দরে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শামীম আহসান, সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক শেখ সাদী সহ যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। ঢাকা থেকে আমীরে জামা'আতের সফরসঙ্গী হন লালমাটিয়া হাউজিং সোসাইটি কলেজের প্রভাষক মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম। চট্টগ্রাম পৌঁছে তিনি উত্তর পতেঙ্গাস্থ জনাব আব্দুর রহমানের বাড়ীতে আতিথেয়তা গ্রহণ করেন।

জুম'আর খুৎবা : দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী, সাগর তীরবর্তী ঐতিহ্যবাহী নগরী চট্টগ্রামের পতেঙ্গা থানাধীন স্টীল মিল সংলগ্ন হোসেন আহমাদ পাড়ায় নব প্রতিষ্ঠিত এবং 'ইসলামিক কমপ্লেক্স' রাজশাহীর অধীনে পরিচালিত 'বায়তুর রহমান আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স'-য়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আত পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। সমবেত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত খুৎবায় তিনি বলেন, জ্ঞান সম্পন্ন প্রাণী হিসাবে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক মতভেদ থাকবে এটাই স্বাভাবিক। সেটি দূরীকরণের একটি পথই মাত্র রয়েছে আল্লাহ্র বিধানের সামনে মাথা নত করা। যারা সেটা করেন তারাই 'মুসলিম'। আর আল্লাহ্র বিধান সমূহ রয়েছে পবিত্র কুরআনে ও ছহীহ হাদীছ সমূহে। অতএব দুনিয়ায় শান্তি ও পরকালে মুক্তি চাইলে মানুষকে কুরআন ও হাদীছের অনুসারী হ'তে হবে। আর তার ব্যাখ্যা হ'তে হবে সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী। নিজেদের মনগড়া বুঝ অনুযায়ী নয়। তিনি বলেন, মতভেদ দূর করার জন্য আমাদেরকে এ পথেই এগিয়ে আসতে হবে।

এ সময়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আত নগরীর এই গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স-এর জন্য জমি দান করায় আমেরিকা প্রবাসী জনাব আব্দুশ শাকূরের জন্য খাছ দো'আ করেন এবং এটিকে অত্রাঞ্চলে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র মারকায হিসাবে কবুলের জন্য মহান আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করেন।

উল্লেখ্য যে, সারাদিন টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যেও শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপুল সংখ্যক মুছল্লী আমীরে জামা'আতের খুৎবা শুনার জন্য মসজিদে সমবেত হন। কিন্তু মসজিদে স্থান সংকুলান না হওয়ায় অনেককে বাহিরে ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে বক্তব্য শুনতে হয়। অতঃপর খুৎবা শেষে পর পর তিনটি জামা'আতে ছালাত আদায় করতে হয়। মসজিদে মহিলাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা ছিল।

যেলা কার্যালয় উদ্বোধন : জুম'আর ছালাত শেষে আমীরে জামা'আত মসজিদ সংলগ্ন যেলা 'আন্দোলন'-এর নতুন কার্যালয় উদ্বোধন করেন। এ সময়ে সমবেত দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, বাণিজ্যিক রাজধানী হিসাবে এখানে সারা দেশ থেকে মানুষ আসবে। তাদের নিকটে আহলেহাদীছ আন্দোলনের দাওয়াত পেশ করা এবং প্রতিবেশী ভাই-বোনদের মধ্যে বিশেষ করে যুবসমাজের মধ্যে দাওয়াত প্রসারের জন্য সাংগঠনিক নির্দেশনা অনুযায়ী আপনারা নিয়মিতভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করুন। সেই সাথে বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলে দাওয়াত প্রসারে আত্মনিয়োগ করুন।

সুধী সমাবেশ : অতঃপর বাদ আছর থেকে পূর্ব ঘোষিত সুধী সমাবেশের কার্যক্রম শুরু হয়। যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ শামীম আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত 'আলেমদের মধ্যে মতভেদের স্বরূপ ও তা দূরীকরণের উপায়' শীর্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন *(নেট থেকে শুনুন)*।

সুধী সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন।

কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে যাত্রা অতঃপর ফিরে আসা : পরদিন ৩১শে অক্টোবর শনিবার সকাল ৯-টার গ্রীনলাইন কোচ যোগে আমীরে জামা'আত ও তাঁর সফরসঙ্গীগণ কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। উল্লেখ্য, 'কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে' যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা সম্মেলনের সকল প্রস্তুতি সম্পন্নের পর স্থানীয় প্রশাসন বিনা কারণে মাত্র একদিন আগে সম্মেলনের অনুমতি বাতিল করে দেয়। ফলে দায়িত্বশীলদের সাথে মতবিনিময় এবং পূর্বেই বিমানের টিকেট কাটা থাকায় কক্সবাজার হয়ে ঢাকা ফেরার উদ্দেশ্যে আমীরে জামা'আত কক্সবাজারের পথে রওয়ানা হন।

Contents

দুঃখজনক যে, ৯০ কিলোমিটার পথ যাওয়ার পর বাধ সাধে কক্সবাজারের স্থানীয় প্রশাসন। কক্সবাজার প্রবেশ করলেই গ্রেফতার করা হবে এমন ন্যাক্কারজনক হুমকি প্রদান করে প্রশাসনের কাণ্ডজ্ঞানহীন কর্তা ব্যক্তিরা। বাধ্য করা হয় মাঝপথ থেকে পুনরায় চট্টগ্রাম ফিরে আসতে। অতঃপর ভাড়া করা মাইক্রো যোগে বেলা আড়াইটার দিকে রওয়ানা হয়ে ভাঙ্গা রাস্তা মাড়িয়ে অত্যন্ত কষ্ট করে রাত ৮-টায় তারা চট্টগ্রাম পৌঁছেন। অতঃপর চট্টগ্রামে রাত্রি যাপন করে পরদিন সকাল ৯-টার বিমান যোগে আমীরে জামা'আত ও তাঁর সাথীরা ঢাকায় পৌঁছেন।

টাঙ্গাইল যেলা সম্মেলনে যোগদান : চট্টগ্রাম থেকে ফিরে আমীরে জামা'আত ঢাকায় অধ্যাপক আশরাফুল ইসলামের বাসায় রাত্রি যাপন করেন। অতঃপর পরদিন ২রা নভেম্বর টাঙ্গাইল যেলা সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে ভোর ৬-টার ধূমকেতু ট্রেন যোগে তিনি টাঙ্গাইলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। সকাল সাড়ে ৮-টায় টাঙ্গাইল ষ্টেশনে পৌঁছলে সেখানে তাকে অভ্যর্থনা জানান যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল্লাহ আল-মামূন ও অন্যান্য কর্মীগণ। ছাতিহাটীতে পৌঁছে তিনি জনাব ওছমান গণীর বাড়ীতে অবস্থান করেন। অতঃপর যেলার কালীহাতী থানাধীন ছাতিহাটী সম্মিলিত ঈদগাহ ময়দানে সকাল ১০-টা থেকে মাগরিব পর্যন্ত অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে সমবেত শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আসুন আমরা নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করি। সর্বব্যাপী জাহেলিয়াতের গাঢ় অন্ধকারে ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে চলি। সমাজের উল্টা স্রোতকে সোজা পথে ফিরিয়ে আনার জন্য আসুন আমরা সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহ্র বিধান প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করি।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াজেদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, ঢাকা মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খত্বীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব, জামালপুর-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী, যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আব্দুল মাজেদ, সহ-সভাপতি ছালাহুদ্দীন প্রমুখ। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন 'আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী'র প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম ও মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকার ছাত্র ইবরাহীম ও আব্দুর রহমান।

দায়িত্বশীল সভা : বাদ আছর মুহতারাম আমীরে জামা'আত যেলার দায়িত্বশীলগণের সাথে বৈঠকে মিলিত হন এবং যেলার সার্বিক দাওয়াতী ও সাংগঠনিক কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হন। তিনি তাঁদেরকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। এ সময় যেলা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মজলিসে শূরা সদস্য জামালপুর-দক্ষিণ যেলা সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রহমান।

উল্লেখ্য যে, বক্তব্য শুরুর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে আমীরে জামা'আত হঠাৎ নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে অসুস্থ বোধ করেন। অতঃপর কিছু সময় চুপ থাকেন ও পানি পান করেন। উপস্থিত সকলে তাঁর জন্য খাছ দো'আ করতে থাকেন। ক্ষণিক পর স্বস্তিবোধ করলে তিনি ধীরে ধীরে বক্তব্য শুরু করেন। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ।* সম্মেলন শেষে আমীরে জামা'আত যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সহ-সভাপতি গত ২৪শে অক্টোবর ষ্ট্রোক করে আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণকরী ক্বারী আব্দুর রশীদের বাড়ীতে গমন করেন এবং শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন ও তাদেরকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দেন। ইতিপূর্বে তিনি তার কবর যেয়ারত করেন। মুহতারাম আমীরে জামা'আত এখানে ১৯৯৭ সালে জামে মসজিদ নির্মাণ করে দেন। যা এখন দোতলা করা হয়েছে।

রাজশাহী প্রত্যাবর্তন : একটানা পাঁচ দিনের সাংগঠনিক সফর শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত টাঙ্গাইল হ'তে সন্ধ্যা সাতটায় মাইক্রো যোগে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে রাত সাড়ে দশটায় নওদাপাড়া মারকাযে পৌঁছেন। ফালিল্লা-হিল হাম্দ।

দেশব্যাপী যেলা কমিটি সমূহ পুনর্গঠন

২৭. রংপুর ২১শে সেপ্টেম্বর সোমবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রংপুর যেলার উদ্যোগে শহরের পূর্ব খাসবাগ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার খায়রুল আযাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'যুবসংঘ'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক আদনান। সভা শেষে মাস্টার খায়রুল আযাদকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আতীকুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৮. গোপালগঞ্জ ১৫ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গোপালগঞ্জ যেলার উদ্যোগে শহরের মিয়াঁপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম জনাব ফরহাদ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পিরোজপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ও বাগেরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা আহমাদ আলী। সভা শেষে মাস্টার সোহরাব হোসাইনকে আহ্বায়ক এবং মুহাম্মাদ ফরহাদ হোসাইন ও এস. এম. রেযওয়ান আহমাদকে সদস্য করে যেলা আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

২৯. টাঙ্গাইল ১৭ই অক্টোবর শনিবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' টাঙ্গাইল যেলার উদ্যোগে শহরের ভবানীগঞ্জ-পাতুলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াজেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। সভা শেষে মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াজেদকে সভাপতি ও আব্দুল্লাহ আল-মামূনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩০. সিরাজগঞ্জ ১৯শে অক্টোবর সোমবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিরাজগঞ্জ যেলার উদ্যোগে কামারখন্দ থানাধীন বড়কুড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা ও সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তাযার

Contents

সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শামীম ও কামারখন্দ থানাধীন বরদুল দাখিল মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা আনোয়ার। সভা শেষে মুহাম্মাদ মুর্তাযাকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আব্দুল মতীনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩১. ময়মনসিংহ ২১শে অক্টোবর বুধবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ময়মনসিংহ যেলার উদ্যোগে যেলার ত্রিশাল থানাধীন নওদার শেখ ছাবেত আলী হাফিযিয়া মাদরাসায় যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা ও সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. আব্দুল কাদেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আবুল কালাম, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ছফিরুদ্দীন ও যেলা 'সোনামণি' পরিচালক মুহাম্মাদ আলী প্রমুখ। সভা শেষে ডা. আব্দুল কাদেরকে সভাপতি ও মাওলানা ছফিরুদ্দীনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩২. গাযীপুর ২২শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাযীপুর যেলার উদ্যোগে মণিপুর বাজার কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। সভা শেষে মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলমকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৩. সিলেট ২২শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিলেট যেলার উদ্যোগে শহরের মীরের ময়দানস্থ 'কিউসেট ইনস্টিটিউটে'র অফিস কক্ষে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ফায়যুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। সভা শেষে ফায়যুল ইসলামকে সভাপতি ও আব্দুল কাবীরকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৪. পিরোজপুর ২২শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পিরোজপুর যেলার উদ্যোগে যেলার স্বরূপকাঠি থানাধীন সোহাগদল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল হামীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম। সভা শেষে অধ্যাপক আব্দুল হামীদকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ ওয়ালিউল্লাহকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৫. বরিশাল ২৩শে অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বরিশাল যেলার উদ্যোগে যেলার উযীরপুর থানাধীন সোলক আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম, পিরোজপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভা শেষে ইবরাহীম কাওছার সালাফীকে সভাপতি ও মুস্তাফীযুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৬. মৌলভীবাজার ২৩শে অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মৌলভী বাজার যেলার উদ্যোগে কুলাউড়া উপযেলা সদরের দক্ষিণ মাগুরায় 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক কমিটির সদস্য জনাব আবু মুহাম্মাদ সোহেল (সোহায়েল)-এর বাসায় যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক মুহাম্মাদ ছাদেকুন নূর-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। সভা শেষে জনাব ছাদেকুন নূরকে সভাপতি ও আবু মুহাম্মাদ সোহেলকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৭. নরসিংদী ২৩শে অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নরসিংদী যেলার উদ্যোগে পাঁচদোনা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি কাযী আমীনুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা সিরাজুল ইসলাম। সভা শেষে মাওলানা কাযী আমীনুদ্দীনকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ দেলাওয়ার হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৮. কুমিল্লা ২৪শে অক্টোবর শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুমিল্লা যেলার উদ্যোগে শহরের শাসনগাছা ইসলামিক কমপ্লেক্স জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা সিরাজুল ইসলাম। সভা শেষে মাওলানা ছফিউল্লাহকে সভাপতি ও মাওলানা মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৯. মেহেরপুর ২৫শে অক্টোবর রবিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মেহেরপুর যেলার উদ্যোগে যেলার সদর থানাধীন উত্তর শালিখা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা ও সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। মেহেরপুর সদর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আযীমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয়

Contents

সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মানছূরুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মুমিন, মুজিব নগর উপযেলা সভাপতি আযমাতুল্লাহ, চুয়াডাঙ্গা যেলার দামুড়হুদা উপযেলা সভাপতি নযরুল ইসলাম মাস্টার ও মেহেরপুর পৌর কলেজের শিক্ষক আহসানুল হক প্রমুখ। সভা শেষে মাওলানা মানছূরুর রহমানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ তারীকুযযামানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪০. নাটোর ২৯শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নাটোর যেলার উদ্যোগে যেলার বড়াইগ্রাম থানাধীন মালিপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আব্দুল আযীযের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ড. মুহাম্মাদ আলী। সভা শেষে ড. মুহাম্মাদ আলীকে সভাপতি ও আব্দুল্লাহিল কাফীকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪১. চট্টগ্রাম ৩০শে অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ এশা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চট্টগ্রাম যেলার উদ্যোগে শহরের উত্তর পতেঙ্গাস্থ বায়তুর রহমান আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স সংলগ্ন যেলা কার্যালয়ে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শামীম আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। সভা শেষে জনাব শামীম আহসানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ শেখ সাদীকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪২. বাগেরহাট ৭ই নভেম্বর শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বাগেরহাট যেলার উদ্যোগে শহরের উপকণ্ঠে আল-মারকাযুল ইসলামী কালদিয়া সংলগ্ন জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি সরদার আশরাফ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। সভা শেষে সরদার আশরাফ হোসাইনকে সভাপতি ও মাওলানা যুবাইর ঢালীকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪৩. খুলনা ৭ই নভেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' খুলনা যেলার উদ্যোগে শহরের গোবরচাকা মুহাম্মাদিয়া জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক গোলাম মোক্তাদির ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। সভা শেষে মাওলানা জাহাঙ্গীর আলমকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ মুযযাম্মিল হককে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪৪. যশোর ১০ই নভেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ১১-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' যশোর যেলার উদ্যোগে যেলার মণিরামপুর থানাধীন চণ্ডিপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. আ.ন.ম. বযলুর রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। সভা শেষে ডা. আ.ন.ম. বযলুর রশীদকে সভাপতি ও অধ্যাপক আকবার হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪৫. জামালপুর ১১ই নভেম্বর বুধবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জামালপুর-দক্ষিণ যেলার উদ্যোগে যেলার সরিষাবাড়ী থানাধীন সেঙ্গুয়া ফাযিল মাদরাসা সংলগ্ন জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ। সভা শেষে অধ্যাপক বযলুর রহমানকে সভাপতি ও ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারীকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪৬. ঢাকা ১৪ই নভেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা যেলার উদ্যোগে বংশালস্থ যেলা কার্যালয়ে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। সভা শেষে মুহাম্মাদ আহসানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ তাসলীম সরকারকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

মৃত্যু সংবাদ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' টাঙ্গাইল যেলার সাবেক সহ-সভাপতি ক্বারী মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ (৮৫) গত ২৪শে অক্টোবর শনিবার দুপুর ২-টা ৩০ মিনিটে যেলার কালীহাতি থানাধীন ছাতিহাটী গ্রামের নিজ বাড়ীতে স্ট্রোক করেন। অতঃপর তাকে টাঙ্গাইল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হ'লে ডাক্তাররা তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। ঢাকা নেওয়ার পথে কালিয়াকৈর পৌঁছলে তিনি মৃত্যুবরণ করেন *(ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন)*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ ছেলে, ৪ মেয়ে রেখে গেছেন। পরদিন রবিবার সকাল ১১-টায় ছাতিহাটী সম্মিলিত ঈদগাহ ময়দানে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন তার কনিষ্ঠ পুত্র মাওলানা মুহাম্মাদ হারূণ। অতঃপর তাকে ছাতিহাটী গ্রামের কবরস্থানে দাফন করা হয়। জানাযায় যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুল ওয়াজেদ ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন ও অন্যান্য কর্মীগণ এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

[আমরা তার রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি- সম্পাদক]

Contents

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৮১) : পৃথিবী না আসমান সর্বপ্রথম সৃষ্টি হয়েছে?

-মুজীবুর রহমান, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : আল্লাহ প্রথমে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আসমান সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেন, 'তিনিই সেই সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবকিছু। অতঃপর তিনি মনঃসংযোগ করেন আকাশের দিকে। অতঃপর তাকে সপ্ত আকাশে বিন্যস্ত করেন। আর তিনি সকল বিষয়ে জ্ঞাত' *(বাক্বারাহ ২/২৯)*। তিনি আরো বলেন, আপনি বলে দিন, তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করবে যিনি দু'দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন? ...তারপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করেন। তা ছিল ধোঁয়া।..' *(ফুছছিলাত/হামীম সাজদাহ ৪১/৯-১১)*। ইবনু কাছীর, শাওকানীসহ জমহূর মুফাসসিরগণ বলেন, আল্লাহ প্রথমে পৃথিবী সৃষ্টি করেন তারপর আসমান সৃষ্টি করেন। কারণ যমীন হ'ল ভিত্তি। আর কোন কিছুর ভিত্তি প্রথমে স্থাপন করা হয়, তারপর ছাদ' *(তাফসীর উক্ত আয়াত)*।

তবে সূরা নাযি'আতে এর বিপরীত বর্ণিত হয়েছে। সেখানে এসেছে, তোমাদের সৃষ্টি অধিক কঠিন, না আকাশের সৃষ্টি? যা তিনি নির্মাণ করেছেন। তিনি তার ছাদকে সুউচ্চ করেছেন। অতঃপর তাকে বিন্যস্ত করেছেন। ... পৃথিবীকে এর পরে তিনি বিস্তৃত করেছেন। সেখান থেকে তিনি নির্গত করেছেন পানি...' *(নাযি'আত ৭৯/২৭-৩২)*। প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের সাথে এ আয়াতটির বাহ্যিক বিরোধ সম্পর্কে মুফাসসিরগণ বলেন, আল্লাহ তা'আলা প্রথমে যমীনকে অবিস্তৃত আকারে সৃষ্টি করেন। অতঃপর আসমান সৃষ্টি করেন। এরপর যমীনকে প্রসারিত করে তাতে পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, গাছ-পালা ইত্যাদি স্থাপন করেন' *(কুরতুবী, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ২৯ আয়াত; শানক্বীতী, আযওয়াউল বায়ান, তাফসীর সূরা ফুছছিলাত ১০ আয়াত)*।

প্রশ্ন (২/৮২) : তাহাজ্জুদ ফউত হওয়ার আশংকা থাকায় এশার ছালাতের পর বিতর পড়লে শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়ার পর পুনরায় বিতর পড়তে হবে কি?

-ছফিউদ্দীন আহমাদ, পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তর : পুনরায় বিতর পড়তে হবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'এক রাতে দুই বিতর নেই' *(তিরমিযী হা/৪৭০; আবুদাঊদ হা/১৪৩৯)*। আর তাহাজ্জুদ ফউত হওয়ার আশংকা থাকলে রাতের প্রথম ভাগে বিতর ছালাতের পর দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করলে সেটাই তার রাত্রির নফল ছালাতের স্থলাভিষিক্ত হবে *(দারেমী, মিশকাত হা/১২৮৬; ছহীহাহ হা/১৯৯৩)*। তাছাড়া ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাহাজ্জুদ আদায় করতে না পারলে সূর্য উদিত হওয়ার পর থেকে যোহরের পূর্ব পর্যন্ত যেকোন সময় বিতরের ক্বাযা আদায় করবে। এতে সে রাতে বিতর আদায়ের নেকী পেয়ে যাবে' *(মুসলিম হা/৭৪৭; মিশকাত হা/১২৪৭; ছহীহুত তারগীব হা/৬৬৩)*। স্মর্তব্য যে, ফজরের ইক্বামতের পূর্ব পর্যন্ত বিতর আদায় করা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি বিতর আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়ল বা ভুলে গেল, সে যেন সকাল হলে বা স্মরণ হ'লে তা আদায় করে নেয়' *(আবুদাঊদ হা/১৪৩১; তিরমিযী হা/৪৬৬; মিশকাত হা/১২৬৮)*। হাদীছটির ব্যাখ্যায় শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, ফজর উদিত হওয়ার পর থেকে ছালাত শুরুর পূর্ব পর্যন্ত বিতর আদায় করা যায়। যেমন ইবনু ওমর, আয়েশা ও অনেকে করতেন' *(মাজমূ' ফাতাওয়া ২৩/৮৯; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ১৮১)*।

প্রশ্ন (৩/৮৩) : ইমাম ছাহেব জুম'আ ব্যতীত অন্য ওয়াক্তে মসজিদে কোন সুৎরা ছাড়াই সামনে এক কাতার স্থান খালি রেখে ইমামতি করেন। এটা জায়েয হবে কি?

-হারূনুর রশীদ, চট্টগ্রাম।

উত্তর : এভাবে ছালাত আদায়ে বাধা নেই। কারণ দেওয়াল বেষ্টিত মসজিদের দেওয়াল অথবা মসজিদের ক্বিবলার দিকের খাম্বা বা খুঁটিই মুছল্লীর জন্য সুৎরা। নতুন করে ইমামের সামনে সুৎরা দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন (৪/৮৪) : হান্নান ও মান্নান কি আল্লাহ্র গুণবাচক নাম? আল্লাহ নামটিও কি গুণবাচক নামসমূহের অন্তর্ভুক্ত?

-আব্দুল হান্নান, ঢাকা।

উত্তর : মান্নান (অধিক দাতা) আল্লাহ্র গুণবাচক নামসমূহের মধ্যে অন্যতম, যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(আবুদাঊদ হা/১৪৯৫; তিরমিযী হা/৩৫৪৪; মিশকাত হা/২২৯০, সনদ ছহীহ)*। তবে হান্নান (অধিক স্নেহশীল) আল্লাহ্র ছিফাতী নাম মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তা যঈফ *(আহমাদ হা/১৩৪৩৫; সিলসিলা যঈফাহ হা/১২৪৯)*। তাই হান্নান নাম রাখায় বাধা নেই। আর 'আল্লাহ' হ'ল ইসমে যাত বা সত্তাগত নাম। এটিই আল্লাহর প্রকৃত নাম *(আবুদাঊদ হা/১৪৯৬, ৩৮৫৭; মিশকাত হা/২২৯১; যঈফাহ হা/৬১২৪-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্ন (৫/৮৫) : হাইকোর্টের বিচারপতিগণকে এডভোকেটদের বাধ্যগতভাবে 'মাই লর্ড' বলে সম্বোধন করতে হয়। অথচ শব্দটি আল্লাহ ব্যতীত কারো ব্যাপারে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ বলে আমরা জানি। এক্ষণে এটা বলা যাবে কি?

-আবু ইজতিহাদ অহী, কুমিল্লা।

উত্তর : এটি গোলামী যুগে এদেশে ইংরেজদের চালুকৃত একটি আদালতী পরিভাষা। এটি ইংল্যাণ্ডে সম্মানসূচক সম্বোধনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন Oxford ডিকশনারীতে বলা হয়েছে, My Lord : (in Britain) a title of respect used when speaking to a judge, bishop or some male members of the nobility (people of high social class). অর্থাৎ বৃটেনে 'মাই লর্ড' বলতে বিচারক, বিশপ এবং উচ্চ সামাজিক মর্যাদা সম্পন্ন পুরুষের প্রতি সম্মানসূচক সম্বোধনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়'। সুতরাং বিচারককে সম্মানসূচক সম্বোধনের ক্ষেত্রে 'মাই লর্ড' বলা ইংল্যাণ্ডের পরিভাষায় দোষণীয় নয়। লর্ড শব্দটি ইংরেজরা গড-এর ক্ষেত্রেও ব্যবহার করে থাকেন *(ঐ)*। অতএব এ জাতীয় দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা থেকে বেঁচে থাকাই উত্তম। এক্ষেত্রে 'মহামান্য বা মাননীয় বা বিজ্ঞ আদালত' বলা যেতে পারে।

প্রশ্ন (৬/৮৬) : জেহরী ছালাত সমূহ বাড়িতে বা মসজিদে একাকী পড়ার ক্ষেত্রে ক্বিরাআত সরবে না নীরবে পাঠ করতে

হবে? এসময় ইক্বামত দিতে হবে কি?

-মুহাম্মাদ হারূনুর রশীদ, চট্টগ্রাম।

উত্তর : বাড়িতে বা মসজিদে, একাকী হৌক বা জামা'আতে হৌক, যে ওয়াক্তের ছালাত রাসূল (ছাঃ) যেভাবে আদায় করেছেন, তা সেভাবেই আদায় করা আবশ্যক *(বুখারী হা/৬৩১)*। তবে মসজিদে বা জনবহুল স্থানে যেখানে অপর মুছল্লীর অসুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেসব স্থানে নীরবে বা নীচু কণ্ঠে ক্বিরাআত করাই উত্তম। রাসূল (ছাঃ) ই'তিকাফে থাকাকালীন সময়ে এক ব্যক্তি সরবে ক্বিরাআত করলে তিনি বলেন, তোমাদের প্রত্যেকে তার রবের সাথে গোপনে কথা (মুনাজাত) বলে থাকে। অতএব তোমাদের কেউ যেন কাউকে সরবে ক্বিরাআত পাঠ করে কষ্ট না দেয় *(আবুদাউদ হা/১৩৩২; ছহীহাহ হা/১৬০৩)*। আর একাকী হৌক বা জামা'আতে হৌক উভয় ক্ষেত্রে ইক্বামত দেওয়া সুন্নাত *(মুসলিম হা/৬৮০, আবুদাউদ হা/৪৩৫; ইবনু হিব্বান হা/১৬৬০)*।

প্রশ্ন (৭/৮৭) : ইহরামের কাপড়ের নীচে ছোট প্যান্ট জাতীয় কিছু পরা যাবে কি?

-তাওহীদ যামান, ঢাকা।

উত্তর : ইহরাম অবস্থায় পুরুষের জন্য সেলাইযুক্ত কোন কাপড় পরিধান করা নিষিদ্ধ *(বুখারী হা/১৫৩৬, ৫৮৪৭; মিশকাত হা/২৬৭৮)*। তবে মহিলাগণ এসব ব্যবহার করতে পারবেন। কেননা তাদের জন্য ইহরামের পৃথক কোন কাপড় নেই।

প্রশ্ন (৮/৮৮) : প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহার পর একই সূরা পাঠে কোন বাধা আছে কি?

-মুহিউদ্দীন, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : এতে কোন বাধা নেই। আল্লাহ বলেন, কুরআন থেকে তোমার যা সহজ তা পাঠ কর' *(মুযযাম্মিল ৭৩/২০)*। একদা রাসূল (ছাঃ) ফজরের দু'রাক'আত ছালাতেই সূরা যিলযাল পাঠ করেন' *(আবুদাউদ হা/৮১৬, সনদ হাসান)*। অন্য একদিন তিনি মাগরিবের দু'রাক'আতেই সূরা আ'রাফ (অর্থাৎ তার কিছু অংশ) পাঠ করেন' *(তিরমিযী হা/৩০৮; ইবনু মাজাহ হা/৮৩১, সনদ ছহীহ)*। তবে এসবই সাময়িক আমল। অধিকাংশ সময় তিনি ভিন্ন ভিন্ন সূরা পাঠ করতেন। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) খুব কমই দু'রাক'আতে একই সূরা পাঠ করেছেন' *(যাদুল মা'আদ ১/২০৭)*। অতএব প্রত্যেক রাক'আতে ভিন্ন ভিন্ন সূরা বা আয়াত পাঠ করাই উত্তম। যদিও একই সূরা পাঠে বাধা নেই।

প্রশ্ন (৯/৮৯) : সূদী অর্থ সমাজকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করা যায়। এক্ষণে এ উদ্দেশ্যে পিতার জমাকৃত টাকা নতুনভাবে ব্যাংকে রেখে লভ্যাংশ গ্রহণ করা জায়েয হবে কি?

-আরিফ, উত্তরা, ঢাকা।

উত্তর : এ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ বাধ্যগত অবস্থায় ব্যাংকে টাকা রাখার কারণে প্রাপ্ত সূদ থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যেই প্রাপ্ত লভ্যাংশ সমাজকল্যাণ খাতে ব্যয় করার অনুমতি রয়েছে। যার মাধ্যমে নেকী অর্জনের কোন সুযোগ নেই। এক্ষণে ইচ্ছাকৃতভাবে সমাজকল্যাণে ব্যয় করার লক্ষ্যে ব্যাংকে রেখে সূদ গ্রহণ করলে গুনাহগার হ'তে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَـــنْ جَمَعَ مَالًا حَرَامًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ، وَكَانَ إِصْرُهُ عَلَيْـــهِ 'যে ব্যক্তি হারাম সম্পদ উপার্জন করল এবং তা দ্বারা ছাদাক্বা করল। তার জন্য কোন নেকী নেই। বরং এর গোনাহ তার উপরেই বর্তাবে' *(ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৩৩৫৬, ছহীহুত তারগীব হা/৮৮০)*।

প্রশ্ন (১০/৯০) : আমার মৃত পিতা ছালাত আদায় করতেন না। এক্ষণে তার সম্পদের প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করা সন্তানদের জন্য হালাল হবে কি?

-আকায়েদুল ইসলাম, কাদিরগঞ্জ, রাজশাহী।

উত্তর : অবহেলাবশতঃ ছালাত পরিত্যাগ করে থাকলে তার সম্পদ তার সন্তানরা গ্রহণ করতে পারবে। কারণ এরূপ ছালাত পরিত্যাগকারী ব্যক্তি কবীরা গোনাহগার। পক্ষান্তরে যদি তিনি ছালাতের ফরযিয়াতকে 'অস্বীকার' করে ছালাত পরিত্যাগ করে থাকেন, তবে তিনি 'কাফের' হিসাবে গণ্য হবেন *(মুসলিম হা/৮২; মিশকাত হা/৬১, ৫৮০)*। এমতাবস্থায় তার সম্পদ পরিবারের মাঝে বণ্টন হবে না। বরং তা বায়তুল মাল হিসাবে জমা করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, মুসলিম কোন কাফিরের ওয়ারিছ হবে না এবং কাফির কোন মুসলিমের ওয়ারিছ হবে না' *(বুখারী হা/৬৭৬৮; মুসলিম হা/১৬১৪; মিশকাত হা/৩০৪৩)*।

প্রশ্ন (১১/৯১) : আমি একজন পুলিশ। দুর্গাপূজার সময় দায়িত্বরত অবস্থায় মন্দির থেকে প্রদত্ত টিফিন খাওয়া যাবে কি?

-মুহাম্মাদ হেলাল, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তর : পূজা উপলক্ষে তাদের দেয়া টিফিন খাওয়া যাবে না। কারণ এতে শিরকের সমর্থন ও সহযোগিতা করা হবে। আল্লাহ তা'আলা পাপ ও সীমালংঘনের কাজে সহযোগিতা করতে নিষেধ করেছেন *(মায়েদাহ ৫/২; লাজনা দায়েমা, ফৎওয়া নং ২৮৮২)*।

প্রশ্ন (১২/৯২) : হাদিয়া ফেরৎ দেওয়ার ব্যাপারে শরী'আতের বিধান কি? বিশেষত অসৎ নিয়তে যে হাদিয়া প্রদান করা হয় সেক্ষেত্রে করণীয় কি?

-মাঈদুল ইসলাম, ফরিদপুর।

উত্তর : ইসলাম পরস্পরকে হাদিয়া দিতে উৎসাহিত করেছে। পরস্পরের মাঝে ভালোবাসা সৃষ্টিতে তা সহায়ক হয় *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫৯৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা দাওয়াত কবুল কর এবং হাদিয়া ফেরৎ দিয়ো না ...' *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১৫৭; আহমাদ হা/৩৮৩৮, সনদ ছহীহ)*। তিনি বলেন, কারো নিকটে তার মুসলিম ভাইয়ের পক্ষ থেকে যদি কোন হাদিয়া আসে, অথচ তার প্রতি তার কোন কামনা নেই, এক্ষেত্রে তা ফিরিয়ে না দিয়ে সে যেন তা গ্রহণ করে। কারণ এটা এমন রিযিক, যা আল্লাহ তা'আলা তার জন্য ব্যবস্থা করেছেন *(আহমাদ; ছহীহাহ হা/১০০৫)*। তবে যৌক্তিক কারণে হাদিয়া ফেরৎ দেওয়া যায়। রাসূল (ছাঃ) আবওয়া নামক স্থানে ইহরাম অবস্থায় থাকাকালে জনৈক ব্যক্তি একটি বন্য গাধা হাদিয়া হিসাবে দিলে তিনি তা ফেরৎ দেন। এতে লোকটি মন খারাপ করলে তিনি বলেন, আমরা হাদিয়া ফেরৎ দেই না। কিন্তু ইহরাম অবস্থায় থাকার কারণে ফেরৎ দিলাম *(বুখারী হা/১৮২৫; মুসলিম হা/১১৯৩; মিশকাত হা/২৬৯৬)*। আর অসৎ উদ্দেশ্যে হাছিলের উদ্দেশ্যে কেউ হাদিয়া প্রদান করলে তা গ্রহণ করা যাবে না। যেমন বেতনভুক কর্মচারী কর্তৃক অন্যদের নিকট থেকে হাদিয়া গ্রহণ করা *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৭৯)*। ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে ঋণদাতার পাওনার অতিরিক্ত হাদিয়া গ্রহণ করা *(বুখারী হা/৩৮১৪; ইরওয়া হা/১৩৯৭)* ইত্যাদি।

প্রশ্ন (১৩/৯৩) : সফর অবস্থায় ছালাত ক্বছর করতেই হবে এরূপ কোন বাধ্যবাধকতা আছে কি?

-মেহদী হাসান, সাতক্ষীরা।

Contents

উত্তর : এরূপ কোন বাধ্যবাধকতা নেই। আল্লাহ বলেন, 'যখন তোমরা সফর কর, তখন ছালাতে ক্বছর করায় তোমাদের কোন দোষ নেই' *(নিসা ৪/১০১)*। সফর অবস্থায় ছালাতে 'ক্বছর' করা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বান্দাদের প্রতি একটি উপহার স্বরূপ। আর উপহার যে গ্রহণ করাই উত্তম, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যেমন- ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এটি ছাদাক্বা। আল্লাহ তা'আলা (ছালাত 'ক্বছর' করার অনুমতি দানের মাধ্যমে) তোমাদের প্রতি এটি ছাদাক্বা হিসাবে দিয়েছেন। অতএব তোমরা তাঁর ছাদাক্বা গ্রহণ কর' *(মুসলিম হা/৬৮৬, মিশকাত হা/১৩৩৫)*। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ), আবুবকর, ওমর ও ওছমান (রাঃ)-এর সাথে সফরে থেকেছি। তাঁরা সফরে দু'রাক'আতের অধিক ছালাত আদায় করতেন না' *(বুখারী হা/১১০২; মুসলিম হা/৬৮৯; মিশকাত হা/১৩৩৮)*।

প্রশ্ন (১৪/৯৪) : দ্বিতীয় বিবাহের জন্য স্ত্রীর অনুমতি যরূরী কি? একাধিক স্ত্রীর মাঝে ইনছাফ না করতে পারার পরিণতি কি?

-মাসউদ, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : শারঈ দৃষ্টিতে পূর্ব স্ত্রীর অনুমতির প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তা'আলা মুসলিম পুরুষকে চারজন পর্যন্ত স্ত্রী রাখার অনুমতি দিয়েছেন *(নিসা ৩)*। তবে বিবাহ করার চেয়ে স্ত্রীদের মাঝে ইনছাফ করার বিষয়টি বেশী যরূরী ও কঠিন। এজন্য একাধিক বিবাহের ক্ষেত্রে ইনছাফের বিষয়টি ভাবতে হবে। একাধিক স্ত্রী থাকলে ইনছাফ করা আবশ্যক। কেননা নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'কারো নিকট যদি দু'জন স্ত্রী থাকে আর সে তাদের মাঝে ইনছাফ না করে, তাহ'লে সে ক্বিয়ামতের দিন এক অঙ্গ পতিত অবস্থায় উঠবে' *(নাসাঈ, মিশকাত হা/৩২৩৬)*। তবে পারিবারিক শান্তির স্বার্থে পূর্ব স্ত্রীর সম্মতি গ্রহণ করা ভাল।

প্রশ্ন (১৫/৯৫) : রাসূল (ছাঃ) ক্বাদারিয়া বা তাকদীরকে অস্বীকারকারীদের মাজূসী বা অগ্নিউপাসক বলে আখ্যায়িত করেছেন কি? করলে তার কারণ কি?

-যুবায়ের হাসান, বাগেরহাট।

উত্তর : আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ভাগ্যকে অস্বীকারকারীরা এ উম্মতের অগ্নি উপাসকদের ন্যায়। তারা অসুস্থ হ'লে তোমরা তাদেরকে দেখতে যাবে না। আর মারা গেলে তাদের জানাযায় অংশ নিবে না *(আবুদাঊদ হা/৪৬৯১, সনদ হাসান)*। এর ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিছগণ বলেন, আলো এবং অন্ধকারের ব্যাপারে ক্বাদারিয়াদের সাথে অগ্নি উপাসকদের মতবাদের সাদৃশ্যের কারণে রাসূল (ছাঃ) এরূপ বলেছেন। মজূসীরা ধারণা করে যে, ভাল কথা ও কর্ম আলো থেকে আসে। আর মন্দ কথা ও কর্ম অন্ধকার থেকে আসে। এভাবে তারা দ্বৈতবাদী। তেমনিভাবে ক্বাদারিয়ারা ভালো কাজকে আল্লাহ্‌র সাথে এবং মন্দকর্মকে মানুষ, শয়তান ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্ত করে। অথচ আল্লাহ ভালো-মন্দ উভয়েরই স্রষ্টা। তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কোনটাই সংঘটিত হয় না। সৃষ্টি ও অস্তিত্বে আনয়নের দিক দিয়ে এ দু'টি আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কিত এবং কর্ম ও উপার্জনের দিক দিয়ে এ দু'টি বান্দার সাথে সম্পর্কিত' *(নববী, শরহ মুসলিম ১/১৫৪; আযীমাবাদী, আওনুল মা'বূদ শরহ আবুদাঊদ ১২/২৯৫)*। আল্লাহ হ'লেন কর্মের স্রষ্টা এবং বান্দা হ'ল কর্মের বাস্তবায়নকারী'। অতএব তাওহীদী আক্বীদার সাথে ক্বাদরিয়াদের আক্বীদা পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। যা থেকে বিরত থাকা যরূরী।

প্রশ্ন (১৬/৯৬) : রুকনে ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদ ব্যতীত কা'বাগৃহের অন্য কোন স্থান বরকত লাভের উদ্দেশ্যে স্পর্শ করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-সাখাওয়াত হোসাইন, বরিশাল।

উত্তর : কা'বাগৃহের রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ এবং হাজারে আসওয়াদ চুমা দেওয়া বা ইশারা করার বিষয়টি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(বুখারী, মিশকাত হা/২৫৬৮, ২৫৮৯)*। অন্যান্য স্থানে স্পর্শ করার ব্যাপারে কোন স্পষ্ট নির্দেশনা নেই। একবার হযরত মু'আবিয়া ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) একত্রে ত্বাওয়াফরত অবস্থায় মু'আবিয়া (রাঃ) কা'বাগৃহের সবগুলি রুকন (চারটি কোণ) স্পর্শ করলে ইবনু আব্বাস (রাঃ) তার প্রতিবাদ করে বলেন, কেন আপনি এ দু'টি রুকন স্পর্শ করছেন? অথচ রাসূল (ছাঃ) এ দু'টি স্পর্শ করেননি। জবাবে মু'আবিয়া (রাঃ) বলেন, কা'বাগৃহের কোন অংশই পরিত্যাগ করার নয়। তখন ইবনু আব্বাস আয়াত পাঠ করে শোনালেন, 'তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূলের মধ্যেই উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে' *(আহযাব ২১)*। জবাবে মু'আবিয়া (রাঃ) বললেন, আপনি সত্য বলেছেন' *(ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/২৩২৩; আহমাদ হা/৩৫৩২, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (১৭/৯৭) : জনৈক পিতা তার পুত্রকে বলেন, আল্লাহ্‌র কসম আমি তোকে ত্যাজ্য পুত্র করলাম। এক্ষণে এরূপ কসম করা শরী'আতসম্মত কি? উক্ত কসমের কাফফারা দিতে হবে কি?

-আবু ইজতিহাদ অহী, কুমিল্লা।*

** [নাম শুদ্ধ করুন (স.স.)]*

উত্তর : ইসলামে সন্তানকে ত্যাজ্য করার কোন বিধান নেই। এরূপ করলে পিতা-মাতা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী কবীরা গোনাহগার হিসাবে গণ্য হবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(বুখারী হা/৫৯৮৪; মুসলিম হা/ ২৫৫৬; মিশকাত হা/৪৯২২)*। পক্ষান্তরে সন্তান পিতা-মাতার অবাধ্য হ'লে সেটি কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত হবে। যতক্ষণ না পিতা-মাতা তাকে পাপকর্মে বাধ্য করেন *(লোকমান ৩১/১৫)*।

এক্ষণে পিতাকে কসম ভেঙ্গে সন্তান ফিরিয়ে নিতে হবে এবং কাফফারা আদায় করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমাদের কেউ যদি নিজ পরিবারের ব্যাপারে (সদাচরণ করবে না বলে) কসম করে এবং আল্লাহ কর্তৃক ফরযকৃত কাফফারা আদায় না করে স্বীয় কসমের উপর অটল থাকে, তাহ'লে সে আল্লাহ্‌র নিকটে (কসম ভঙ্গের চাইতে) অধিক গুনাহগার হবে *(বুখারী হা/৬৬২৫, মুসলিম হা/১৬৫০, মিশকাত হা/৩৪১৪)*। কারণ পরিবারের ব্যাপারে এরূপ কসম করা অন্যের ব্যাপারে কসমের তুলনায় অধিকতর পাপ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে কসম করে, পরে অন্যটিকে তা থেকে উত্তম মনে করে, সে যেন তা করে এবং নিজের কসমের কাফফারা দেয় *(মুসলিম হা/১৬৫০, মিশকাত হা/৩৪১৩)*। আর কসম ভঙ্গের কাফফারা হ'ল দশজন মিসকীনকে মধ্যম মানের খাদ্য খাওয়ানো অথবা বস্ত্র দান করা অথবা একটি দাস মুক্ত করা। এতে অসমর্থ হ'লে তিন দিন ছিয়াম পালন করা *(মায়েদাহ ৫/৮৯)*।

প্রশ্ন (১৮/৯৮) : ইয়াযীদ বিন মু'আবিয়া (রাঃ) হোসাইন (রাঃ)-কে হত্যার কারণে ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদকে কোন শাস্তি প্রদান করেছিলেন কি? না করে থাকলে কেন প্রদান করেননি?

-মনোয়ার, পুরানা পল্টন, ঢাকা।

Contents

উত্তর : ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, ইয়াযীদের সকল সৈন্য এমনকি ইয়াযীদ নিজেও এ হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে রাযী ছিলেন না। ...তবে ধারণা করা যায় যে, তিনি যদি তাকে হত্যা করার পূর্বে পেতেন, তাহ'লে ক্ষমা করে দিতেন। যেমনটি তার পিতা তাকে নছীহত করেছিলেন এবং তিনিও স্পষ্টভাবে সেকথা জানিয়েছিলেন। তিনি এজন্য ইবনু যিয়াদকে লা'নত করেছিলেন, গালি দিয়েছিলেন। কিন্তু ক্ষমতা থেকে অপসারণ করেননি বা শাস্তি দেননি' *(আল-বিদায়াহ ৮/২০২-০৩)*। তিনি বলেন, মৃত্যুকালে ইয়াযীদের শেষ কথা ছিল, 'হে আল্লাহ! আমাকে পাকড়াও করো না ঐ বিষয়ে যা আমি চাইনি এবং আমি প্রতিরোধও করিনি এবং আপনি আমার ও ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের মধ্যে ফায়ছালা করুন' *(আল-বিদায়াহ ৮/২৩৯ পৃঃ)*। এক্ষণে সম্ভবতঃ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য তিনি গভর্নর ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।

প্রশ্ন (১৯/৯৯) : ধর্মীয় বিধি-বিধান পালনের ক্ষেত্রে আমি এবং আমার পরিবার উদাসীন। এক্ষণে নিজেদেরকে দ্বীনের পথে ফিরিয়ে আনার জন্য আমাদের কোন দো'আ বা নিয়মিত আমল আছে কি?

-ফাইয়ায ইকরাম, মিসর।

উত্তর : এজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন আল্লাহভীতি এবং প্রবল ইচ্ছাশক্তি। যে আল্লাহ্র ইচ্ছায় আপনি দুনিয়ায় এসেছেন এবং যার ইচ্ছায় আপনি দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবেন, তার হুকুম পালন না করে মৃত্যুবরণ করলে পরিণামে জাহান্নামের কঠিন শাস্তির কথা বারবার স্মরণ করুন। জীবন্ত মানুষের পুড়ন্ত অবস্থা মনের চোখ দিয়ে দেখুন। দুনিয়ার চাকচিক্য সাময়িক। কিন্তু আখেরাত চিরস্থায়ী। তাই নশ্বর দুনিয়ার আকর্ষণে অবিনশ্বর আখেরাত থেকে উদাসীন হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আপনি আল্লাহ্র নামে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিন যে, পরকালে চিরস্থায়ী শান্তির জন্য আমি ইহকালে সবকিছু করব। এজন্য আল্লাহ্র নিকট সাহায্য চান। দেখবেন সত্বর আপনি ফল পাবেন। অতঃপর নিম্নোক্ত আমলগুলি করুন।- (১) আল্লাহকে অধিকহারে স্মরণ করুন *(যারিয়াত ৫১/৫৫)*। (২) সকল ইবাদত খুশূ-খুযূ সহকারে আদায় করুন *(বুখারী হা/৫০)* (৩) বেশী বেশী মৃত্যুকে স্মরণ করুন *(তিরমিযী হা/২৩০৭)* (৪) গুনাহ থেকে দূরে করুন *(ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৪)* (৫) অল্পে তুষ্ট করুন। কারণ অধিক ধনসম্পদের আকাংখা মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে গাফেল করে দেয় *(তাকাছুর ১০২/১)* (৬) অধিক হারে নফল ইবাদত করুন *(বুখারী হা/৬৫০২)*। যেমন তাহাজ্জুদের ছালাত, প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবারে নফল ছিয়াম ইত্যাদি।

এছাড়া নিম্নোক্ত দো'আটি নিয়মিতভাবে পাঠ করবেন। *'ইয়া মুক্বাল্লিবাল কুলূবে ছাব্বিত ক্বালবী 'আলা দ্বীনিকা, আল্লা-হুম্মা মুছাররিফাল কুলূবে ছাররিফ কুলূবানা 'আলা ত্বোয়া-'আতিকা'*। অর্থাৎ 'হে অন্তর সমূহের পরিবর্তনকারী আল্লাহ! তুমি আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপরে দৃঢ় রাখ'। 'হে অন্তর সমূহের পরিবর্তনকারী আল্লাহ! আমাদের অন্তর সমূহকে তোমার আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে দাও' *(তিরমিযী হা/২১৪০; মুসলিম হা/২৬৫৪)*।

প্রশ্ন (২০/১০০) : কা'বা গৃহের দিকে দৃষ্টিপাত করা কি ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-রায়হান কবীর, ঢাকা।

উত্তর : এটি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। এ মর্মে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে সবই যঈফ। যেমন আয়েশা (রাঃ) হ'তে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত, কা'বাগৃহের দিকে তাকিয়ে থাকা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত *(দায়লামী, সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৭০১)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, পাঁচটি জিনিসের দিকে তাকিয়ে থাকা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। যার একটি হ'ল বা'বাগৃহের দিকে তাকিয়ে থাকা। এ বর্ণনাটিও অত্যন্ত যঈফ *(যঈফুল জামে' হা/২৮৫৪-৫৫)*।

প্রশ্ন (২১/১০১) : প্রচলিত আছে যে, ১৯২৯ সালে জাবির বিন আব্দুল্লাহ এবং হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) ইরাকের তৎকালীন বাদশাহ ফয়ছালকে স্বপ্নযোগে তাদের লাশ স্থানান্তরের নির্দেশ দেন। অতঃপর সারা বিশ্বের লাখো মানুষের উপস্থিতিতে তাদের অবিকৃত লাশ স্থানান্তর করা হয়। এ ঘটনার সত্যতা জানতে চাই।

-কাওছার আলম, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর : ঘটনাটি ভিত্তিহীন। কারণ জাবের (রাঃ) ৭৮ হিজরীতে ৯৪ বছর বয়সে মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। তিনি মদীনায় মৃত্যুবরণকারী সর্বশেষ ছাহাবী ছিলেন। মদীনার আমীর আবান বিন ওছমান তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন *(ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ১২/২৮১; ইবনু হাজার, আল-ইছাবাহ, জাবের ক্রমিক ১০২৮; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৭/৪১৯)*। অপরদিকে হুযায়ফা (রাঃ) ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে মাদায়েনের গবর্ণর নিযুক্ত হন এবং ওছমান (রাঃ)-এর শাহাদাত অবধি এ পদে বহাল থাকেন এবং এর ৪০ দিন পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন' *(ইবনু হাজার, আল-ইছাবাহ, হুযায়ফা ক্রমিক ১৬৫২; যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা ৪/২৯)*। উপরন্তু আবুবকর ও ওমর (রাঃ) ব্যতীত কোন ছাহাবীর কবর এভাবে নির্দিষ্ট নেই যে, সেটি অমুক ছাহাবীর কবর হিসাবে চিহ্নিত করা যাবে। অতএব কবর নিয়ে যেকোন বাড়াবাড়ি ও ধারণার উপর ভিত্তি করে কোন সিদ্ধান্ত প্রদান থেকে দূরে থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন (২২/১০২) : শরী'আতের দৃষ্টিকোণ থেকে একজন স্ত্রী থাকা উত্তম, নাকি একাধিক স্ত্রী? বিস্তারিত জানতে চাই।

-ডা. এ.এফ. সুমন, চৌড়হাস, কুষ্টিয়া।

উত্তর : শারীরিক, অর্থনৈতিক ও ইনছাফ রক্ষার ব্যাপারে ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য একাধিক বিবাহ করা উত্তম। কেননা একজন স্ত্রীর প্রতি ইহসান, শিক্ষাদান ও ভরণ-পোষণের ফলে যে নেকী অর্জিত হয়, একাধিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে সে অনুপাতে নেকী বেশী হয় *(উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব)*। তবে উপরোক্ত শর্তাবলী পূরণে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য একজন স্ত্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকাই উত্তম। আল্লাহ বলেন, '...তাহ'লে অন্য মেয়েদের মধ্য থেকে যাদের তোমরা ভাল মনে কর দুই, তিন বা চারটি পর্যন্ত বিবাহ করতে পার। কিন্তু যদি তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে পারবে না বলে ভয় কর, তাহ'লে মাত্র একটি বিবাহ কর...' *(নিসা ৪/০৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা অধিক সোহাগিনী ও অধিক সন্তানদায়িনী মহিলাকে বিবাহ কর। কারণ আমি ক্বিয়ামতের দিন তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে গর্ব করব' *(আবুদাউদ হা/২০৫০; মিশকাত হা/৩০৯১ সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (২৩/১০৩) : যোহরের পূর্বে চার রাক'আত সুন্নাত ছালাত এক সালামে পড়তে হবে কি?

-রেযা, হালসা, নাটোর।

উত্তর : যোহরের পূর্বে চার রাক'আত কিংবা দুই রাক'আত উভয় আমল করা যাবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১১৫৯-৬০)*। আর চার রাক'আত সুন্নাত এক সালামে বা দুই সালামে উভয়ভাবেই পড়া যাবে *(নাসাঈ হা/৮৭৫; ইবনু মাজাহ হা/১৩২২)*।

Contents

উল্লেখ্য, 'যোহরের পূর্বে সালামবিহীন চার রাক'আত ছালাতের জন্য আসমানের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করা হয়' মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(আবুদাঊদ হা/১২৭০; যঈফ তারগীব হা/৩২০; মিশকাত হা/১১৬৮, সনদ যঈফ)*।

প্রশ্ন (২৪/১০৪) : জনৈক আলেম বলেন, রাসূল (ছাঃ) সূরা ফাতিহা পড়ার পর মাঝে মাঝে জোরে আমীন বলতেন লোকদেরকে এ ব্যাপারে জানানোর জন্য। এটা তার সবসময়কার আমল ছিল না। একথার সত্যতা জানতে চাই।

-ছদরুদ্দীন, জামালপুর।

উত্তর : উক্ত দাবীটি সঠিক নয়। ইমাম যখন সশব্দে সূরা ফাতিহা শেষ করবেন, তখন মুক্তাদীগণও সাথে সাথে সশব্দে আমীন বলবেন। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন 'যখনই ইমাম ওয়া লাযযা-ল্লীন' বলবে অন্য বর্ণনায় যখন 'আমীন' বলবেন, তখন তোমরাও আমীন বল'। কেননা যার আমীন ফেরেশতাদের আমীন-এর সঙ্গে মিলে যাবে, তার পূর্বেকার সকল গুনাহ মাফ করা হবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮২৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে সশব্দে আমীন বলতেন, যার আওয়ায উচ্চ হ'ত' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু কাছীর, দারেমী, মিশকাত হা/৮৪৫)*। উল্লেখ্য যে, নিম্ন স্বরে আমীন বলার হাদীছটি যঈফ *(তিরমিযী হা/২৪৯; নায়ল ৩/৭৫)*।

ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূল (ছাঃ)-কে '*গায়রিল মাগযূবি 'আলাইহিম ওয়া লাযযোয়া-ল্লীন'* পড়ে জোরে আমীন বলতে শুনেছি' *(তিরমিযী হা/২৪৮; আবুদাঊদ হা/৯৩২; মিশকাত হা/৮৪৫)*। তাবেঈ বিদ্বান আত্বা (রহঃ) বলেন, ইবনে যুবায়ের ও তাঁর মুক্তাদীগণ এত জোরে 'আমীন' বলতেন যে, মসজিদে নববী গমগম করে উঠত *(বুখারী তা'লীক্ব ৩/৩১৫, অনুচ্ছেদ নং ২৬২ হা/৭৮০; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/২৬৪০)*। জোরে 'আমীন' বলার প্রমাণে সতেরটি হাদীছ এবং ছাহাবীদের তিনটি আছার পাওয়া যায় *(নায়লুল আওত্বার ২/১২২ পৃঃ)*। এমনকি হানাফী আলেমদের নিকটেও নীরবে আমীন বলার হাদীছের সনদ ছহীহ নয়। যেমন আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী হানাফী (রহঃ) বলেন, 'নীরবে আমীন' বলার সনদে ত্রুটি আছে। সঠিক ফৎওয়া হ'ল জোরে 'আমীন' বলা' *(শরহে বেকায়াহ ১৪৬ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২৫/১০৫) : জনৈক ব্যক্তি বলেন, ক্বিয়ামতের দিন হাশরের ময়দান হবে সিরিয়ায়। একথার কোন সত্যতা আছে কি?

-তহুরুল ইসলাম, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : কেবল সিরিয়ায় নয় বরং শামে হাশরের ময়দান হবে মর্মে ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। আর তৎকালীন শাম বর্তমানে সিরিয়া, জর্দান, লেবানন, ফিলিস্তীন ও ইসরাঈলের পুরো ভূখণ্ড এবং ইরাক, তুরস্ক, মিসর ও সঊদী আরবের কিছু অংশকে শামিল করে *(উইকিপিডিয়া)*। আবু যর গেফারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'শাম হ'ল একত্রিত হওয়ার ও পুনরুত্থিত হওয়ার স্থান' *(ছহীহুল জামে' হা/৩৭২৬)*। অন্য বর্ণনায় তিনি হাশরের স্থান হিসাবে শামের দিকে ইশারা করেছেন *(আহমাদ হা/২০০৪৩, ছহীহুল জামে' হা/২৩০২)*। মনে রাখতে হবে যে, ক্বিয়ামতের দিন বর্তমান পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবীতে পরিণত হবে *(ইবরাহীম ৪৮)* এবং পাহাড়-পর্বত সব একাকার হয়ে সমতল হয়ে যাবে *(ত্বোয়াহা ২০/১০৬)*। যেটা মানুষের কল্পনার বাইরে।

প্রশ্ন (২৬/১০৬) : জনৈকা মুসলিম মহিলা এক হিন্দু পুরুষের সঙ্গে পালিয়ে যায়। সেখানে মহিলাটির গর্ভে এক কন্যা সন্তান জন্ম হয়। পরবর্তীতে মহিলাটি ফিরে আসে। এক্ষণে তার কন্যা সন্তানটি মুসলিম হবে, না হিন্দু হিসাবে গণ্য হবে।

-হাফেয নূর আলম নূরী, নীলফামারী।*

** নামটি পরিবর্তন করে আব্দুন নূর রাখুন (স.স.)।*

উত্তর : উক্ত শিশুটি মুসলিম হিসাবে গণ্য হবে। কারণ 'জারজ' সন্তান মাতার সাথে সম্পর্কিত হয় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৩১২, ৩৩২০)*। এছাড়া প্রত্যেক শিশুই ফিৎরাত তথা ইসলামের উপরে জন্মগ্রহণ করে *(বুখারী হা/১৩৮৫, মুসলিম, মিশকাত হা/৯০; রূম ৩০)*।

প্রশ্ন (২৭/১০৭) : ছালাতে বুকের উপর হাত বাঁধার ক্ষেত্রে কেউ কনুই পর্যন্ত পুরো হাত অপর হাতের উপর রাখে। আবার কেউ হাতের তালু অপর হাতের তালুর উপর রাখে। এক্ষণে হাত বাঁধার সঠিক নিয়ম কি?

-আব্দুল ক্বাইয়ূম, সাভার, ঢাকা।

উত্তর : বাম হাতের উপরে ডান হাত বুকের উপরে রাখাই ছালাতে হাত বাঁধার সঠিক নিয়ম। ওয়ায়েল বিন হুজ্র (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় করলাম। এমতাবস্থায় দেখলাম যে, তিনি বাম হাতের উপরে ডান হাত স্বীয় বুকের উপরে রাখলেন' *(ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/৪৭৯; আবুদাঊদ হা/৭৫৫)*। একই রাবী কর্তৃক অন্য বর্ণনায় আরো স্পষ্টভাবে এসেছে যে, রাসূল (ছাঃ) ছালাতে ডান হাত বাম হাতের পাতা, কব্জি ও হাতের উপর রাখতেন *(নাসাঈ হা/৮৮৯, সনদ ছহীহ)*। এর দ্বারা কনুই থেকে কনুই পর্যন্ত পুরা হাতকে বুঝানো হয়েছে। যেমন সাহ্ল বিন সা'দ (রাঃ) বলেন, 'লোকদেরকে নির্দেশ দেওয়া হ'ত যেন তারা ছালাতের সময় ডান হাত বাম হাতের উপরে রাখে *(বুখারী হা/৭৪০; মিশকাত হা/৭৯৮)*। অনুরূপভাবে বাম হাতের জোড়ের (কব্জির) উপরে ডান হাতের জোড় বুকের উপরেও রাখা যাবে *(আহমাদ হা/২২০১৭; আহকামুল জানায়েয ১/১১৮, সনদ হাসান)*।

'ছালাতে তালুর উপর তালু রাখা সুন্নাত' মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(দারাকুৎনী হা/১০৮৫, সনদ যঈফ)*। এতদ্ব্যতীত নাভীর নীচে হাত বাঁধা সম্পর্কে যত হাদীছ এসেছে সবই যঈফ *(দারাকুৎনী হা/১০৮৯-৯০; আবুদাঊদ হা/৭৫৬; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৯৬৩, সনদ যঈফ)*।

আলবানী (রহঃ) বলেন, হাতের উপর হাত রাখা এবং ধরা দু'টিই সুন্নাত। কিন্তু এ বিষয়ে পরবর্তী হানাফী বিদ্বানগণের কেউ কেউ যা বলেছেন সেটি বিদ'আত। তার নিয়ম যা তারা বলেছেন যে, ডান হাত বাম হাতের কব্জির উপর রাখবে এমনভাবে যে, কনিষ্ঠা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা কব্জি ধরবে এবং বাকি তিনটি আঙ্গুল খোলা থাকবে *(ছিফাতু ছালাতিন্নবী পৃঃ ৬৮, টীকা-৬)*।

প্রশ্ন (২৮/১০৮) : বর্তমানে বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বেশ কিছু কবরকে বিভিন্ন নবীর কবর হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এর কোন সত্যতা আছে কি?

-আব্দুল ক্বাইয়ূম, সাভার, ঢাকা।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবর ব্যতীত সকল নবীর কবরের অবস্থান অজ্ঞাত। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ)-এর কবর ব্যতীত কোন নবীর কবরের অবস্থানের ব্যাপারে পৃথিবীর মানুষ একমত নয়' *(মাজমূ' ফাতাওয়া ২৭/১১৬)*। শায়খ বিন বায বলেন, নবী (ছাঃ)-এর কবর ব্যতীত সকল নবীর কবরের অবস্থান অজ্ঞাত। ..তবে ইবরাহীম (আঃ)-এর কবর ফিলিস্তীনের

মাগারাতে আছে বলে প্রসিদ্ধ রয়েছে। ...আর যে ব্যক্তি দাবী করবে যে, এটি অমুকের কবর, এটির অমুকের কবর তাহলে সে মিথ্যা বলবে। এর কোন সত্যতা এবং বিশুদ্ধতা নেই' *(মাজমূ' ফাতাওয়া বিন বায ১/১৬০)*। মূলতঃ কবর চিহ্নিত থাকলে লোকেরা তাঁদের কবরে পূজা শুরু করে দিত। সম্ভবতঃ একারণেই আল্লাহ তা'আলা নবীগণের কবর সমূহ অজ্ঞাত রেখেছেন।

প্রশ্ন (২৯/১০৯) : ছহীহ বুখারীতে এসেছে 'যদি হাওয়া খেয়ানত না করতেন, তবে যুগে যুগে কোন নারী তার স্বামীর সাথে খেয়ানত করত না'। হাদীছটির ব্যাখ্যা জানতে চাই।

-মামূন, রাজশাহী।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এখানে নারীর ফিৎরাতের কথা বলেছেন, তার কর্মকে দায়ী করেন নি। যেমন অন্য হাদীছে আদম তার আয়ুষ্কালকে অস্বীকার করেছিলেন বলে মানুষ অস্বীকার করে বলা হয়েছে *(তিরমিযী হা/৩০৭৬, মিশকাত হা/১১৮)*। এর অর্থ এটা নয় যে, বনু আদমের অস্বীকারের জন্য আদম (আঃ) দায়ী হবেন। কারণ একজনের পাপের বোঝা অন্যে বইবে না *(আন'আম ১৬৪ ও অন্যান্য)*। আল্লাহ নিজেও হাওয়াকে এককভাবে এ বিষয়ে দায়ী করেননি। বরং কুরআনে শয়তান 'আদম'কে এবং 'আদম ও হাওয়া' উভয়কে প্রতারিত করেছিল বলে বর্ণিত হয়েছে *(ত্বোয়াহা ১২০, আ'রাফ ২০)*।

অতএব আলোচ্য হাদীছ সহ অন্যান্য হাদীছে 'হাওয়া আদমকে উৎসাহিত করেছিলেন' মর্মে যা কিছু বলা হয়েছে সবটারই উদ্দেশ্য হ'ল, নারীর স্বাভাবিক প্রবণতার দিকে ইঙ্গিত করা। যাতে মুমিন নারী ও পুরুষ স্ব স্ব মন্দ প্রবণতাকে সংযত রাখে।

প্রশ্ন (৩০/১১০) : জনৈক ব্যক্তি বলে, যে ব্যক্তি মৃত্যু পর্যন্ত টুপী পরিধান করবে, ক্বিয়ামতের দিন সূর্যের তাপ ঐ ব্যক্তির শরীরে লাগবে না। এ বর্ণনার কোন সত্যতা আছে কি?

-আব্দুর রহমান, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : কথাটি মিথ্যা ও বানোয়াট। উল্লেখ্য যে, মাথা ঢাকা বা টুপী পরা শিষ্টাচারমূলক পোষাকের অন্তর্ভুক্ত। এটাকে তাক্বওয়ার পোশাক হিসাবে গণ্য করা হয় *(দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৪৭)*।

প্রশ্ন (৩১/১১১) : দানিয়াল কি নবী ছিলেন? তার সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ইসমাঈল তালুকদার, নওগাঁ।

উত্তর : দানিয়াল সম্পর্কে কুরআন ও হাদীছে কিছু পাওয়া যায় না। অতএব তিনি যে নবী ছিলেন, এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে বলার কোন উপায় নেই। তবে ঐতিহাসিকভাবে যা জানা যায় তা নিম্নরূপ : আবুল 'আলিয়ার বর্ণনা অনুযায়ী, ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে (১৩-২৩ হিঃ) আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) কর্তৃক ইরাকের তুসতার নগরী বিজিত হ'লে সেখানকার শাসক হুরমুযানের বায়তুল মালে চৌকির উপরে একজন ব্যক্তির অক্ষত লাশ পাওয়া যায়। যার মাথার কাছে একটি মুছহাফ ছিল। মুছহাফটি ওমর (রাঃ)-এর নিকটে পাঠানো হয়। সেখানে তিনি নওমুসলিম ইহূদী পণ্ডিত কা'ব আল-আহবারকে ডেকে আরবীতে তার মর্ম উদ্ধার করেন। যার মধ্যে মানুষের আচরণবিধি, আদেশ-নিষেধ ও ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ লিপিবদ্ধ ছিল। অতঃপর খলীফার নির্দেশক্রমে সেখানে দিনের বেলা ১৩টি কবর খনন করা হয় এবং রাতের বেলায় এগুলির কোন একটিতে দাফন করে মাটি সমান করে দেওয়া হয়। যাতে লোকেরা তা খুঁজে না পায় এবং ফিৎনায় পতিত না হয়। কেননা ইতিপূর্বে খরার সময় লোকেরা চৌকিসহ লাশটি বের করত এবং তার অসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করত। বর্ণনাকারীর ধারণা মতে এটি ৩০০ বছর পূর্বেকার লাশ। লাশটির মাথার পিছনের কয়েকটি চুল পাকা ব্যতীত দেহের কোন অংশে পরিবর্তন ঘটেনি। কারণ নবীদের লাশ মাটি ও পশুতে খায় না'। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, আবুল 'আলিয়া পর্যন্ত বর্ণনাটির সূত্র ছহীহ। তবে ৩০০ বছরের পূর্বেকার ধারণামূলক বক্তব্যটি যদি সঠিক হয়, তাহ'লে তিনি নবী ছিলেন না বরং একজন সৎ ব্যক্তি ছিলেন। কেননা ঈসা ও মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মধ্যে কোন নবী ছিলেন না, যা ছহীহ বুখারীর হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত' *(আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ২/৪০; আলবানী, তাখরীজ ফাযায়েলুশ শাম ১/৫১, আছার ছহীহ)*। উল্লেখ্য যে, দানিয়াল বিষয়ে একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে যে, 'যে ব্যক্তি দানিয়াল সম্পর্কে খবর দিবে, তোমরা তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ো'। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, হাদীছটি 'মুরসাল' এবং এর সনদ নিরাপদ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে *(আল-বিদায়াহ ২/৪১)*। এতদ্ব্যতীত দানিয়াল সম্পর্কে আরও অনেক কিছু বর্ণিত হয়েছে, যা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়।

প্রশ্ন (৩২/১১২) : আমাদের মসজিদের ভিতরের এক কর্ণারে ডাষ্টবিন রাখা আছে, যা অনেক সময় নোংরা পরিবেশ সৃষ্টি করে। এক্ষণে মসজিদের ভিতরে ডাস্টবিন রাখা জায়েয হবে কি?

-সাজিদুল ইসলাম, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

উত্তর : মসজিদে ডাষ্টবিন রাখা যাবে না। বরং তা মসজিদের বাইরে কোন স্থানে রাখতে হবে। আনাস (রাঃ) বলেন, জনৈক বেদুঈন মসজিদে পেশাব করলে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মসজিদ পেশাব করা বা আবর্জনা ফেলার স্থান নয়। মসজিদ হচ্ছে আল্লাহর যিকির, ছালাত ও কুরআন তেলাওয়াতের জন্য' *(মুসলিম হা/২৮৫, মিশকাত হা/৪৯২)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, ' রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে মহল্লায় মহল্লায় মসজিদ নির্মাণ করতে এবং তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিময় রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন' *(তিরমিযী, আবুদাউদ, মিশকাত হা/৭১৭)*।

প্রশ্ন (৩৩/১১৩) : দলবদ্ধভাবে কোরাস গাওয়ার ন্যায় কুরআন পাঠ করা জায়েয হবে কি?

-ফযলুল করীম, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর : দলবদ্ধভাবে কোরাস গাওয়ার ন্যায় কুরআন তিলাওয়াত করা জায়েয নয়। রাসূল (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরাম এভাবে কুরআন তেলাওয়াত করেননি। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন যে, যে ব্যক্তি সুর দিয়ে কুরআন তেলাওয়াত করে না, সে আমার দলভুক্ত নয় *(বুখারী হা/৭৫২৭, মিশকাত হা/২১৯৪)*। এর অর্থ কোরাস দিয়ে দলবদ্ধভাবে পড়া নয় বরং একাকী মধুর সুরে পড়া। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা কুরআনকে তোমাদের স্বরের দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত কর। কেননা সুন্দর স্বর কুরআনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে' *(দারেমী হা/৩৫০১, মিশকাত হা/২২০৮)*।

প্রশ্ন (৩৪/১১৪) : স্ত্রীর নামে কিছু সম্পত্তি যেমন বাড়ি লিখে দেয়ার ব্যাপারে শরী'আতে বিধান কি?

-মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান, ঢাকা।

উত্তর : উত্তরাধিকার সম্পদ মৃত্যুর পরে বণ্টন হওয়াই ইসলামী শরী'আতের বিধান। কেননা আল্লাহ প্রত্যেক হকদারের জন্য তার হক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন' *(আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩০৭৩)*। তবে অন্য ওয়ারিছদের বঞ্চিত করার অসৎ উদ্দেশ্য না থাকলে সুস্থ অবস্থায় হাদিয়া হিসাবে এরূপ প্রদান করায় বাধা

Contents

নেই *(দ্রঃ ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা, ফৎওয়া নং ৬৭৪৫)*।

প্রশ্ন (৩৫/১১৫) : জনৈক বক্তা বলেন, রাসূল (ছাঃ) তিন যবীহাইনের সন্তান অর্থাৎ আদম, ইবরাহীম এবং নিজ পিতা। এর সত্যতা আছে কি?

-মুহাম্মাদ মুছত্বফা, নয়াবাজার, ঢাকা।

উত্তর : এ মর্মে বর্ণিত হাদীছটি নিতান্তই যঈফ *(তাফসীর ত্বাবারী ২৩/৮৫; হাকেম হা/৪০৩৬; যঈফাহ হা/৩৩১, ১৬৭৭)*।

প্রশ্ন (৩৬/১১৬) : ছহীহ হাদীছের আলোকে মৃত ব্যক্তিকে গোসল, কাফন-দাফন ও খাটিয়া বহনের ফযীলত সম্পর্কে জানতে চাই।

-আব্দুল্লাহিল কাফী, রাজশাহী।

উত্তর : মৃত ব্যক্তিকে গোসল ও কাফন-দাফনের ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি কোন মুসলিম মাইয়েতকে গোসল করাবে, অতঃপর তার গোপনীয়তা সমূহ গোপন রাখবে, আল্লাহ তাকে চল্লিশ বার ক্ষমা করবেন। যে ব্যক্তি মাইয়েতকে কাফন পরাবে, আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামতের দিন জান্নাতের মিহি ও মোটা রেশমের পোষাক পরিধান করাবেন। যে ব্যক্তি মাইয়েতের জন্য কবর খনন করবে, অতঃপর দাফন শেষে তা ঢেকে দিবে, আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত পুরস্কার দিবেন জান্নাতের একটি বাড়ীর সমপরিমাণ, যেখানে আল্লাহ তাকে রাখবেন' *(হাকেম হা/১৩০৭; ছহীহ তারগীব হা/৩৪৯২; আলবানী, আহকামুল জানায়েয হা/৩০, ১/৫১, সনদ ছহীহ)*।

দাফনের উদ্দেশ্যে মাইয়েতের খাটিয়া বহন নিঃসন্দেহে নেকীর কাজ। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় কোন জানাযায় শরীক হ'ল এবং দাফন শেষে ফিরে এলো, সে ব্যক্তি দুই 'ক্বীরাত' সমপরিমাণ নেকী পেল। প্রতি 'ক্বীরাত' ওহোদ পাহাড়ের সমতুল্য। আর যে ব্যক্তি কেবলমাত্র জানাযা পড়ে ফিরে এলো, সে এক 'ক্বীরাত' পরিমাণ নেকী পেল' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৬৫১)*। তবে 'জানাযার খাটিয়া বহন করলে তা চল্লিশটি কবীরা গোনাহের কাফফারা হবে' মর্মে বর্ণিত হাদীছটি মুনকার বা যঈফ *(ত্বাবারাণী, সিলসিলা যঈফাহ হা/১৮৯১)*। এছাড়া বহনের সময় 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার' ইত্যাদি বলে যিকির করার কোন বিধান নেই।

প্রশ্ন (৩৭/১১৭) : গোসলের সময় লজ্জাস্থানে দৃষ্টি পড়লে বা খালি হাত স্পর্শ করলে ওযূ নষ্ট হবে কি?

-মুখলেছুর রহমান, উত্তর দিনাজপুর, ভারত।

উত্তর : এতে ওযূ নষ্ট হবে না *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩২০)*। যে হাদীছে লজ্জাস্থান স্পর্শে ওযূ নষ্ট হবে বলা হয়েছে *(আহমাদ, ইরওয়া হা/১১৬, ১১৭; মিশকাত হা/৩৯০)*, তার ব্যাখ্যা হ'ল, উত্তেজনার সাথে স্পর্শ করা *(টীকা দ্রঃ মিশকাত হা/৩২০)*।

প্রশ্ন (৩৮/১১৮) : জান্নাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে বিবি মারিয়াম, মূসার বোন কুলছূম এবং ফেরাঊনের স্ত্রী আসিয়ার বিবাহ হবে। উক্ত কথার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-এনামুল, গঙ্গারামপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত কথাটি মিথ্যা *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৮১২)*।

প্রশ্ন (৩৯/১১৯) : কিছু আলেমের মুখে শোনা যায় যে, আল্লাহ্‌র যিক্‌র পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের চেয়েও উত্তম। তারা প্রমাণে কুরআনের আয়াতও পেশ করে থাকেন। তাদের বক্তব্য কি সঠিক?

-আব্দুল্লাহ আল-মামূন, রাজশাহী।

উত্তর : যিকর অর্থ স্মরণ করা। আর আল্লাহকে স্মরণ করার শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান হ'ল ছালাত আদায় করা। যেমন আল্লাহ বলেন, তুমি ছালাত কায়েম কর আমাকে স্মরণ করার জন্য' *(ত্বোয়াহা হা/২০/১৪)*। ছালাতের বাইরে সর্বোত্তম যিকর হ'ল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। এছাড়াও সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবর ইত্যাদি। কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে, এগুলি ছালাত আদায়ের চাইতে উত্তম। অতঃপর যিকর দ্বারা যদি প্রচলিত 'আল্লাহ আল্লাহ' যিকর অর্থ নেওয়া হয়, তবে সেটি বিদ'আত মাত্র। কেননা এমন যিকর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের আমল দ্বারা প্রমাণিত নয়। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা ছালাতকেই বড় যিক্‌র বলেছেন *(আনকাবূত ৪৫)*। কেননা পুরো ছালাতই মূলতঃ যিক্‌র, দো'আ ও তাসবীহতে পরিপূর্ণ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ছালাত সঠিক না হ'লে কোন ইবাদত সঠিক হবে না' *(ত্বাবারাণী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৫৮)*। কাজেই সাধারণ যিক্‌রকে ফরয ছালাতের যিকরের চেয়ে উত্তম মনে করা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত আক্বীদা।

প্রশ্ন (৪০/১২০) : ধর্মান্ধ কাকে বলে? ধর্মান্ধ ও প্রকৃত মুসলিমের মধ্যে পার্থক্য কি?

-জামালুদ্দীন, কালদিয়া, বাগেরহাট।

উত্তর : ধর্মের সঠিক ব্যাখ্যা ও ব্যবহার না জেনে নিজের স্বল্প জ্ঞানের উপর গোঁড়ামী করাকে ধর্মান্ধতা বলে। 'ধর্মান্ধ' শব্দটি প্রকৃত মুসলিমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কেননা 'ইসলাম' হ'ল মানবজাতির জন্য আল্লাহ্‌র মনোনীত একমাত্র ধর্ম *(আলে ইমরান ৩/১৯)*। আর ইসলামের প্রকৃত অনুসারী ব্যক্তিই হ'লেন প্রকৃত ধার্মিক। প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি কখনো ধর্মান্ধ হন না। বর্তমান যুগে কিছু নামধারী মুসলিম প্রকৃত দ্বীনদার মুসলিম পুরুষ ও নারীকে 'ধর্মান্ধ' বলেন গালি হিসাবে। তাদের মতে, যারা যুক্তির উপরে ধর্মকে স্থান দেয়, তারাই ধর্মান্ধ। এর দ্বারা তারা ইসলামের প্রতি ইঙ্গিত করেন। এটি তাদের অজ্ঞতার পরিচায়ক। কেননা মানুষের জ্ঞান সসীম। আর আল্লাহ হ'লেন অসীম জ্ঞানের আধার। ইসলাম আল্লাহ প্রেরিত ধর্ম। তার কল্যাণবিধান অনেক সময় সাধারণ মানুষের জ্ঞান ও যুক্তি আয়ত্ত করতে ব্যর্থ হয়। যদিও গভীর জ্ঞানীগণ তা অনুধাবনে সমর্থ হন। সেক্ষেত্রে ইসলামী বিধানকে নিজের জ্ঞানের উপর স্থান দেওয়াই হ'ল প্রকৃত মুসলিমের কর্তব্য। দুঃখের বিষয় এই যে, স্থানপূজা, মূর্তিপূজা, কবরপূজা, ছবি-প্রতিকৃতি পূজা ইত্যাদি বৃথা কর্মগুলিতে এরা ধর্মান্ধতা বলেন না।

মুসলমান হ'ল আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ উম্মত *(আলে-ইমরান ৩/১১০)* এবং মধ্যপন্থী জাতি *(বাক্বারাহ ২/১৪৩)*। রাসূল (ছাঃ) সকল কাজে মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন *(মুসলিম হা/২৮১৬, তিরমিযী হা/২১৪১; মিশকাত হা/৯৬)*। উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় ছাহেবে মির'আত বলেন, তোমরা তোমাদের সৎকর্মের মাধ্যমে সুষ্ঠুতা ও দৃঢ়তা অন্বেষণ কর এবং কোনরূপ বাড়াবাড়ি ও হ্রাসকরণ ছাড়াই মধ্যপন্থা অবলম্বন কর *(মির'আত হা/৯৬-এর ব্যাখ্যা)*।

সংশোধনী

গত নভেম্বর'১৫ সংখ্যায় (৩৮/৭৮) প্রশ্নোত্তরে দাদা ও দাদার বোন হিসাবে উত্তর প্রদান করা হয়েছে। এক্ষণে উক্ত বোন যদি মৃতের বোন হয়, তবে পুরো সম্পদের ৩ ভাগের ২ ভাগ দাদা এবং ১ ভাগ বোন পাবে। দাদার বর্তমানে মৃত বোন ও তার সন্তানেরা ওয়ারিছ হবে না।